সফল-স্বপ্ন

(ফিওডোর প্যানফেরভ এর And Then the Harvest
এর অনুবাদ)

অনুবাদক

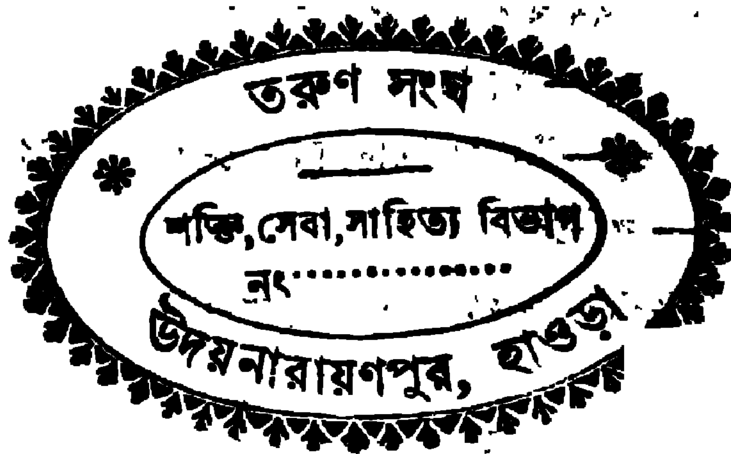
গিরিন চক্রবর্ত্তী

পূরবী পাবলিশার্স
কলিকাতা

মূল্য দু'টাকা

প্রথম সংস্করণ

গ্রন্থকার কর্তৃক ৭২, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত ও পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪৭ মধুরায় লেন, কলিকাতায় গোপাল বসাক কর্তৃক মুদ্রিত



ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা

কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম স্রষ্টা

কমরেড্ মুজ্‌ফ্‌ফর আহ্‌মদকে—

চরিত্র-পরিচয়

আন্নুস্কা—স্টেস্কার প্রথম স্বামীর ঔরসজাতা কন্যা।

আরগুন্তোভ, যোসিফ্—কলাবিদ্।

ইয়াকুনিন, প্যাভেল—ইঁট পাতাদলের নেতা, পরে বৈমানিক।

ওগনিভাস্টেস্কা,—কিরিলের স্ত্রী।

কালিনিন, মিখাইল, আইভ্যোনোভিচ্—রাশিয়ায় সর্ব্বোচ্চ শাসন পরিষদের সভাপতি।

কাটায়েভ, ঝাকার—কৃষিজ ট্র্যাক্টর ক্ষেত্রের অধিনায়ক।

বুভিয়ারকোভা, আনচুরকা—ক্রস্কী পঞ্চায়েতী খামারের অধিনায়ক।

কুভায়েভ, ইগর, আইভ্যানোভিচ্—চাষী, ইঁটপাতার কারিকর।

গুরিয়ানোভ, নিকিটা—ক্রস্কী পঞ্চায়েতী খামারের একজন নেতা।

চ্যাণ্টশেভ, এপিথা— „ „ „ „ „

প্যানোভা, ফেনিয়া—কিরিলের সহকারী।

পোড্রেটনভ্ সার্জী, পেট্রোভিচ্—স্টালিনের সহকারী।

পারোনিনা, নাটাশা—খাদের একটী দলের নেত্রী।

বাথ্—স্থানীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদক।

বোগ্দানভ্—ট্রাক্টর ও ধাতুর কারখানার কর্ত্তা।

ঝারকভ্—বিপ্লব বিরোধী কম্যুনিষ্ট পার্টি সভ্য।

ঝ্দারকিন, কিরিল—ধাতু ও ট্র্যাক্টর কারখানার সংগঠক ও সদর পার্টি সম্পাদক।

ঝ্দারকিন, কিরিল—কিরিলের ছেলে।

জিকা—কিরিলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

রুবিন—ধাতুর কারখানার প্রধান ইঞ্জীনিয়ার।

সিভাসেভ—জেলা পার্টি সমিতির সম্পাদক। সিভাসেভ, মাসা,—ডাক্তার।

[illegible]পারিন, মিট্কা—চাষী। স্পিরিনা, এলেনা—মিট্কার স্ত্রী।

স্ট্যালিন—সোভিয়েটের নেতা। স্টেফা—রুবিনের স্ত্রী।

মুখবন্ধ

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিন-ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে সর্ব্বহারা বিপ্লব জয়যুক্ত হ'ল। সে বিজয়ে ধনতন্ত্রী জগৎ স্তম্ভিত হয়ে ভাবলো এও কী সম্ভব? সেই সঙ্গে তারা এক যোগে শৈশবেই সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্য চারদিক থেকে রাশিয়া আক্রমণ করে।

সর্ব্বহারা রাষ্ট্রের পক্ষে সে এক মহা দুর্দ্দিন। ছয়টী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সোভিয়েট ভূমি দখল করতে এগিয়েছে। সোভিয়েট সর্ব্বহারা শ্রেণী তখনো মহাযুদ্ধের রক্তপাতে মূহ্যমান, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথচ দুর্ব্বার ধনতন্ত্রী সেনাদল জোর কদমে এগোচ্ছে! লেনিন-ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে তারা একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের বাধা দিচ্ছে—অন্যদিকে দেশে সোভিয়েট-তন্ত্রকে কায়েম করতে চাচ্ছে!—প্রায় দুবছর লড়াই ক'রে সাম্রাজ্যবাদীরা অবশেষে পরাজিত ও হতমান হয়ে সোভিয়েট ভূমি ছেড়ে পালিয়ে আসে! এসব যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে—তার পরেই রাশিয়াতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ! দেশের সম্মুখে ভেসে উঠ্‌লো—করাল মহামারীর ছায়া! প্রকৃতির পরিহাসে ও বিপ্লববিরোধী চক্রান্তকারীদের কারসাজিতে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের পথে নানা বিঘ্ন এসে দাঁড়ায়। দূরদর্শী নেতা লেনিন রাশিয়ার তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে **নব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা** গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ ক'রে কয়েক বছরের মধ্যে রাশিয়ার আভ্যন্তরীন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়!

এদিকে আর এক বিপদ ঘনিয়ে আসে। বিপ্লববিরোধী চক্রান্তকারীরা প্রথমে ভেবেছিল যে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত হলেও সত্যিকারের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই লেনিন ষ্ট্যালিনের হাত থেকে নেতৃত্বের ভার ছিনিয়ে

নিয়ে তারাই দেশ শাসন করবে। বিপ্লবের সঙ্গে যোগ দিলেও একদল লোক —প্রধানতঃ জিনোভিভ, ক্যামেনেভ, প্রভৃতি বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সর্ব্বহারা শক্তিতে আস্থাবান ছিল না। এমন কি এদের মধ্যে জিনোভিভ অক্টোবর বিপ্লবের আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবের জন্য গোপনে নির্দ্দিষ্ট দিন জারতন্ত্রী কাগজে প্রকাশ করে দেয়। এর পরে আবার তিনি কৃতকার্য্যের জন্য অনুশোচনা ক'রে কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দেন। কিন্তু পর পর কয়েকবার বিদ্রোহ করেও তিনি যখন কিরভ হত্যা চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়লেন তখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়া সোভিয়েটের অন্য কোনও উপায় ছিল না!

এরা সোভিয়েট নেতাদের নির্ভীক প্রগতিশীল কর্ম্মপন্থায় প্রত্যেক বারই সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বাধা দেয় ও দেশে অস্বাস্থ্যকর আন্দোলন চালায়। ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে এরা রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক মিলনের পরিপন্থী কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করে। তারা চায় কৃষকদের উপর খবরদারী ক'রে শ্রমিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা! এখানে ট্রট্স্কীবাদের সামান্য ব্যাখ্যা দরকার!

সোভিয়েট বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিন ও ট্রট্স্কীর দুটা বিভিন্ন মত ছিল। লেনিনের মতে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রা সমান না হওয়ায় সে সব জায়গায় কখনই বিপ্লবের পথের বাঁধা ধরা নিয়ম থাকতে পারে না! এবং একদল লোকের যে ধারণা সর্ব্বহারা বিপ্লব শুধু মাত্র যন্ত্রশিল্পে অগ্রসর দেশেই প্রথমে সম্ভব তাও ভুল। কোনও বিশেষ দেশেও অবস্থা উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে—বিপ্লবের বিজয় সম্ভব। এবং সর্ব্বহারা একনায়কত্বের অধীনে সে দেশও ক্রমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে! তাঁর মতে সর্ব্বহারা এক নায়কত্ব হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর পুরোধা সর্ব্বহারা ও মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, কৃষক প্রভৃতিদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী সংযোগ গড়া যাতে [illegible]কে ধ্বংস ও সমূলে উচ্ছেদ ক'রে ভবিষ্যতেও যেন তারা মাথা তুলতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা!

সোভিয়েটে অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে যে সেখানে লেনিনের বক্তব্য হাতে কলমে খাটিয়ে কম্যুনিষ্টরা সফল হয়েছে। আর ট্রট্স্কীর মত কি? '১৯০৫ সাল' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি "শাশ্বত বিপ্লবের" ছবি আঁকলেন।—

"তাঁর মতে রুশ-বিপ্লবের প্রথম বিশেষত্ব হবে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিকতা। কিন্তু বিপ্লব সেখানেই শেষ হবেনা। শ্রমিককে শাসন ক্ষমতা না দেওয়া পর্য্যন্ত বুর্জ্জোয়া সমস্যা সমূহের কোনই সমাধান সম্ভব নয়! এবং শ্রমিক শ্রেণীও ক্ষমতা হাতে পেয়ে শুধুমাত্র বিপ্লবের বুর্জ্জোয়া সীমানার ভেতর আটকে থাকতে পারবেনা। পরন্তু শ্রমিক রাষ্ট্রকে প্রথম অবস্থাতেই সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জ্জোয়া সম্পত্তি ব্যবস্থা ভাঙ্‌তে হবে। এখানেই তাকে সর্ব্বপ্রথম এমন সব বুর্জ্জোয়া দলের বিরুদ্ধাচরণ করতে- হবে যারাই আগে তাকে সমর্থন করেছিল। শুধু তাই নয় যে কৃষক কুলের সবচেয়ে বড় অংশের সাহায্যে তারা শক্তি লাভ করেছিল সেই সাধারণ কৃষকদের ও প্রতিকূলতা করতে হবে। অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ দেশের শ্রমিক রাষ্ট্রের এই স্ব-বিরোধীতার সমাধান সম্ভব একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বিপ্লব দ্বারা। বিশ্বের শ্রমিক রাষ্ট্র ক্ষমতা না পেলে তা সম্ভব নয়।"

অর্থাৎ লেনিন যেখানে সর্ব্বহারা একনায়কত্বের ভিত্তির প্রধান উপাদান দেখেন শ্রমিক ও কৃষকদের সহযোগীতার ভেতর সেখানে ট্রট্স্কী দেখেন তাদের মধ্যে প্রতিকূল সংঘর্ষের ছবি।

ট্রট্স্কীর উপরিস্থিত নীতিতে বিশ্বাসী র‍্যাডেক প্রভৃতিও বিপ্লব-বিরোধী কাজ সুরু করেছিল। বিপ্লবের প্রত্যেকটী স্তরেই ট্রট্স্কীর নীতির ব্যর্থতা পরিস্ফুট হলেও ট্রট্স্কী কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতির বিরোধীতা করতো। কাজেই বাধ্য হয়ে ট্রট্স্কীকে নির্ব্বাসিত করতে হয়।

কিন্তু ট্রট্স্কী পন্থীদের উচ্ছেদ তত সহজ ছিল না। বিপ্লবের সার্থকতার

সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরও রূপ ফুটে উঠ্‌তে থাকে। আগে যারা বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় ছিল ক্রমে তারাই নানা ভাবে বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা জন্মাতে থাকে। বৈদেশিক ধনতন্ত্রীদের সহায়তায় তারা রাশিয়ায় নাশকতামূলক কাজ চালাতে থাকে ও নেতৃস্থানায় বলশেভিকদের হত্যার চক্রান্ত করে! সেই চক্রান্তের প্রথম বলি হচ্ছে কিরভ। কিরভ হত্যায় সমস্ত রাশিয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই সময় বহু চক্রান্তকারীকে উচ্ছেদ করা হয়।

ইতিমধ্যে রাশিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে দ্রুত যন্ত্রশিল্পের উন্নতির পথে এগোয়। তখন দেখা দেয় বুখারিনের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধীতা! তারা সুর উঠায় যে এত পশ্চাদবর্ত্তী দেশ রাশিয়ার পক্ষে এক রাতে আমেরিকা হওয়া সম্ভব নয়। ষ্ট্যালিন বলেন যে শত্রুপরিবেষ্টিত রাশিয়াকে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাবলম্বী হয়ে শত্রুকে আটকাবার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে—তখন এরা বলেন "ধীরে রাশিয়া ধীরে!" পরে প্রকাশ পায় যে এঁরা হিটলার জার্ম্মানীর সঙ্গে চক্রান্ত করে এভাবে যান্ত্রিক অগ্রগতির পথে বাধা জন্মাছিল। ১৯৩৮ সালের বিচারে ভয়াবহ চক্রান্ত প্রকাশ পায় যে তুকাচেভ্‌স্কী প্রমুখ কয়েকজন সামরিক নেতা ও রাজনৈতিক নেতারা রুশীয় উক্রেণকে হিটলারের হাতে তুলে দিয়ে তার সঙ্গে রফা করতে চেয়েছিল।

রাশিয়ার বিপ্লববিরোধী চক্রান্তকারীদের নাম থেকে অনেকের মনে হবে—যে তবে কি ষ্ট্যালিন ছাড়া সবাই বিপ্লব বিরোধী?—তাদের জানা দরকার যে—যে বলশেভিক দল রুশ-বিপ্লব ঘটায় তার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে চক্রান্তকারীরা সংখ্যায় কয়েক জন মাত্র আজও মলোটোভ, সজোভস্কী, ক্যাগানোভিচ্, ভরোশিলভ, কালিনিন, লিটভিনভ্ প্রভৃতি-বেশীর ভাগ লোকই সোভিয়েটের পক্ষে অনুরক্ত!

উপন্যাসটীতে এক জায়গায় বুখারিনদের উল্লেখ রয়েছে। সে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়!

৬-৬-৪৩

—•—

প্রথম অধ্যায়

(১)

পথ পরিবর্ত্তন

খুব ভোরে কিরিল ঝদারকিনের ঘুম ভাঙ্লো। গবেষণার ফলাফল খুঁজতে সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্তদেহে সে সন্ধ্যেয় বাড়ী ফিরেছিল। [illegible]সে কোনও রকমে গা ধুয়ে সে স্টেফার সঙ্গে গল্প করতে করতে কথার মাঝখানে পড়েছিল ঘুমিয়ে। এখন তার মনে হচ্ছে যে স্টেফা নিজের শরীর [illegible] তাকে কাল কি যেন বলতে যাচ্ছিলো—দিন ঘনিয়ে আসছে, তৈরী থেকো এই রকমেরই কত কি!

কিন্তু সারারাত মরার মত ঘুমিয়ে এখন সে সম্পূর্ণ সজীব। সারা শরীরে [illegible] যৌবনের চাঞ্চল্য! র‍্যাগের নীচে মহা আরামে মোড়ামুড়ি দিয়ে কিরিল নিজের শরীরের দিকে তাকালো! হঠাৎ নিজের শরীরই তার [illegible] সুন্দর মনে হ'ল। আর তখনই প্রথম সূর্য্যের আলো এসে জানালায় আছাড় খেলো। সেই আলোর ছটায় কিরিলের মনে জাগলো ছেলে বেলার কথা যখন ছাতের ওপর চুপ করে বসে সূর্য্যের প্রভাতী আলোয় সে [illegible]কি এলোমেলো কথা ভাবতো। সব চেয়ে তার ভাল লাগছিল নিঝুম হয়ে র‍্যাগের নীচে শুয়ে শুয়ে ঘরের ভেতর আলোর খেলা দেখা। নিস্তব্ধ প্রান্তের পাখীরা ভেজে কাকলী থেকে ক্রমে ক্রমে পথচারীদের কোলাহল শোনা যেতে লাগলো। লরীর ঘর্ঘর আওয়াজে হ'লো সারা পথ আলোড়িত। প্রৌঢ় শ্রমিকদের গলার খুস্ খুস্ কাশির শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে অত্যুৎসাহী গায়কের [illegible] এক লাইন গান সুরু হয়েই লজ্জা পেয়ে থেমে যাচ্ছিল।

হুড় মুড় করে উঠে পড়ে কিরিল ষ্টেস্কার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো! ষ্টেস্কা ঘুমুচ্ছে। গা থেকে র‍্যাগটা যে রাতে কখন মেঝেয় পড়ে গেছে সে খেয়ালও নেই। রাত-কামিজে ঢাকা পাগুলো রয়েছে খালি হয়ে। কাঁধের কাছ থেকেও কাপড় সরে গেছে। সুগঠিত বক্ষঃস্থল গভীর নিশ্বাসের সাথে ওঠা-নামা করছে। কিছুক্ষণ রমণীর সেই নিদ্রিত সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রে কিরিল ডাকলো "ষ্টেস্কা"!—তার কথা এত আস্তে বেরোলো যে শোনাই গেল না! কিরিলের মনে হ'লো এই সুঠাম নারীদেহের উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার। প্রেমে যে বীজ উপ্ত হয়েছে তার পরিণতি হবে দানে। তাদের দুজনের ভেতর কোনও সন্দেহ বা অবিশ্বাসের লেশমাত্র নেই। তারা ক্রমে একে অন্যের কাছে স'রে আসছিল। আবার "ষ্টেস্কা" বলে ডাকতে গিয়ে তার মনে হ'লো এভাবে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ছেলেমানুষী করে কি লাভ? কিন্তু আত্মসংবরণে অপারগ হয়ে কিরিল ঘুমন্ত ষ্টেস্কাকে ঘনালিঙ্গনে জড়িয়ে নিল। তার অবাধ্য আলিঙ্গনে ষ্টেস্কার ঘুম ভাঙতেই সে বলে উঠলো—"কিরিল নাকি"! তার অলস হাত এসে পড়লো কিরিলের গায়। একান্ত ছেলেমানুষের মত দুহাতে চোখ মুছতে মুছতে ষ্টেস্কা বলতে লাগলো—"এত ভোরে [illegible] উঠলে যে? এই না কাল শোবার আগে ধমকে ছিলে যে দশটার [illegible]গে যেন কেউ তোমার ঘুম না ভাঙায়?" কিরিল তার কথার জবাব দিল না। ক্ষুণ্ণ মনে ষ্টেস্কা ধীরে ধীরে কিরিলের বুকের ভেতর এসে, বুকের কাপড় সরিয়ে রক্তিম স্তনাগ্রভাগ দেখিয়ে বললো—"দেখছো, দুটো স্তনই ভ'রে এসেছে। আর বোধ হয় খুব দেরী নেই না? কি বল?"—তারপর মুখের কাছে স'রে এসে—"তখন কিন্তু আমায় কম ভালবাসতে পারবে না।"

কিরিল হাসতে হাসতে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললো—"এ কথা আর কেন? এখনো সন্দেহ আছে নাকি? তোমায় যে কি বলে বোঝাব জানি না! আর তুমিতো হবে আমার সন্তানের মা—কেমন?" ক্রমে কিরিলের আদরের মধ্যে ষ্টেস্কা নিজেকে ডুবিয়ে দিল! অনেকক্ষণ পরে কিরিলের দিকে তাকিয়ে

বল্লো—"আচ্ছা আমার এমন পদে পদে তোমায় হারাবার ভয় হয় কেনো ? যত তোমার সাথে থাকছি ততই তোমায় ভালবাসছি—এর বোধ হয় শেষ নেই—তবু কেন থেকে থেকে ভয় হয়, কেন বলতে পার ?

দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে ভোরের আলো নামছিল। বহুদূরে দিগ্বলয়ের প্রান্তে বন্ধুর পাহাড়ের ফাঁকে দেখা দিল সূর্য্যের রেখা যেন দু-তিনশো মাইল এগিয়ে কে গাঢ় নীল আকাশের গায় বিরাট আগুনের গোলা লুফ্ছে। ভোরের সেই স্নিগ্ধ আলো হাওয়ায় কিরিলের মনে নব চেতনা এলো। আপনা থেকেই তার মুখে বেরিয়ে এলো—'আঃ কি আরাম'। আর একটুও দেরী না করে সে একদৌড়ে জিনআঁটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বস্লো। ঘোড়াও অভ্যেস মত তাকে নিয়ে চল্লো বিদ্যুৎঘরের দিকে। কিন্তু আরোহী আজ তাকে অভ্যস্ত পথে না নিয়ে উল্টো পথ ধরে যেতে লাগলো।

হেমন্তর ছোঁয়া লেগেছে সারা পৃথিবীতে। ঝ'রে পড়া পাতায় পাতায় পথ গেছে ভ'রে আর সেই ঝরা পাতা নিয়ে খেলা করছে ভোরের পাগলকরা হাওয়া। নদীর ভেতর থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে জঙ্গলের গাছগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে কোথায় ঘাস বিচালির ভেতর আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার কোথা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে সেই হাওয়া কিরিলকে ধ'রছে ! হাওয়ার মাতনের সাথে মেতে উঠ্লো কিরিলের মন। সে ছুটে চললো হাওয়ার সাথে —যেন দুজনে কতকালের মিতালী। দেখতে দেখতে প্রকৃতির এই উচ্ছলতা গেল থেমে—চারিদিকে এলো থমথমে ভাব। মনের আনন্দে চীৎকার করতে যেয়ে কিরিল ও গেল থেমে। পা টিপে টিপে সে এগোলো। চলার ভারে পায়ের নীচের শুকনো পাতা মরমরিয়ে উঠ্ছে—তারা যেন কি বলতে চায়। কিরিল স্পষ্ট অনুভব করলো পৃথিবীর গর্ভে যেন সমস্ত কিছুই নবজীবন পরিগ্রহ করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো টৈস্কার কথা। "টৈস্কা তুমিই

আমার হৈমন্তী”—চুপিসারে বেরিয়ে এলো কিরিলের মুখ থেকে। পাগলের মতো মাটিতে পড়ে সে চুমু খেতে লাগলো ধরিত্রীকে। কি আনন্দ!

পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে কিরিল চম্‌কে দাঁড়ালো। কিন্তু নিঃস্তব্ধ উপত্যকা কোথাও জনপ্রাণী নেই। শুধু পাটকিলে ঘোড়া মিট্‌মিট্‌ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিরিলের প্রাণে আজ নব উন্মাদনা! পৃথিবীর সব জিনিষেই সে পেয়েছে প্রাণের পরশ, তার কাছে আত্মপর ভেদ নাই। ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলে “কিরে নাইবি? যদি না ডুবে যাস্‌ তোকে নাওয়াতে পারি। জানিস্‌ আমি কে? কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সভ্য (Central Executive Committee) আরও চাস্‌? সদর সমিতির সেক্রেটারী বুঝলি? এবার যা”—এই বলে কিরিল তার গা থেকে জিন খুলে নিয়ে মারলে পাঁজরে এক ঘুষি। ছাড়া পেয়ে ঘোড়াটিও কিছুদূরে যেয়ে মনের সুখে গড়াগড়ি করতে লাগলো।

কিরিল আস্তে আস্তে নাইবার জন্য জামা কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হলো। শূন্য মনে ঘোড়াটার দিকে লক্ষ্যরেখে কিরিল কাপড় ছাড়ছে। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কপালের রেখা গুলো কুঁচকে যাচ্ছিল। ঠোঁট্‌ গুলো পরস্পরের উপর এঁটে বসেছিল, আর সে মুখে সাধারণতঃ অদৃশ্য ‘তাতার’ ভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল। যে কেউ সে সময়ে দূর থেকে তাকে দেখলে তাতার ও শ্লাভ রক্তের সংমিশ্রণ না বলে পারতো না। বস্তুতই বহুকাল আগে কিরিলের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে চেঙ্গিস্‌ খাঁর রক্ত এসে মিশেছিল।

সমস্ত জামা খুলে কিরিল রৌদ্র সেবন করতে চাইলো। সুঠাম বিশাল বক্ষঃস্থল—কোথাও খুঁৎ নেই—শুধু ডান বুকের মাঝখানে তরবারির আঘাতের চিহ্ন। হাতদুটো যেন একটু লম্বায় বড় এবং কব্জীর কাছে বড় বেশী রক্তিম। আপন মনে হাতদুটো উপরে তুলে সে বাঁ দিকে মোড় ফিরলো। সমস্ত পিঠের উপর জীবন্ত মাংসপেশীর রেখা ফুটে উঠ্‌লো।

তবু ভোরের নিথর নদীর প্রশান্তি ভাঙতে কিরিলের মন সরলোনা। গভীর চিন্তায় ডুবে অনাগত শীতের বন্দনাগীতিতে মুখর ধরিত্রীর সুধা পাত্র যেন সে এক চুমুকে পান করবে। সমস্ত পৃথিবী থেকে উঠ্‌ছে-গাছপাথর, ঘাস মাটী সব— ; তাদের মাঝে কিরিল চিন্তায় বিভোর।

এদিকে তার সখের ঘোড়া অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে কিরিলকে দেখে চুপি চুপি রোয়ান বনের ফাঁকে এসে পেছন থেকে দিলো তাকে লাথি।

হটাৎ ধাক্কায় চম্‌কে কিরিল গুম্‌রে উঠলো "উঃ"। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশের আগেই সে ছিটকে জলে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটাও হলো তার সাথী। তখন দুজনে কী খেলা! ঘোড়া যে মানুষ নয় একথা ভুলে কিরিল তার সঙ্গে খেলতে লাগলো। কিন্তু ক্রমে যখন ঘোড়াটাও নিজের বিক্রম দেখাতে লাগলো তখন কিরিল নিজেকে সামলে নিল। কিছুক্ষণ পরে বেলা বেড়ে যাওয়ায় নগ্নদেহে ঘোড়ার পিঠে কিরিল নদী থেকে উঠে এলো।

(২)

সে ক'টা দিন ছিল অস্বাভাবিক—শুধু আশঙ্কা আর উত্তেজনায় বাড়ীর সবাই ছিল উত্তেজিত। কিরিল, স্টেস্কা, আগুস্কা (স্টেস্কার প্রথম পক্ষের স্বামীর মেয়ে)। এমন কি যে কিরিলের সফেয়ার শুধু জানতো কোথায় তাকে গাড়ী নিয়ে যেতে হবে এবং কে তাকে ডেকেছে। তারও উত্তেজনার ভেতর দিয়ে দিন কাটছিল। বাড়ীশুদ্ধ সকলের এই চাঞ্চল্যে, কিছু না বুঝলেও নিরীহ আগ্রাফেনা যোগ দিতে ছাড়লোনা। তবে এদের মধ্যে কিরিলের উত্তেজনাই ছিল সব চেয়ে বেশী। মুহূর্তের জন্যেও তার সোয়াস্তি ছিলনা ;

একভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকা, কিংবা শোওয়া—কিছুই তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলনা। তার চোখে দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল যৌবনের উদ্দীপনা। মাঝে মাঝে ষ্টেস্কা তাকে ঠাট্টা করে বলছিল—"তুমি ঠিক এমনি ছিলে ছেলে বেলায়"। পরে নির্জ্জনে পেয়ে ষ্টেস্কা বলেছিল "সত্যি তুমি কি ভাগ্যবান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো!"

"ভাগ্যবান? বটে—! আর যদি তিনি সোজাসুজি আমায় উড়িয়ে দেন?"

"সে কিছু নয়-ওতে তোমার কিছু হবেনা—তবুতো তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।"

কেউই তাদের কথার মধ্যে এ "তিনি'র নাম উল্লেখ করছিল না। শুধু বলছিল—"তিনি", "তাঁর কাছে", "কর্ত্তা"। কিরিলের এ উত্তেজনার কারণ শুধু মস্কো থেকে ডাক এসেছিল বলেই নয়—; সে কিছুই বুঝতে পারছিল-না-কেন "তিনি" তাকে ডেকেছেন। দলের পুরানো সভ্য ও লোহার কারখানার পরিদর্শক বোগ্‌দানভের সঙ্গে কিরিল এ বিষয়ে আলোচনা করা স্থির করলো।

"শুনছেন? আমাকে 'তিনি' মস্কো ডেকেছেন"

"তিনিটী কে?" বোগ্‌দানভ জানতে চাইলো।

"কেন? "তিনি"—আপনি যেন যেন কিছু বুঝছেন না!—ক্রেমলিনে"

"আঃ!"

"সে তো বুঝলাম কিন্তু কেন ডেকেছেন কিছু বলতে পারেন?"

"হয়তো তোমার চেহারার প্রশংসা করতে"। "না! কিবে ঠাট্টা করছেন: আমায় একটু জল দিন।"

"এতো মন্দ নয় আমি কেমন করে তোমায় বলবো? আমিতো গনতে জানিনা। তবে তুমি না একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলে?

"সেতো কোন যুগে ?"

"তবে বলতে পারিনা—। কিন্তু আমি হলে ঐ বিষয়টা নিয়ে কথা কইতাম।'

*　　*　　*　　*

'রক্তপতাকার খেতাব' আর কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সদস্যের চিহ্ন বুকে এঁটে কিরিল মস্কো রওনা হ'ল। প্রাণপন যত্নে ষ্টেস্কা তার জিনিষপত্র গুছিয়ে দিলো ; কিন্তু তবু তাড়াতাড়িতে কিরিলের ওভারকোটটা দিতে ভুলে গেল। যখন মনে পড়লো তখন কিরিলের গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ীর পিছনে ছুটতে ছুটতে ষ্টেস্কা চীৎকার করে উঠ্‌লো বড় ভুল হয়ে গেছে, কিরিল। কিছু মনে করোনা। আমি ঠিক ওগুলো পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

"আচ্ছা—সে আমি ঠিক করে নেব।"

এমনি ভাবে কিরিল মস্কো এলো। কিন্তু ক্রেমলিনের ভেতর ঢুকতে যেতেই তার মনে হলো ষ্ট্যালিনও তো কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সভ্য কিন্তু তিনিতো কখনো তাঁর ব্যাজ ব্যবহার করেন না। ষ্ট্যালিন নিজেও তো সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এবং তাতে তাঁর যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। দু তিন দিকের সৈন্যের চূড়ান্ত মহড়া তিনি নিয়ে শত্রু ধ্বংস করবার চমৎকার ফন্দী বার করেছিলেন। কিন্তু তিনিতো কখনো সম্মানের প্রতীক ব্যবহার করেন না।

এ কথা মনে হতেই কিরিল জামা থেকে সব সম্মানের ও সভ্যের প্রতীক গুলো খুলে ফেললো। ধীরে ধীরে সুবিন্যস্ত আফিস ঘরে ঢুকে কিরিল দেখলো একজন কর্ম্মচারী টেবিলে বসে রয়েছে। সে রাগত দৃষ্টিতে কিরিলের দিকে তাকালো। কিরিলেরও মনে হ'ল যেন কি এক বেফাঁস কাজ সে করছে। জিগ্যেস করে দেখা যাক মনে ক'রে কিরিল লোকটাকে তার নাম বল্লে।

সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলো "আপনার দেরী হয়ে গেছে! এখানে আপনার আসবার কথা ছিল দশটায় আর আপনি এসেছেন এগারটায় ;

এটা খেয়াল থাকা আপনার উচিৎ ছিল যে কেউ খেলা করতে আপনাকে ডাকেনি।"

"ঐ ট্রাম গুলোর জন্তেইতো এত দেরী হয়েছে। আমার কোনও দোষ নেই।"

"ট্রামগুলো! আপনি নিজেইতো ট্রাম; এখন ভেতরে যান ভয় পাবেন না।" বলে লোকটি ভেতরের দরজা দেখিয়ে দিলো।

(৩)

দরজা খুলে কিরিল ঘরের ভেতরে পা দিয়েই চমকে গেল। এ যেন তার নিজেরই আফিস।

ক্রমেই তার বিস্ময় বাড়ছিল। সে আশা করেছিল আরও বড় ঘরের ভেতরে আরও আরামের সাজসজ্জার মধ্যে এসে পড়বে। জানালায় ও দরজায় থাকবে মোটা মোটা ভারী পর্দা। আর তার বদলে কিনা খালি চুণকাম করা দেওয়াল—একটা ছবি কি কার্পেট নেই কোথাও! শুধু এক কোণে লেনিনের আবক্ষ মূর্ত্তি ও একটা দেওয়ালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাণ্ড মানচিত্র। তার নীচে রেল ইঞ্জিনের ও ট্রাক্টরের যন্ত্রপাতির নক্সা। ঘরটা নিখুঁত ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন—তবে ছাদ বড় নীচু। এবং টেবিলের পেছনে বসে রয়েছে সম্পূর্ণ অন্য একজন লোক; মাথায় এক ঝাঁক কটা কোঁকড়ান চুল, মুখের তুলনায় বড়, তীক্ষ্ণ নাক আর নাকের কাছেই বেশ বড় কাল আঁচিল। টেবিলের উপরে দুটো টেলিফোন, এক গ্লাস অর্দ্ধসমাপ্ত চা, একশো সিগারেটের একটা বাক্স, এবং তিনটা ভায়োলেট ফুল সমেত একটা সুদৃশ্য ফুলদানি। ঐ ঘরের তুলনায় ফুলগুলি অত্যন্ত সতেজ ও জমকালো আর বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। ফুলগুলোর দিকে কিরিলের তত নজর ছিলনা। সে দেখলো তার সামনে ষ্ট্যালিনের বদলে অন্য একজন লোক।

"এতো সে নয়" একথা ভাবতে ভাবতে কিরিল গিয়ে টেবিলের পাশে বসলো। লোকটি যেন কিছু না বুঝে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। পরে হঠাৎ এক ঝাঁকিতে হাতের কাছে সবুজ কাগজের বাণ্ডিল সরিয়ে টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্কশ সুরে বললো—"সুপ্রভাত! কমরেড্ ষ্ট্যালিন এখন বড্ড ব্যস্ত, তিনি আমায় বলেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

কিরিলের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল সার্জি পেট্রোভিচ্ পোডক্লেটনভ্—যিনি গত বিপ্লবে অন্তর্বিপ্লবীদের দিকে লড়তে দেখে কিরিলকে পার্টির সভ্য করে নেবার মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

স্মিতহাস্যে তিনি কিরিলকে বস্‌তে বললেন। তার কথার ভাবে হতাশ হয়ে কিরিল বললো—"তাহ'লে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবেনা? এতদুর কষ্ট করে এলাম-কত কথা ভাবছিলাম বলবো বলে—" পোডক্লেটনভ্ তাকে বাধা দিয়ে বললেন —

"ঠিকইতো! তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো। আমার সঙ্গে তো তাঁর রোজই দেখা হচ্ছে কিন্তু তবু প্রত্যেক বার আমি নতুন করে মনের জোর পাই তাঁর কথা থেকে।"

আমিও তো তাই চাচ্ছিলাম—"

"কিন্তু এ তোমারই দোষ! তিনি তোমার জন্যে দশটা পর্য্যন্ত বসে ছিলেন। সে যাই হোক. কিছু ভেবোনা—আবার হয় তো তিনি আসবেন। তবে আমরা কাজ সুরু করেছি। তিনি কুঁড়েদের দু'চোখে দেখতে পারেন না।" এই বলে, তিনি টেবিলের উপর থেকে কিরিলের পাঠানো মন্তব্য টেনে বের করলেন।

"তোমার প্রস্তাব আমরা পড়েছি। এটা ষ্ট্যালিনেরও পছন্দ হয়েছে।" তার কথার ভাবে কিরিলের মনে হলো যে এবার তাদের জন্যে বোধ হয় টাকা মঞ্জুর হবে।

কিন্তু সার্জ্জি-পেট্রোভিচ্ খাতাটা সরিয়ে রেখে তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন কৃষকরা কেমন ভাবে জিনিষটাকে গ্রহণ করেছে এবং যাদের নিয়ে কাজ হচ্ছে তারাইবা কি রকম! তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিল যে বাহিরে শান্ত থাকলেও ভেতরে ভেতরে তিনি কি একটা যেন চাঞ্চল্য চেপে রাখতে চাচ্ছেন।

"শীগ্‌গীরই বড় রকমের সংঘর্ষ বাধবে"—হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে এক গাছা মোমের বুটীওয়ালা মালা বের করলেন। তিনি স্বভাবতই একটু রগচটা ধরণের লোক ব'লে সামান্ত ব্যাপারেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। সেই সময়ে শুনতে শুনতে অন্তমনস্ক হবার জন্ত ঐ মালা গাছি সঙ্গে রাখেন। আর বলে উঠ্‌লেন—

"তাদের মধ্যে কেউ আবার সংস্কৃতির বড় সমজদার সাজছেন; তাদের উপর ভীষণ নজর রাখতে হবে।" কিরিল বুঝলো কোন সংঘর্ষের কথা হচ্ছে। "শুধু তাই নয়। যে নিরপেক্ষ তার ওপরও আমাদের নজর রাখতে হবে। ঝারকোভকে দেখনা কেন? সে প্রান্তীয় কমিটির সম্পাদক ছিল—কিন্তু ট্রট্স্কীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় 'নিরপেক্ষ হয়ে রইল।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি কিরিলের লেখাগুলো পড়তে লাগলেন। কিছুদূর এসে আবার একটা কোথাও লাল পেন্সিল দিয়ে কেটে বলে উঠলেন, "একটা বাঁধের জন্ত তুইলক্ষ রুবল?" কিরিল বললো—"এটা কাটলেন কেন?

পোড্‌ক্লেটনভ তাকে বাধা দিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পাশের দরজা খুলে সামরিক পোষাকে, সাদা প্যাণ্ট ও বুটজুতো পরে যিনি ঘরে ঢুকলেন কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সোজা টেবিলে এসে বসলেন। পেট্রোভিচ্ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে তাকে বসবার যায়গা করে দিলেন। কিরিল কয়েক পা পেছনে সরে দেওয়াল ঠেসে দাঁড়ালো। কিরিলকে দেখিয়ে পেট্রোভিচ্ বললেন:

"কমরেড্ ঝদারকিন্!"

"ওঃ" বলে নবাগতের চোখে স্মিতহাস্য খেলে গেল। সেই সঙ্গে সরস ব্যঙ্গের সঙ্গে কিরিলেক অভিবাদন করে তিনি বললেন,—"যোসিফ্ ষ্ট্যালিন !"

সম্মুখে প্রসারিত ষ্ট্যালিনের হাতে জোরে ঝাঁকি দিয়ে কিরিল চেঁচিয়ে উঠলো—"কি সৌভাগ্য" !

"সাদর সম্ভাষণ।"—বলে কিরিলের হাতখানা ওপরে তুলে সবিস্ময়ে ষ্ট্যালিন বললেন, "উঃ কি চওড়া হাত ! তোমার মা এখনো বেঁচে আছেন ?"

"হ্যাঁ"

"তোমার মত আরও ছেলে আছে নাকি তাঁর ?

"না—আমিই শুধু জন্মেছিলাম।"

"ভালোয় ভালোয় জন্মেছিলে তো"

কিরিল বুঝতে পারলো না ষ্ট্যালিনের কি মনের ভাব। কেন যে তিনি ঐ সমস্ত কথা তুললেন তা দুর্ব্বোধ্য হয়ে রইলো ! ভবিষ্যতে যাতে দেশে যেয়ে ষ্টেস্কাদের কাছে ভাল করে গল্প করতে পারে সেজন্য কিরিল স্থিরদৃষ্টিতে ষ্ট্যালিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ! ষ্ট্যালিনের নীলাভ চোখের ভাব ক্রমাগত বদ্‌লাচ্ছিল। কখনো বিষাদ ও অবসাদ আবার পরমুহূর্ত্তে সেখানে নির্ম্মম কঠোরতা ! তার পরের মুহূর্ত্তেই হয় তো অন্য কোনও কারণে চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠ্‌বে নয়তো চারিদিকের পারিপার্শ্বিকতা থেকে দৃষ্টি যেন কোথায় বহুদূরে চলে যাবে। হয় তো সেই মুহূর্ত্তে ষ্ট্যালিনের মনে ভেসে উঠে রাশিয়ার ছবি ! সে এত সব বুঝলোনা। ষ্ট্যালিনের চোখে মুখে একটা বিশিষ্টভাব বের করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলো ; কিন্তু ষ্ট্যালিনের মুখে কোথাও তেমন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লো না। কিরিল আরও লক্ষ্য করলো যে তাঁর হাতের ভঙ্গী অত্যন্ত সবল ও সুষ্ঠু। কখনো হয় তো হাত তুলে সমস্ত আঙ্গুলগুলো মুঠ করে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বুকের ধারটা চেপে ধরেছেন—নয়তো সমস্ত হাত টেবিলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যেন কিছু নিতে চান।

"না কিছুতেই এঁর নাগাল পাওয়া যাবেনা—চেষ্টা করলেই এঁর খাতির কুড়ানো সম্ভব নয়।" এইসব নানা কথা কিরিলের মনে জাগতে লাগলো। কিন্তু পাছে ষ্ট্যালিনের চোখে এইসব ভাবধারা ধরা পড়ে সেই চিন্তায় কিরিল অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তার কপালে ঘাম দেখা গেল। রুমাল না বের করে সে হাত দিয়েই কপালের ঘাম মুছে ফেললো।

কিরিলের অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে ষ্ট্যালিন অন্য দিকে তাকিয়ে সহজভাবে বললেন :

"এবার তা'হলে তুমি দেশ থেকে এলে—কি বল! তোমার মন্তব্য পড়েছি। এতদিন উত্তর দেইনি বলে কি তোমরা কিছু মনে করেছো? সব জিনিষেরই একটা সময় আছে। কিন্তু তোমাকে মস্কোয় ডেকেছি…"

ষ্ট্যালিনকে ঠিক নিজের মত কথা বলতে দেখে, আর চুপ করে না থেকে কিরিল বলে উঠ্‌লো।

"কমরেড ষ্ট্যালিন! সার্জ্জি পেট্রোভিচ্ আমাদের টাকা দিচ্ছেন না।

"কেন? ওকি কৃপণ নাকি?"

পেট্রোভিচ্ বাধা দিয়ে বল্লেন—"বড্ড একগুঁয়ে"!

"সবই কৃষকদের সদ্‌গুণ! এই ধর যেমন আমাদের কৃষকেরা……

ষ্ট্যালিন তখন কৃষকদের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করে দিলেন। কিন্তু কখনো তাদের চাষা বা ছোটলোক বলেন না। আর তিনি ঠিক কৃষকদের ভাষায়ই কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আচমকা তিনি কিরিলকে জিজ্ঞেস করলেন—

"কৃষকদের বিয়েতে যেয়ে কখনো উৎসবে যোগ দিয়েছো?

"না।"

"কেন?"

"দেখুন·

"তোমার উচিত ছিল যোগ দেওয়া। সব সময় জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা ভাল। উৎসবে যেয়ে তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে পার—তবে দেখো বেশী মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়োনা।

আবার ষ্ট্যালিন কিছুক্ষণ থামলেন। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন "এ্যান্টিউস্ নামে একজন বীরের গল্প জানো? শত্রুদ্বারা যখনই তিনি পরিবেষ্টিত হতেন তখনই ধরিত্রী দেবীর কোলে আত্মগোপন করে দ্বিগুণ শক্তিসঞ্চয় করতেন। একমাত্র হারকিউলিসই তাকে ধরিত্রী দেবীর কোল থেকে টেনে এনে শূন্যে হত্যা করেছিল। আমাদের মা হচ্ছে জনসাধারণ।"

অত্যন্ত আবেগভরে ষ্ট্যালিন কথা ক'টা বললেন। এরপরে কিরিলের পক্ষে তার সাথে আলাপ করা অনেক সহজ হয়ে এলো। এ যেন অন্য ষ্ট্যালিন—যাকে জনসাধারণ তাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসে—যে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে জানে! তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, "আপনি আমাদেরই!" কিন্তু কেমন আটকে যাচ্ছিল বলে আর তা বলা হলো না। ষ্ট্যালিনের কথা অনুমোদন করতে যেয়ে কিরিল তার খুড়ো নিকিটা গুরিয়ানোভের উল্লেখ করলো। সে বললো নিকিটা এমন একটা দেশের খোঁজে বেড়িয়েছিল যেখানে সামগ্রিক কৃষিকাজ হয়না; অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসে বলেছিল "শতখানেক বছর বাঁচলে তবেই সামান্য শিক্ষা পেতে পারো।"

"কি? কি?"—একশো বছর বাঁচলে—"বলে ষ্ট্যালিন হো হো করে হেসে উঠ্লেন।—"সার্জ্জি পেট্রোভিচ্ ওটাই খাঁটী কৃষকের ভাষা! তোমার নিকিটাকি এখন সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রে থাকছেন?"

"হাঁ। তিনি বেঁচেই আছেন আর কাজও করছেন। তিনি নাকি নূতন আনন্দ পেয়েছেন—আর এত দিনে তাঁর মন শান্তি পেয়েছে।"

"তাঁর মন এতদিনে শান্তি পেয়েছে? বেশ কথা; এর আগে কৃষকদের মন কিছুতেই শান্তি পেতোনা! তোমরা তাই বলে আনন্দে বিভোর হয়ে থেকোনা। এখনো হয় তো কোনদিন তোমার খুড়ো স্বরূপ প্রকাশ করে বসবেন।"

"নিশ্চয়ই"—বলে ফেলেই ষ্ট্যালিনের সামনে আত্মশ্লাঘা করার জন্যে কিরিল লজ্জিত হ'ল।

"কাজেই দেখছো আমাদের সামনে এখনো কত কাজ বাকী?—" এই বলে ষ্ট্যালিন কিরিলকে মৃদু তিরস্কার করলেন।

কিরিলের মন্তব্য কাছে টেনে ষ্ট্যালিন মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে 'ভুল' লেখা দেখে তা শুধরে 'ভুল' করে নিলেন আর কিরিলকে বল্লেন, "তোমার টাইপিষ্ট 'ভুল বানান ভুল করে লিখেছে।" তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরিলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে এগুলো কি শুধু তোমারই কল্পনা না জনসাধারণও এই চায়।"

"ওগুলো জনসাধারণেরও কল্পনা, কম্‌রেড ষ্ট্যালিন!

"সত্যি!"

"আপনার সামনে মিথ্যে বলতে পারতাম না।"

"চমৎকার!"

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলছিলনা। অন্যমনস্কভাবে ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিরিলের দেশের কথা মনে পড়তে লাগলো। তা' ষ্ট্যালিনের নজর এড়াতে পারলোনা। তিনি বললেন:—

"কি? ফুলগুলো দেখছো?"

"হ্যাঁ!"

"ওগুলো আমার মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে-ইতো আমায় আদেশ দিয়ে চালাচ্ছে। বাড়ী গেলেই তার ফরমাস হবে, 'আজ বায়স্কোপ দেখবো; কোন বাজে কথা শোনা হবে না, কমরেড ষ্ট্যালিন চুপ করে বস, আমি হাতল চালিয়ে বায়স্কোপ দেখাবো।' আমিও বলি, "বেশ যা বলবে তাই করছি।"

আবার সেই দুরাবগাহ দৃষ্টি। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন:—

"তোমার কোনও ছেলেপিলে নেই?"

"কেন? আছে নিশ্চয়ই আমুস্কা রয়েছে।"

"তোমরাও তা' হলে একটা মেয়ে রয়েছে।"

"সে আমার স্ত্রীর আগের পক্ষের স্বামীর মেয়ে। কিন্তু সে আমারও মেয়ে। আমিও তাকে খুব ভালবাসি। আমারও আগের পক্ষের একটা ছেলে আছে।"

"তুমি তা'হলে খুব বিয়ে ভাঙ্গছো? কেমন?

"না, ঠিক তা' নয়। আমার প্রথম বিয়েটা মোটেই সুখের হয়নি।"

"আমি কিন্তু তোমায় খারাপ বলছি না। তবে আমাদের এমন সংসার পাতা দরকার যাতে তার গর্ব্ব করতে পারি।"

কিরিল বলতে যাচ্ছিলো—"ষ্টেস্কা আর আমিতো তেমনি একটা সংসার পাততে চাচ্ছি। কিন্তু অহঙ্কার দেখানো হবে বলে কিরিল চুপ করে গেল। একটু থেমে সে আবার উথাপন করলো যে সার্জ্জি পেট্রোভিচ তাকে টাকা দেয়নি। কথাটা তুলেই তার মনে হ'ল যে ঠিক হয়নি। কারণ বোঝা উচিত ছিল যে ষ্ট্যালিন টাকার কথাটাতে তেমন কাণ দেননি। সে শুধ্‌রে নিতে গেল—কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে! ষ্ট্যালিন কঠোর ভাব ধারণ করলেন।

শুক্‌নোভাবে বললেন—"টাকা?" সকলেই টাকা চায়। খালি টাকা, টাকা, আর টাকা এবং তাও দুটো চারটে নয়। তোমার মন্তব্যে লিখেছো দেড়লাখ, দুইলাখ, তিনলাখের কথা। বাবা! এই আবার ছয়লাখ টাকা। কি ভাবছো? আমরা কি সকলেই এখানে গাধা?

নিজেকে নিতান্ত সাধারণ বিবেচনায় কিরিল উত্তর দিলো—"কখনো না"

"বিরাট দেশ, আর প্রচুর টাকা আছে, কাজেই ঝাড়া দিলেই টাকা পড়বে, কেমন?"

ষ্ট্যালিন ব্যঙ্গ করে উঠ্‌লেন। তারপরে কিরিল যাতে ভেঙ্গে না পড়ে সেজন্য একটু মোলায়েমভাবে বুঝিয়ে বল্লেন, এটা তাদের বোঝা উচিত যে কোনও প্রদেশেই শুধু সরকারী টাকায় গড়ে উঠতে পারে না। তারা যে

নিজেরা নানারকমে নক্সা এঁকেছে—সেজন্যে সকলেই গর্ব্বিত হবে; তাদের উচিত হচ্ছে ওটা নিজেদের সামর্থ্যে গড়ে তোলা।

ষ্ট্যালিনের উপদেশ শুনে আমতা আমতা করে কিরিল বল্লে, "তা' বেশ, আমরা নয়তো নিজেরাই গড়ে তুলবো। কিন্তু আমাদের তো কোনও যন্ত্রপাতি নেই।"

"বেশ কথা বল্লে! আমাদেরই কি নিজেদের যন্ত্রপাতি আছে? এসব তো জনসাধারণের।" আবার কিরিলের মনে হলো যে ষ্ট্যালিন ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে ষ্ট্যালিন বললেন, "তোমাদের বাইরে যেয়ে কিছুদিন শিক্ষা নিয়ে আসা ভাল। ওদের সব জিনিষই খারাপ নয়।"

বিস্মিত কিরিল উত্তর করলো, "কিন্তু তা' আমি তো কোনো বিদেশী ভাষা জানিনা।" "ওসব বাজে কথা শুধু তিলকে তাল করা।" এসবের পরে কিরিল যেন ভুলে গেল যে সে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বল্ছে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন বোগ্দানভের সঙ্গে আলোচনা করছে। সে মাঝে মাঝে ষ্ট্যালিনের মতের বিরুদ্ধে কথা কাটাকাটিও কর্ছিল। ষ্ট্যালিন বেশ ধীরভাবে কথাগুলো শুনে অবশেষে তার মতের প্রতিবাদ করলেন। ষ্ট্যালিনের প্রতিবাদে কিরিল না দ'মে বরঞ্চ নবীন উৎসাহ-ই পেল। ষ্ট্যালিন বলে যেতে লাগলেন "আমাদের দেশ বিরাট এবং সমস্ত দেশবাসীর আমাদের উপর আস্থা আছে; কাজেই প্রত্যেকটি কাজ করবার আগে হাজারবার ভেবে চিন্তে সব কাজে হাত দিতে হবে। কিন্তু একবার কাজ আরম্ভ করলে তাকে ছাড়তে পারবে না। যেমন করেই হোক সে-কাজ শেষ করতে হবে। কাজের মাঝখানে যদি ভাবনা চিন্তা কর তা'হলে জনসাধারণও তোমাদের দেখে কাজ না করে ফাঁকি দেবে।"

আবার কিরিলের মনে হ'ল, এ-ষ্ট্যালিন যেন ঠিক আগের মত নন্। উত্তেজিত হয়ে সে ঘাম মুছবার জন্যে পকেট থেকে রুমাল বের করলো। সেই সময় পকেট থেকে "রক্ত পতাকার খেতাব" ছিটকে পড়লো।

তাই দেখে ষ্ট্যালিন বললেন, "তুমিতো দেখছি খেতাব পেয়েছো—ওটা প'ড়ছোনা কেন?" বলেই কিরিল তোলবার আগে মাটী থেকে ষ্ট্যালিন সেটা কুড়িয়ে নিলেন। ষ্ট্যালিনের হাত থেকে খেতাব নিয়ে কিরিল আবেগের সঙ্গে বলে উঠলো—"যদি আগে আমি সুখী না হয়ে থাকি তো এখন আমার কোনও আক্ষেপ থাকবে না। এখন আমি গর্ব্ব করতে পারি যে আপনার হাত থেকে খেতাব পেয়েছি।"

'সে তুমি যত ইচ্ছে গর্ব্ব করতে পারো" বলেই তিনি নিজের মনে হাসতে লাগলেন। তারপর তিনি সার্জ্জি পেট্রোভিচের দিকে তাকিয়ে বললেন—"কি বল সার্জ্জি তোমার কি মনে হয়না যে কিরিলের এবার কর্ম্মপন্থা বদলানো দরকার?

"আমার তো তাই মনে হয়"—সার্জ্জি বললেন।

ষ্ট্যালিনের সামনে হতচকিত ভাব ক্রেমলিনের বাইরে এসে কেটে গেলে কিরিল আপন মনে বলে উঠলো—

"এই হলো প্রকৃত নেতার মত কথা!" তার মনে একই প্রশ্ন উঠতে লাগলো—"আবার কি ঐখানে আসা ভাগ্যে ঘটবে? নিশ্চয়ই! আমায় আবার এখানে আসতেই হবে।"—কিন্তু ষ্ট্যালিনের কথাগুলোর সব স্পষ্ট অর্থ তার মাথায় ঢুকছিল না। কি উদ্দেশ্যে যে ষ্ট্যালিন কর্ম্মপন্থা বদলাতে বললেন—তা তার বোধগম্য হ'চ্ছিল না, তবু কিরিলের মনে হলো—"থাকগে, আমায় তিনি যেভাবে ইচ্ছে খাটিয়ে নিতে পারেন—সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর আমার আস্থা আছে।"

ক্রেমলিন থেকে বেড়িয়ে বীরদর্পে কিরিল চললো পথ ধরে, তার সমস্ত ভঙ্গী থেকে ফুটে বেরোচ্ছিল—"ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করে এলাম- একবার সবাই তাকিয়ে দেখো আমায়।"

(৪)

সে রাতে কিরিল আর বোগ্‌দানভ দু'জনে একটা পুরোনো অট্টালিকার পাশে উঁচু বাঁধের ধারে বেড়াচ্ছিল। বাঁধের ধারটা তখন নিস্তব্ধ; এবং কোনও নূতন কাজের ছক্ করবার সময়েই বোগ্‌দানভ ওখানে নির্জ্জনে-যেয়ে চিন্তা করতো। কোনও কথা না বলে দু'জনে চল্‌ছিল; তাদের কপালে ও কাঁধে জামার উপর তুলোর মত রাশ রাশ বরফ জমা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে কিরিল যেন কি বলবার জন্য সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠ্‌ছিল। সে ঝাঁকিতে সা'রা গা থেকে ঝ'ড়ে পড়ছিল পরাতের পর পরাত বরফ। কিন্তু কেমন করে ও কোথা থেকে কথা সুরু করতে হবে ঠিক করতে না পেরে তার কথা বলা হচ্ছিল না। রাজনীতিক্ষেত্রে কিরিল তখনো নূতন। সেজন্যে অনেকের মত সেও কমুনিষ্টদলের ভেতরের ঘটনাবলীতে হতবুদ্ধি হচ্ছিল। কিরিলের মত অনেক নবীন কমুনিষ্ট-সংঘের সভ্যই বুখারিন, কামেনিভ, জিনোভিভ্ এবং রাইকভ্ কে লেনিনের মন্ত্রশিষ্য বলে মনে করতো এবং নেতা বলে তাদের সদম্ভে প্রচার করতো। কিন্তু তারা দেখলো যে সেই সব নেতারাই নিজেদের খেয়ালমত কর্ম্মপন্থা হাজির করেছে যা তাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল। তাদের যে ঐ সব কর্ম্মপন্থার উদ্দেশ্য কী, সেটা কিরিল বুঝতো না। তারা কি চায় সমস্ত দেশব্যাপী যে বিরাট শিল্প প্রচেষ্টা চল্‌ছে তা থেমে যাক্? আর ভাঙ্গা রাস্তা, জীর্ণ ফ্যাক্টরী ও ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল নিয়েই সব রাশিয়ার লোক কাজ করবে? কিরিল ইতিমধ্যে বিদেশ ঘুরে এসেছে। সে দেখেছে তাদের ফেরো-কংক্রীটের বড় বড় রাস্তা, চাষের জমিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্র্যাক্টর, এরোপ্লেন এবং লক্ষ লক্ষ মোটর গাড়ী! ঐসব নেতাদের কথামত কাজ করতে গেলে তাদের পুরানো জারের রাশিয়ায় ফিরে যেতে হবে—যে রাশিয়াকে তারা পেছনে ফেলে এসেছে অনেক দিন।

চুপ করে থাকতে না পেরে কিরিল অবশেষে ঝাঁকিয়ে উঠ্‌লো—"এসবের মাথামুণ্ড আমি কিছু বুঝিনা—সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে তোলা আর বেঁচে থাকার পার্থ্যক্য কোথায় ?

বোগ্‌দানভও এতক্ষণ পরে কাদের গালাগালি করে উঠ্‌লো—"হতভাগারা কোথাকার! তারা ভুলে যাচ্ছে যে পার্টিরও একটা অতীত ইতিহাসে আছে—যা আমাদের মনে থাকে! পার্টি বেশ করে মনে রেখেছে ১৯১৭খৃঃ কামেনিভ্‌ কেমন করে রোমানভ্‌দের স্বাগত জানিয়েছিল। কেমন করে অক্টোবর বিপ্লবের সংবাদ সে এবং জিনোভিভ্‌ ছ'জনে শত্রুপক্ষীয়দের হাতে দিয়েছিল এবং কেমন করে বুখারিন্‌ লেনিনেব বিরুদ্ধে যেয়ে তাকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল।—এসব জিনিষ হঠাৎ হয় না।"

"কিন্তু ওরা সত্যি কি চায় ?"—কিরিল তাকে বাধা দিলো।

"তারা চায় পার্লিয়ামেণ্ট! দেখোনা কেমন বক্তৃতাবাগীশের মত চেহারাগুলো সব।"

"এ কথাগুলো ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়—"। কিরিল আপত্তি করলো—"এগুলো হ'ল ঈর্ষাপ্রসুত। আমায় বুঝিয়ে দিন তারা কি চায়।"

"তাবা লেনিনের নামের আড়ালে নিজেদের বাঁচাতে চায়, কিন্তু তলে তলে থাকে তাঁর বিপক্ষে। জনসাধারণের কথা নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। কামেনিভ্‌ এদের গরু-ভেড়ার পালের মত বোকা মনে করে, জিনোভিভ মনে করে শুধ্‌ অনুচরের মত; আর বুখারিন ? বুখারিন ওদের চেয়ে বেশী চালাক। সে লোকদের বলছে যে তোমাদের দোকান শিল্পদ্রব্য এবং আরও নানা জিনিযে ভ'রে দেব। সে গম্ভীর ভাবে বলবে, "বড়লোক হও সকলে" কুলাকদের বোঝাবে—"শান্তভাবে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে পৌছোও!" কুলাক প্লাকুস্কেভকে তো খুব ভাল করে চেনো। সে কেমন চমৎকার আস্তে আস্তে নির্ঝঞ্ঝাটে সমাজতন্ত্রে পৌছেছিল মনে পড়ে! ন্যানিকা উপত্যকায় যে বিদ্রোহ সে খাড়া করেছিল, সেকথা কি ভুলে গেছ ?

বুখারিন স্বর্গের স্বপ্ন দেখায়—অথচ তার পেছনে রয়েছে রক্তের সমুদ্র! আর—স্বীকার করুক আর না-ই করুক—তারা সকলেই চাচ্ছে মুছে-যাওয়া ধনতন্ত্রবাদকে রাশিয়ার বুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তা করলে আমাদের চলবেনা! ইস্পাতের মত শক্ত হতে হবে আমাদের।" এইবলে দুই হাতে পায়ের কাপড় তুলে ধরে বোগ্‌দানভ অভ্যেসমত দৌড়ুতে সুরু করলো। সেই সময় সে বললো, "ষ্ট্যালিন দেবে তেমনি সবাইকে ঠাণ্ডা করে,—'কি না' দেশ আর চলতে পারছে না! খাটতে খাটতে দেশের মুখ থেকে রক্ত উঠ্‌ছে! —যেন ষ্ট্যালিন এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা কেউ একথা জানেনা বা বোঝেনা যে দেশ পরিশ্রান্ত এবং তারও বিশ্রাম চাই! এটা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। তবে এর চাইতে বহুগুণে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ আরও আছে ভাববার। আমাদের চারদিকে শত্রু! দেশের বাইরেও যেমন দেশের ভিতরেও তেমনি। যতই দিন যাচ্ছে তারাও ততই শক্তিশালী হচ্ছে। যদি আমরা শীগ্‌গীর আপ্রাণখেটে নিজেদের প্রবল ক্ষমতাপন্ন না করতে পারি তা'হলে নির্ঘাত সকলে শত্রুর প্রবল নিষ্পেষণে পিষ্ট হয়ে মারা যাবো। চারদিকের ধনতান্ত্রিক দেশগুলো সব আমাদের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে—। বন্ধু, তারা কখনো এতটুকু দয়া দেখাবে না। কাজেই ষ্ট্যালিন ঠিকই করছেন—'আপাততঃ কোমর বেঁধে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি।' তুমি ঐ পার্টি কন্‌ফারেন্সে যাও—যেয়ে তোমার মনের কথা বলে এসো—হয় তো তারা তাতে লজ্জা পেতেও পারে।" তারপর একটু থেমে মৃদু হাস্যের সঙ্গে সে বলে চল্লো, "কিন্তু মনে থাকে যেন, মস্কো সম্মিলনীতে যেয়ে খাঁটী কর্ম্মীরা শুধু কথাই বলেনা, কাজও করে। অনেকেই বোকারমত মনে করে যে সম্মিলনীতে গেলে বল্‌শেভিকরা কথা ছাড়া আর কিছু করেনা। সেটা খুব ভুল ধারণা! তারা কাজও করে। কি বলতে চাচ্ছি তা' বুঝলে কি বন্ধু! যতবার পার সম্মিলনীতে যাও, খালি হাতে যেন ফিরোনা।"

(৫)

পার্টির ভেতরে যখন দক্ষিণ ও বামপন্থীদের * গোলযোগ চরমে পৌঁছেচে, সেই সময় কিরিল দ্বিতীয়বার মস্কোতে এলো! পার্টির সেই সংঘর্ষে সমস্ত দেশ যোগ দিয়েছে। ষ্ট্যালিন সোভিয়েট রাশিয়াকে নতুন মন্ত্র দিয়েছেন "পুরোদমে এগিয়ে চল—আর কোনও পথ নাই।"

*

কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির সদস্য হিসাবে নিমন্ত্রিত একজনের পাশে বসে কিরিল বললো—"কর্ত্তা ঠিক কাজের কথা বলেছেন, না লেম্? বাহাদুর বটে! সবাই যখন কাজের ভয়ে কোঁকাচ্ছে তখন কিনা ইনি বলছেন "পুরোদমে চলো!"

একটা চলতি প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ করে লেম্ বললো "বাহাদুর ঠিকই বলেছেম! ভ্যাড়া হিসেবে হয় তো ভ্যাড়া শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু ষাঁড়ের তুলনায় সে কিছু নয়।"

কিরিল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। আর মনে মনে বক্তাদের কথা ভাবলো—কি সবলোকগুলো! সবাই কৃষকদের দোহাই দিচ্ছে—কিন্তু ওরা চাষীদের সম্বন্ধে জানে কতটুকু?" সে তার পাশের লোকটিকে বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে জিগ্যেস্ করলো "তুমি কি বলতে চাচ্ছ তা' ঠিক বুঝ্তে পারলাম না।"

সেই মুহূর্ত্তে বুখারিন বক্তৃতামঞ্চে এগিয়ে এসেছেন। মুখে ছোট একটু দাড়ি, মাথা-জোড়া টাক; কিন্তু তবু যৌবন সুলভ ঔজ্জ্বল্য ছিল তার মধ্যে।

তাকে দেখে কিরিল বলে উঠ্লো "বাঃ বেশ তো ছিপ্‌ছিপে মেয়েলী ধরনের? কি বলেন? উনি কি চান? উনিও কি লড়ছেন?"

---

* আলোচনায় রাজনৈতিক পটভূমির জন্ত মুখবন্ধ দেখুন।

"ওঁর মাথায় কিছু মগজ আছে" একটু জোর দিয়ে লেম্ কথা ক'টি বললো। "ইনিই হচ্ছেন বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী!"

"তা বটে! তুমি কিন্তু আবার ভুল করলে" কিরিল খেঁকরে উঠ্‌লো।

এমন সময় ষ্ট্যালিনের সেক্রেটারী সার্জ্জি পেট্রোভিচ্ পোড্রেটনভকে দেখে কিরিল উঠ্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু না উঠে সে লেমের কাছে নীচু হয়ে বললো "আমাদের টাকার দরকার, বুঝলেন? আমি আবার এসব কাজ তেমন করিনি কিনা তাই বাধ-বাধ ঠেক্‌ছে। বোগ্দানভেরও অসুখ করেছে। তুমি কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারে না?"

কিরিলকে সম্পূর্ণভাবে থামতে না দিয়েই লেম্ সুরু করলো "ওটাই তো আসল কথা! আমাদের বলা হচ্ছে যেন সবাই জোর কদমে চলি—অথচ আমাদের যে ঢাল তরোয়াল কিছুই নেই!"

বিরক্ত হয়ে কিরিল উঠে গেল।

* * * *

প্রথম দু'একদিন সভায় তুমুল গরম গরম আলোচনা চলছিল, আর সবাই তা' মন দিয়ে শুনছিল। জিনোভিভ্ কিছু বলতে এলেই সবাই চুপ করে যাচ্ছিল। বিরাট উস্কোখুস্কো মাথায় জিনোভিভ্‌কে মোটেই রাজনীতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছিল না। তার মাথা দেখে স্বতঃই মনে হবে যে শরীরটা ঐ অনুপাতে বড়। কিন্তু তা' নয়। ঠুন্‌কো পা আর লিক্‌লিকে দুই হাত হচ্ছে তার সম্বল। তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখে কিরিল আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল! বহুক্ষণ তিনি বক্তৃতা করলেন—দেশের কথা, জনসাধারণের কথা এবং বিশেষ করে চাষীদের কথা। বক্তৃতার মধ্যে বহুবার তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতাপ করছিলেন! তাই তার কথা শেষ হতে না হ'তেই কে যেন ঘরের এক কোণ থেকে বলে উঠ্‌লো "জিনোভিভ্ নিজেই নিজেকে চাপকাচ্ছে!!"

জিনোভিভের পর উঠ্‌লো কামেনিভ্‌। 'তিনি ছোট গ্রাম্য মুদীর মত দেখতে, মুখে ধুসর দাড়ি, বেঁটে ও মোটা—ঠিক যেন শয়তানী-করলে-ঘুসিয়ে-দাঁত-ভেঙ্গে-দেবার মত। তিনিও অনেকক্ষণ ধ'রে খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করলেন। কিন্তু কিরিল তার বক্তৃতার বিন্দু বিসর্গও বুঝলো না। অন্যান্য বক্তাগণ কামেনিভকে ভয়ানক সমালোচনা করতে লাগলো। তার পরে এলেন বুখারিন্‌। মাঝে মাঝে তার বক্তৃতা বোঝাবার জন্যে তিনি কার্ল মার্ক্স, লেনিন ও ফ্রীডরিশ্‌ এঙ্গেলস্‌ থেকে মুখস্থ বলছিলেন। তার বক্তৃতায় যে শুধু অনেকে বিস্ময়াবিষ্টই হ'ল তা নয়—বহু যুবক কম্যুনিষ্ট সত্যিই দুঃখিত হ'ল! কারণ এদের মধ্যে যারা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছে তারা নিশ্চয়ই বুখারিনের বই পড়েছে। আর আজ সমস্ত দেশ যখন এগিয়ে চলেছে তখন কিনা ইনি তার লাগাম টেনে ধরতে চান! কিরিলদের মত নবীন কম্যুনিষ্টরা তাই বুখারিনের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ভাবছিল "এতদিন এর উপর কেমন করে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম? না, এরা ঠিক আমাদের দলের নেতা বলে মনে হচ্ছেনা।'

প্রথম দু'দিন বিরোধী দলের বক্তৃতায় অনেক লোক হ'ত। কিন্তু তার পর থেকেই বুখারিনের দল বক্তৃতা করতে এলেই ঘর খালি হয়ে যেতো। সম্মেলনের সভ্যেরা দু'জন চারজন করে ঘরের বাইরে পায়চারী করতো। কিরিলের মত যাদের বক্তৃতা করবার পালা ছিল শুধু তারাই থাকতো ঘরে। অবশেষে তাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় তারাও বেরিয়ে এলো।

বারান্দায় তখন সকলে নানারকম কাজের কথা আলোচনা ক'রে চল্‌ছিল। কেউ "কম্‌রেড হিসেবে" ট্র্যাকটর চাচ্ছিল, আবার কেউ চাচ্ছিল বিদেশ থেকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং আরও অনেকে ঐ "কম্‌রেড হিসেবেই" তাদের উদ্যোগ সফল করতে অর্থ সাহায্য চাচ্ছিল। এই সম্মেলনীতে কিরিলের আসবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ষ্ট্যালিনের পন্থার অনুমোদনে বক্তৃতা করা। কিন্তু এখানে এসে সে দেখলো যে পার্টির কর্ম্মপন্থা অনেক

আগেই নির্দ্ধারিত হয়ে রয়েছে। যারা সত্যিকারের কাজের সঙ্গে জড়িত—মানে ফ্যাক্টরীর কর্ত্তা, সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের অধিনায়ক, পার্টির সেক্রেটারী, এরা সকলেই অপেক্ষা করছেন—কখন ষ্ট্যালিন কাজে নামবেন। এঁদের কাছে কোনও বিশেষ দেশে সাম্যতন্ত্র গ'ড়ে তোলাটা আর সমস্যা নয়, ঠিক ক্ষুধার্ত্তের কাছে যেমন খেতে বসা আর না বসাটা ভাববার জিনিষ নয়। পাছে তার আগে অন্য সকলে সব আদায় করে নেয় এই ভয়ে কিরিল এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো—কাকে দিয়ে নিজেদের টাকার প্রস্তাব উঠাতে পারে। এমন সময় পোড্‌ক্রেটনভকে অন্যমনস্কভাবে লোকের ভীড়ের মধ্য দিয়ে যেতে দেখে সে তার দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে নমস্কারের বাহুল্য না করেই সে বলে উঠলো—

"সার্জ্জি পেট্রোভিচ্‌! আমায় আপনি সাহায্য করবেন না?"

"কি চাও? আবার খাওয়া দাওয়া ফূর্ত্তি করতে?"

"কেন? না, আমি চাচ্ছি আমাদের কাজের জন্য জিনিষপত্র।"

"কিন্তু তোমাকে তো মিনিট খানেকের মধ্যে বক্তৃতা করতে যেতে হবে।"

"আচ্ছা! বক্তৃতা পরে করলেও চলবে। কিন্তু যদি আমি জিনিষপত্র, যন্ত্রপাতি একটা কিছু পেতাম……!

"একটা কিছু—কেমন? বেশ, তা বেশ বলেছে! এই বলে কিরিলের হাত ধ'রে পোড্‌ক্রেটনভ ভেতরে নিয়ে যেয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন "এঁর নাম কিরিল ঝ্‌দারকিন্‌; ইনি গ্রাম থেকে আস্‌ছেন।" বলেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন "তুমি কৃষকের ভূমিকায় অভিনয় কর।"

কিরিল এদিক-ওদিক তাকালো! কেউ হঠাৎ বড় নদীতে প'ড়ে গেলে যেমন হাবুডুবু খায় কিরিলের অবস্থাও তেমনি হ'ল। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লে গোটা সম্মেলনের চারপাশ ভাল করে দেখে নিলো। তখন যেন কে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করছিলেন। তার শেষ করতে আরও দেরী

হবে মনে করে কিরিল আবার বারান্দায় বেরিয়ে এলো। হঠাৎ তার সঙ্গে হ'ল ষ্ট্যালিনের মুখোমুখি! ষ্ট্যালিনের হাতে তখন একগোছা ফাইল ও নথি পত্র। চঞ্চলচরণে বুখারিন্ তাঁর পাশেপাশেই চল্‌ছিল। বুখারিন একটু বেঁটে বলে কথা বলতে ষ্ট্যালিনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কিরিলকে ষ্ট্যালিন হঠাৎ হেসে বললেন "এই যে আমাদের "বিদেশী", তোমাদের কর্ম্মপন্থা বদলানোর কি হ'ল?"

"খুব খারাপ নয়' কম্‌রেড ষ্ট্যালিন! আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি।"

"বুখারিন তো ওরকমভাবে আস্তে আস্তে চলে। কিন্তু তোমরা?"

কিরিল ঠাট্টা করে বললো "তা' বটে, তবে বুখারিন্ নির্ঝঞ্ঝাটে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুতে চান। আমাদের ওখানে একজন বুখারিনের পরিচিত বন্ধু আছেন। তাঁর নাম ইনিয়াগুরিয়ানভ্। তিনি ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুতে চান। তাঁর কথা হ'ল "ছোট ছোট জমিজমা থেকে কম্যুনে!" কিন্তু পরে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন।"

মৃদু হেসে বুখারিনের দিকে তাকিয়ে ষ্ট্যালিন বল্‌লেন "শুন্‌লে বুখারিন্ দেশ কি বলে?" বুখারিন্ একটু চম্‌কে উঠে নিজেই সঙ্কুচিত হ'লেন! অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বলে ফেল্লেন "আমাদের সঙ্গে কিন্তু তুমি বড় কর্কশ ব্যবহার করছো!" এ কথাটি বলেই তিনি সভাপতিদের ঘরের ভেতরে চলে গেলেন।

তাকে যেতে দেখে ষ্ট্যালিন বললেন "বেচারা বড্ড মুষ্‌ড়ে গেছে।" পরে কিরিলের হাত ধরে নিজের মনেই বলে চল্লেন "সবাই চাচ্ছে বুখারিন্‌কে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে।"

কিরিলের প্রথমে ধারণা ছিল যে ষ্ট্যালিন বোধ হয় প্রস্তাবের বিপক্ষে। তাই প্রথমটা ভয়ে ভয়ে পরে একটু সাহস সঞ্চয় করে সে বললো "কম্‌রেড্ ষ্ট্যালিন, আমরা আপনার শিষ্য, আপনি অবশ্য সব বুঝবেন। কিন্তু আপনি [illegible] সমুদ্রের স্রোত [illegible] পারেন কি?.... বুখারিন চাচ্ছেন তাই।....

বুখারিনের চাল শেষ হয়ে গেছে। এই যে সব এখানে রয়েছে (বারান্দায় সবাইকে দেখিয়ে) এরা সবাই বহু আগেই ষ্ট্যালিনের পক্ষে ভোট দিয়ে রেখেছে। বুখারিনকে তাড়াতেই হবে।”

কোনও উত্তর না দিয়ে ষ্ট্যালিন চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন “আমি ভেতরে যাচ্ছি। শেষ বক্তৃতার সময় হ'য়ে এসেছে।” ষ্ট্যালিনের পেছনে পেছনে সবাই হুড়মুড় করে ঘরে চলে এলো। সেদিন ষ্ট্যালিন চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন এবং তাই পরে সমস্ত দেশকে আলোড়িত করে।

বুখারিন্‌কে বিতাড়িত করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তাব পড়ার সময় এ সমস্ত কথা কিরিলের মনে পড়লো। “আচ্ছা ষ্ট্যালিন যেন সেদিন আমাকে আরও কি-কি বলেছিলেন কেমন ? তিনি জিগ্যেস্ করলেন যে বোগদানভ্ কেন এলোনা। কিরিল উত্তর করেছিল “তার অসুখ করেছে। ষ্ট্যালিন উত্তর করেছিল “তোমরা তাকে ভাল ক'রে দেখনা কেন ? কারুর সাথে বিয়ে দিয়ে দাওনা ওকে ?” কিরিল হাসতে হাসতে বলেছিল “বেশ, ওর বিয়ে দিয়ে দিলে খুব মজা হবে।”

তারপর কিরিল জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি নানা যায়গায় গিয়েছিল আর ফিরে এসে সেই নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে সহরের পার্টি পরিষদের সম্পাদক হিসেবে একটা লোহা লক্করের কারখানা স্থাপন করেছিল। নানা যায়গায় ঘুরে এসে তার কাছে ষ্ট্যালিনের বিরাটত্ব আরও প্রকট হচ্ছিল। ঘোড়ায় চ'ড়ে কিরিল পার্ব্বত্য পথে মোড়ে এসে দাঁড়ালো। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে—তাতে ভেসে ওঠে, শুধু আলাই নদীর উপত্যকা ; আর তাতে আঁকা রয়েছে ক্ষুদে ক্ষুদে কৌটার মত গ্রামের পর গ্রামের সাড়ি আর লাইন ভরা পাহাড়ের ছবি। কারখানা গড়ে তোলবার জন্য বিপুল শ্রমিক সমাজের শাবলের আঘাতে পৃথিবীর বুক চিরে ধুলো উড়ছে আকাশে গোটা

উপত্যকা জুড়ে! কিরিলের মনে হ'ল যেন সে এটুকুর মধ্যেই রাশিয়ার বিশ্বরূপ দেখছে!

গোটা রাশিয়া মেতে উঠেছে কর্ম্মের প্রেরণায়! সে দাপটে কাঁপ্‌ছে সারা দুনিয়া! সমস্ত তৃণভূমি, বিল, তুহিন-শীতল তুন্দ্রার ওপরে ভেসে চলেছে ধরিত্রীর আর্ত্তনাদ! সতর কোটি নাগরিকের পদ বিক্ষেপে বসুন্ধরা চঞ্চল! দলে দলে তারা চলেছে, কেউ সহরে, কেউ কুজ্‌নিট্‌জে, সাইবেরিয়ায়, ম্যাগনিটোগোরস্কে কিংবা ভল্‌গানদীর উপত্যকায় যেখানে এককালে ষ্টেসকা রাজিন প্রভুত্ব করতো। এদের ভিতর এসেছে নূতন প্রাণের স্পন্দন! তাই যেমন তারা নির্ব্বিকারভাবে কুজনিট্‌জে চলছে কিংবা বৈকাল হ্রদের দিকে ছুটেছে তেমনি শর্টভ ওগল, (Sortov Ogol) উপত্যকায় হানা দিচ্ছে! তাদের অনেকেরই ধারণা নেই যে হয়তো আর বছর দুই-এর ভেতরেই ঐ নির্জ্জন পথ সব ফেরো কংক্রীটে বাঁধা পড়বে কিংবা যেখানে কোটী কোটী মশার ঝাঁক উড়ছে সেখানে চমৎকার পার্ক হবে, সুন্দর সুন্দর বাড়ী উঠবে আর এই গোটা উপত্যকাটি শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে বিরাট কারখানা! কিন্তু তবু তারা আসছে! সমস্ত পৃথিবীর বুক খুঁড়ে তারা দুঃশাসনের রক্ত-নেশায় মাতোয়ারা! দলে দলে কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে পৃথিবীর রূপই পালটে দিচ্ছে! স্বাধীন পাখীর মত ডানা মেলে উড়ছে। সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি গড়তে এই বিরাটবিপ্লব—এই ক্ষুধিত অভিযান! বুড়োর দল তাদের নিজেদের ভাবনা চিন্তায় বিজড়িত থেকে আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌ছে এই সব তরুণ কমিউনিষ্টদের। সকলের মুখে এক কথা "কি অদ্ভুত লোক এরা! এমনভাব করছে সব যেন কোথায় ভোজ খেতে যাবে।"

*

আঠার বছরের প্যাভেল্‌ ইয়াকুনিন্‌; সংসারের কোনও ভাবনা নেই -বাপের মত ভুরু কোঁচকান অভ্যাসও তার ছিলনা। তাঁবু থেকে

তাঁবুতে দৌড়ে, বাজে গান করে, নেচে, মজার গল্প করে' সজীব ভঙ্গীতে কাজের মধ্যে দিয়ে তার জীবন কাটতো। তার সামনে এলে বৃদ্ধেরাও না হেসে পারতো না—এমনি মধুর ছিল প্যাভেলের স্বভাব। অন্যেরা যেমন তাকে ভালবাসতো প্যাভেল তেমনি নাটাশা পোরোনিনাকে একটু বেশী স্নেহ করতো! নাটাশা সাইবেরিয়া থেকে এসেছে—নবীন কম্যুনিষ্ট, প্রথম দিন তার সঙ্গে আলাপ হতেই সে বলেছিল "পাশা, আমি ক্যালডোনিয়া থেকে এসেছি।"

"তুমি তা'হলে ক্যালডোনীয়ান্" বলেই প্যাভেল তাকে টেনে নিয়ে নাচতে চললো। নাটাশার নীলাভ চোখ—উজ্জ্বল নীল! পাতলা ঠোঁট—যেন বোঝাই যায় না। ওপরের ঠোঁট একটু বাঁকানো—আর তা সব সময়েই নড়ছে। সেও প্যাভেলের সঙ্গে নাচের মধ্যে এসে প্যাভেলের কাঁধের উপর হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিলো। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে একবার ছিট্‌কে বেরিয়ে এলে প্যাভেল বললো "তোমায় আটকানো কঠিন নাটাশা!" এবং আরও কাছে টেনে নিয়ে রাখলো।

"কিন্তু তুমি আবার বড্ড জোরে আকড়ে ধরছো পাশা!" কিন্তু সেজন্য প্যাভেলকে দূরে সরিয়ে দেবার কোন প্রচেষ্টাই দেখালো না।

মেয়েটা আস্তে আস্তে সুরু করলো "আমি মার কাছে থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু তাই বলে একেবারে চলে আসিনি। হাত ঘুরিয়ে মাকে বললাম 'মা, আমাকে ছাড়াই তোমার চলবে, আমি নিজের ভাগ্যান্বেষণে বেরুচ্ছি। তবে এখানে এসে মাঝে মাঝে মায়ের কথা মনে পড়ে' খুব খারাপ লাগে! হয়তো আমি ফিরে আসবো ভেবে মা সারা দিনরাত জানালার ধারে অপেক্ষা করে থাকেন! কে জানে!" প্যাভেল না জিগ্যেস্ করতেই নাটাশা সেদিন এত কথা বলে গেল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে নাটাশার সব কথা শুনতে প্যাভেলের উৎসাহই বাড়ছে! নিজের কাছেই

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে যেন দলচ্যুত হয়ে পড়লো! দলবল ছেড়ে প্যাভেল আর নাটাশা দু'জনে এখন সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্য্যন্ত তাঁবুর বাইরে জেবেল কুঞ্জে কাটাতো। ঘুম ভেঙ্গে নিজেদের ঐ অবস্থায় দেখে তাদের নিজেদেরই অনেক সময় সঙ্কোচ হ'তো। এম্নি করেই তারা শর্টভ ওগলের কাছাকাছি এসে পড়লো—সেখানে তাদের ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে?

কয়েকদিন পরে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ইগর কুভায়েভ্। বুরদাইস্কাতে ষ্টোভ্ তৈরী করা ছিল তার ব্যবসা। প্রকৃতি তার অদ্ভুত। একটু মদ আর ফূর্ত্তি পেলেই সে আর কিছু চাইতো না। একবার গ্রামের পুলিশের গায় থুথু দিয়েছিল বলে সকলে তাকে বিদ্রোহী বলতো। নিজের ভাঙ্গা কুঁড়ে বিক্রী করে সে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ছে! যেখানে যেতো সেখানেই ষ্টোভ্ মেরামত করে জীবিকার সংস্থান করতো। পেটে অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার থাকায় সবাইকে মজা দেখাতে তার মত আর কেউ ছিল না। ফলে যেখানে যেতো সেখানেই ইগর মাতব্বর হয়ে পড়তো। সবাই তাকে ভালবাসতো।

(৬)

প্রত্যহ কিরিল সেই গিরিবর্ত্মের দিকে একবার করে যেতো। উদ্দেশ্য ছিল ঐ সমস্ত কারিগরদের ভেতর থেকে উপযুক্ত লোক বেছে যোগদানভ ও সে দু'জনে তাদের যথাযোগ্য কাজে বসিয়ে দেবে। এইভাবে তারা প্যাভেল ইয়াকুনিন্‌কে বেছে নিয়ে তাকে দিয়ে "নবীন কম্যুনিষ্ট বাহিনী গঠন (ইয়ং কম্যুনিষ্ট ব্রিগেড) করবার প্রস্তাব করলো। সেই সংঘের সঙ্গে একজন উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে তাদের চুল্লী বানাতে লাগিয়ে দেওয়া হ'লো। প্রথম প্রথম তাদের কাজে যোগদানভ প্রমুখ সকলেই হাসাহাসি

করতো। কিন্তু শীগ্‌গীর দেখা গেল যে ঐ কাজে তারা অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে! প্যাভেলের মত নাটালিয়া পারোনিনাকেও দ্বিতীয় সংঘের নেত্রী করে দেওয়া হ'লো। কিরিলের লক্ষ্যই হ'ল নবীন নবীনাদের দিয়ে কাজ করানো। কিন্তু বোগ্‌দানভের সে ব্যবস্থা তত মনঃপুত হতনা। তিনি বলতেন "এইসব ছেলে ছোকরাদের দিয়ে যে কাজ করাচ্ছ একদিন শেষে তোমায় পস্তাতে হবে এজন্যে।" কিরিল তার জবাব দেয় "ও কিছু নয়, ওদের সতেজ বুদ্ধি আছে তো—তা'হলেই ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।" এবং সে আগের মতই তরুণদের খুব দায়িত্বপূর্ণ পদেও প্রতিষ্ঠিত করতে থাকলো!

ষ্টেফাকে কিরিল মাঝে মাঝে বলতো "জানো, আমি ঠিক শিকারী কুকুরের মত, খরগোষের গন্ধ পেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই আর হাতের কাছে পেলেই খপ্‌ করে ধরে ফেলি। একবার কাউকে ধরলে আর তার রক্ষা নেই।"

"খরগোষেরাও সময় সময় খুব চালাক হয়। অনেক সময় দৌড়েও তাদের নাগাল পাওয়া যায় না।"

"সে-রকম লোক আছে সত্যি। আবার ইগর কুভায়েভ্‌-এর মত লোকও আছে। তাদের সবাইকেই কাজে লাগাতে হবে।"

কিরিল একটা লাইন-টানা খাতায় সব খাটিয়েদের নাম ধাম টুকে রাখতো। প্রত্যেক শ্রমিকদের রোজকার কাজ দেখে সেই খাতায় মন্তব্য লেখা হতো। হয়তো কারও স্ত্রীর মেজাজ খারাপ কিংবা কেউ সোভিয়েট সরকারকে গালাগালি দিলো! তখন কিরিল কোনও ভাল কম্যুনিষ্ট মেয়েকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতো শোধরাবার জন্য। এছাড়া অন্যদিকেও তাকে নজর রাখতে হতো। এবং এরকম তদ্বির তদারক করার ফলেই দেখতে দেখতে চারটি দালান তোলা হল। সেখানে সব ইঞ্জিনীয়ার মিস্ত্রী ও বাহিনী-নেতাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হ'ল। নিজের ঘাড়ে

শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, রোগীর সেবা প্রভৃতি খুচরো কাজ রেখে কিরিল বোগ্‌দানভকে দিয়ে শুধু কারখানার কাজ করিয়ে নিতে সুরু করলো। কিরিল বাইরে বাইরে থাকতো বলেই খুব জনপ্রিয় হলো। কোনোখানে গেলেই ছোট ছেলেরা হয়তো ঘিরে চীৎকার করতো "কিরিল কাকা, আমাদের খেলবার জায়গা নেই।" কিরিলকে তখনি প্রতিজ্ঞা করতে হতো যে শীগ্‌গীরই তাদের খেলার যায়গা হবে।

এসব দেখাশোনা ছাড়া কিরিলের নিজের অন্যান্য কাজও ছিল। ধাতু ও ট্রাক্টরের কারখানায় চল্লিশ হাজার লোক কাজ করছিল। তাদের অনেকেই টাকা রোজগার করতে এসেছে। তারা লোভে প'ড়ে বাক্সের মধ্যে, মেয়েদের জামার ভেতরে টাকা লুকিয়ে রাখতো। অন্যান্য অনেকে আরও ভাল কাজ করতো, তারা লেনিনগ্রাড, মস্কো প্রভৃতি স্থান থেকে আসতো। এছাড়া দলের সদস্যও ছিল অনেকে। কিরিল আর বোগ্‌দানভের শুধু সময় মত কাজ শেষ করবারই দায়িত্ব ছিল না। এতগুলি লোকের সম্পূর্ণ দায়িত্বও তাদের উপর।

ওখানে সকলের খাবার ভাল যায়গা ছিল না। কিরিল আস্তে আস্তে বহু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার ঘরের বন্দোবস্ত করে দিল। সেখানকার ছেলেরা পাহাড়ে দৌড়ে ঢিল ছুঁড়ে চারিদিকে ক্ষতি করছিল দেখে কিরিল মস্কোতে খবর দিয়ে জনস্বাস্থ্য বিভাগকে দিয়ে পাশের ডোবা ভরাট করে সেখানে চমৎকার খেলার বন্দোবস্ত করে দিল। তখন তারা আর পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াতো না!

কিন্তু এততেও কিরিলের মন উঠছিল না। সমস্ত শ্রমিকদের দিয়ে আরও যেন কি করাতে হবে! সে অনেক মাথা ঘামিয়ে বার করলো যে এদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ না করা পর্য্যন্ত তার কর্ত্তব্য শেষ হবে না। তার এ আদর্শ সফল করতে প্যাভেলকেই সব চেয়ে উপযুক্ত মনে হল। চারিদিকের কাগজে কাগজে তখন প্যাভেলের উচ্চ

প্রশংসা। একদিন কিরিল প্যাভেলকে ডেকে বললো "প্যাভেল, তুমি তো বেশ কাজ করছো। কিন্তু আমি এতেই সন্তুষ্ট নই। আমি চাই যে তুমি চেষ্টা করে আরও বড় হবে। তোমার উপর যতটা কাজের ভার দেওয়া আছে তার চাইতে অনেক বেশী কাজ করে দেখাতে হবে।"

কিরিলের সব চেয়ে মুস্কিল হচ্ছিল ইগর কুভায়েভের মত অহঙ্কারীদের নিয়ে। এরা কারুর কথা মানতে চাইতো না—নিজের নিজের খেয়াল মতো চলতো। কুভায়েভের নামের পেছনে তাই কিরিল লিখলো "ইগর কুভায়েভ পাহাড়ে দেশ থেকে এসেছে। তার মনে মনে অহঙ্কার যে সে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা।"

(৭)

কিরিলের কথা শোনবার পর থেকে ক'দিন প্যাভেল কিসের উন্মাদনায় যেন পাগলের মত হয়ে গেল! কেমন করে ভাল ভাবে কম খেটে বেশী ইঁট স্যাঁকা যায় তাই বের করবার উদ্দেশ্যে দিনরাত সে খাটছে। কিন্তু তবু ঐ অজানা গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাচ্ছেনা। প্যাভেলের বাবা যে-ঘরে থাকে সে-ঘরটিই ভাগাভাগি করে প্যাভেল নিজের গবেষণা করে। কত যে ভাঙ্গা-গড়া চললো তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবু প্যাভেলের আশা সফল হলো না!

* * *

এমন সময় একজন প্রবাসী রুশীয় সাহিত্যিক তাদের কাজ দেখতে এলো। প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে অভ্যর্থনা করা হ'লো। কিন্তু তিনি সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সব দেখা শুনা করছিলেন। একজন খাঁটি বিপ্লবী শ্রমিককে তিনি দেখতে চাইলেন। প্যাভেলকে দেখিয়ে দেওয়া হলো। তিনি প্যাভেলকে কাছে পেয়েই জিগ্যেস করলেন:

"কমরেড ইয়াকুনিন্! কিসের আশায় তোমরা এত খাটছো?"

প্যাভেল একটু অপ্রস্তুত হয়ে অস্পষ্টভাবে যে কি বললো তা' ভাল করে বোঝা গেলনা। তাকে উৎসাহ দেবার জন্য কিরিল বললো "বলনা পাশা—বল কি তোমার বক্তব্য।"

"সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা" প্যাভেল উত্তর দিল। "আর বল্‌শেভিকদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হওয়া।"

লেথক বিরক্তিসহকারে বললো "কিন্তু সৈন্যরাও তো সমাজতন্ত্র গড়ছে।"

"তা ঠিক", প্যাভেল উত্তর দিল। সৈন্যরাও সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে—"কাগজে তাই নিয়ে লেখালেখি চলছে।"

* * *

সংবাদ পত্র পড়তে পড়তে প্যাভেল অধৈর্য্য হয়ে ভাবে "কি সেই গোপন তথ্য? যেমন করে হ'ক আমি তা আবিষ্কার করবই করবো"। রাতের পর রাত প্যাভেল নিজের ঘরের এককোণে গবেষণা করতে লাগলো সেই গুপ্ত তথ্য আবিষ্কারের জন্য।

সামান্য কয়েক টুকরো কাঠ থেকে সে নানা রকম জিনিষ গড়ে তুলে গবেষণা চালাচ্ছে। সে সব যন্ত্রপাতির ভাঙাগড়ার অন্ত নেই। প্যাভেলের উদ্দেশ্য কি? সে প্রচুর সম্মান পেয়েছে; তার দল তরুণদের নিয়ে গঠিত হলেও—তারা স্কুনভ'এর দলের চেয়ে বেশী কাজ করে। সে তো স্বচ্ছন্দে শুধু নাটাশাকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটারে গেলেই পারে। প্যাভেলের পাহাড় ভাল লাগে, আর নাটাশারও তাই। সে তো অবসর সময়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে পারে। তা না ক'রে সে নাটাশাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে' আপন মনে কাজ করে যায়।

এমনিভাবে কাজ করতে করতে একদিন প্যাভেল গোপন তথ্যটী আবিষ্কার ক'রে ফেলে! নিজেরই কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে

সত্যিই সে আবিষ্কার করতে পেরেছে। সে রাতে মোটেই ঘুমোতে পারলোনা প্যাভেল।

সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত নাটাশা দেখা করতে এসে বললো "প্যাভেল, আমি আর পারছি না, হাত পা অবশ হয়ে গেছে।"

প্যাভেল উত্তর দিল "আমাদের ওসব কাজ শেষ হয়ে গেছে। গর্ত্তে গর্ত্তে খাটা মানেই প্রচুর পরিশ্রম করা। শুধু শরীর খাটিয়ে কাজ করা মানে মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনা। ওসব ঠিক নয়। আমাদের বুদ্ধি খাটাতে হবে।"

"সে যাই হ'ক। আমি ব্যারাকে চল্‌লাম আজকের রাতের মত।"

নাটাশা থাকে সব মেয়ে কর্ম্মীদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যারাকে। তবে তার আশা আছে যে শীগ্‌গীরই সে প্যাভেলকে নিয়ে সংসার বাঁধলে ছোট বাড়ী পাবে।

তার যাবার কথা শুনে প্যাভেল বললো "না তুমি আজ যেয়োনা, এখানেই থাক।"

"কিন্তু আমার যে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে?"

"বেশ, তা'হলে তুমি ওইখানে শুয়ে ঘুমোও" বলে প্যাভেল তাকে বিছানা দেখিয়ে দিলো।

শুতে-শুতেই নাটাশা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলো। কোণায় বসে বসে প্যাভেল নিজের কাজ করছিল। সারারাত কাজ ক'রে, ভোর হতেই প্যাভেল নাটাশাকে তুলে দিয়ে বলল "নাটাশা, এসো আমায় আজ চুল্লী তৈরী করতে সাহায্য করবে।"

"আর আমার কাজের কি হবে?" কিন্তু প্যাভেলের কথায় নাটাশার মনে হল যে আজ তার সঙ্গে যেয়ে চুল্লী তৈরী করা উচিত। প্যাভেল বললো "আমার একটা ভয় হচ্ছে—যদি কিছু না হয়? তা হলে তো আমার কাজ শেষ! রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনেতার মত আমার বুক দুরুদুরু করছে!" ঘরের

অপর কোণ থেকে বাবাকে ডেকে তুলে নাটাশার হাত ধ'রে প্যাভেল বেরিয়ে এলো।

এদের বেরিয়ে যেতে দেখে প্যাভেলের বাবা ভাবলো "ওকে কিছু বলতেও সাহস হয় না, আজকাল ও-ই আমার কর্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ও-মেয়েটীর সঙ্গে যখন এত খাতির তখন তাকে সে বিয়েই বা করে না কেন ?"

আস্তে আস্তে হাতমুখ ধুয়ে সে ও কাজে বেরিয়ে গেল।

(৮)

ভবিষ্যৎ ইস্পাতের কারখানার জায়গা ভ'রে রয়েছে আবছা কুয়াশা, পাশের আটাকা হ্রদের স্বচ্ছ জলের উপর চলেছে সূর্য্যের খেলা, কিন্তু কারখানার ভিতের ওপর সেই ভোরেই যন্ত্রের কাজ সুরু হয়েছে।

বিরাট কাঁকড়ার মত তুই দাঁড়া বের করে যন্ত্রটী কিছুক্ষণ হাওয়ায় দুলতে থাকে, তারপর সটান নেমে মাটী কামড়ে তুলে নিয়ে ওপরে উঠে পড়ে। সেই তোলা মাটী আবার অন্য একটী গাড়ীতে বোঝাই ক'রে তবেই তার নিস্তার!

"চমৎকার যন্ত্রটা" প্যাভেল বললো। নাটাশা উত্তর দিল—"কিন্তু মানুষ আরও বেশী ভাল খুঁড়তে পারে। আমাদের জল দেবার যন্ত্রটাও ওর চেয়ে ভাল। সময় পেলে আমাদের কারখানায় এসে দেখো কেমন সুন্দর কাজ হয় তাতে! একটু দাঁড়াও আমি সবাইকে কাজের কথা বলে দিয়ে আসছি—" বলেই নাটাশা একদৌড়ে সার্ব্বজনীন বাড়ীর দিকে ছুটে গেল।

সহরের সৃষ্টি তখনো হয়নি। গোটা পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা থেকে

ডিনামাইটের ভীষণ আওয়াজ উঠ্‌ছে—হাজার হাজার মানুষের কলরব—বৈদ্যুতিক হাতুড়ীর কর্কশ শব্দ ! একটু পূবে অর্দ্ধসমাপ্ত পাথরের বাস গৃহ !

সহরের অস্তিত্ব ছিলনা সত্যি ! কিন্তু ঘাস যেমন রোজ সূর্য্যের আওতায় সজীব হয়ে বেড়ে ওঠে—ঠিক তেমনি সকলের চোখের সামনে সহরটী ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ' করছে। আর সমস্ত পাহাড়ের গা ঘেঁষে আধাবন্ধ মাটীর কুঁড়ে ব্যাঙের ছাতার মত ছেয়ে ফেলছে। দলে দলে লোক এসে ভীড় করছে সেই সব কুঁড়েয় !

ভোরেও ছেলেরা বাইরে ছুটোছুটী করছে। আশেপাশে কয়েকজন মাতাল নালায় পড়ে রয়েছে। অদ্ভুত ঘটনা সব ঘটছে এই পাহাড়ে !

প্যাভেলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে নাটাশা জিগ্যেস করলো—"থাকবার জায়গাগুলো দেখছো বুঝি ? শুনেছো যে কালও আর একটী মেয়েকে কে ছোরা মেরে খুন করেছে ? একে নিয়ে এবার তিন তিনটে খুন হ'ল। সারা গায়ে এর চাবুকের দাগ। ডাক্তারের ধারণা যে এখানে নিশ্চয়ই কোনও স্যাডিষ্ট আছে !"

"স্যাডিষ্ট কাকে বলে ? চোর না ডাকাত ?'

"দূর্ তা নয়—কি বোকা। স্যাডিষ্ট মানে···তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো—"আমার বলতে বাধছে···সে মেয়ে মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে আর·········বদলে তাদের ছোরা মেরে খুন করে ফেলে !"

"কি সাংঘাতিক ? তাদের এখনো ধরা হয়নি ?"

"না এখনো ধরা পড়েনি।" তবে কাল আমরা সব একত্র হয়ে বলেছি 'তরুণ কম্যুনিষ্টরা, পাহাড়ের উপর তোমাদের নজর দিতে হবে।' সবাই রাজী হয়ে ওপরে উঠে গেল ! কিন্তু আমার সাহস হ'লোনা ! আমার অবস্থা ······তো জানই !"

"না যেয়ে ভালই করেছো !"—বলেই প্যাভেল আপন মনে এগিয়ে

গিয়ে তার দলের মধ্যে দাঁড়ালো! সেখানে নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিতে কাজ করা শেখানো হ'ল তার উদ্দেশ্য!

প্যাভেলের দলের সবাই এসে জড় হয়েছে; দলের নেতার আদেশ-অপেক্ষায় সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন কাজ সুরু হতে একটুও দেরী না হয়! তাড়াতাড়ি প্যাভেল যেয়ে যথারীতি নিজস্ব মাচার ওপর উঠে পড়লো! কিন্তু আজ তখুনি কাজের আদেশ না দিয়ে সে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো! উঁচু মাচা থেকে সবাইকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! গোটা দলের মধ্যে মাত্র দুজনকে বেখাপ্পা দেখাচ্ছে—তার বাবা আর বাবার বন্ধুটী! এখনো চুল দাড়ি কামিয়ে ছিমছাম থাকলে তার বাবাকে মন্দ দেখায়না—কিন্তু কিছুতেই সে তা করবেনা!

নীচে থেকে অধীর আগ্রহে সবাই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "প্যাভেল দেরী করছো কেন? আমরা কাজ করবো না?"

"একটু দাঁড়াও—আজ আমরা নতুন কায়দায় কাজ করবো!"

প্যাভেলের কথায় কর্ম্মীদের মনে নবীন উৎসাহের সঞ্চার হ'লো। তারা গোল করে প্যাভেলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বললো:

"বেশ তাই ভাল!"

নীচে নেমে প্যাভেল কর্ম্মীদের নূতন ভাবে কাজ করবার জন্যে লাইন একটু বদল ক'রে সাজিয়ে দাঁড় করালো। এবারকার ইঁট তৈরীর কায়দা সম্পূর্ণ নূতন—তাই কাজের ঢংও আলাদা!

সবাইকে সাজিয়ে নিয়ে প্যাভেল আবার মাচায় উঠ্‌লো। উঠ্‌বার সময় নাটাশার কানে কানে বললো—"নাটাশা আমার হাত পা কাঁপছে…" প্যাভেলের ইঙ্গিতে এবার কর্ম্মীরা কাজ সুরু করলো! প্রথম প্রথম কাজ একটুও এগোচ্ছিলনা। কিন্তু তাতে কেউ হতাশ হয়নি। প্যাভেলের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস; কাজেই তারা ধৈর্য্য ধ'রে নূতন ভাবে কাজ করতে

লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল তারা সফল হয়েছে। প্যাভেলের মুখ সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত!

এমনি সময় অদূরের একটা মৃদু গুঞ্জনে প্যাভেলের দলের কাজের ছন্দের তাল কেটে গেল! কি হয়েছে দেখবার জন্যে প্যাভেল দৌড়ে নেমে এলো! নীচে একদল মেয়ে ইঁটের চালান বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে! প্যাভেলকে দেখে তাদের অনেকে আবার লজ্জিত হ'য়ে নিজেদের কাজে যোগ দিল! দিলনা কেবল একটী মেয়ে।

প্যাভেল তার দিকে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলো "তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি বোধহয়—না? আচ্ছা আমি তোমার কাজটা করছি—তুমি নয়তো ততক্ষণ জিরিয়ে নাও!"

উত্তরে সে মেয়েটী খেঁকড়ে উঠ্‌লো!—প্যাভেল বুঝলো যে এই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া! তার পরিচয় জিগ্যেস করে শুনলো—সে কিরিলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী—জিঙ্কা! কিন্তু প্যাভেল মন স্থির করে ফেলেছে। সে তাকে প্রাপ্য টাকা দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিল! দলে অবাধ্য ও অকর্ম্মণ্যকে না রাখাই ভাল।

কিন্তু প্যাভেলের দলের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। তারা আবার ততক্ষণে সবাই নবীন উদ্যমে কাজ সুরু করেছে।

অবশেষে উল্লাসভরে প্যাভেল নাটাশাকে বলে উঠ্‌লো—"আমরা সফল হয়েছি—নাটাশা শীগ্‌গির যাও। কমরেড্‌ ঝ্‌দারকিন ও বোগ্‌দানভকে খবর দাও; তাঁরা দেখে যান আমরা কেমন অসম্ভবকে সম্ভব করেছি! আমরা সৃষ্টি করেছি—হ্যাঁ—সৃজনের নেশাই আমাদের ছিল—আর সেই বিদেশী হতভাগা বলছিল কিনা—আমরা বড়লোক হবার জন্যে খাটছি!"

(৯)

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইগর কুভায়েভ্ অনেকক্ষণ থেকে প্যাভেলের দলের কাজ দেখছিল। ঐ বিরাট তরুণদলকে কাজ করতে দেখে তারও এক এক সময় ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। একান্ত আত্মম্ভরিতার জন্য সে ঐদলে যোগ দিতে পারছিল না।

তার ধারণা ছিল যে বুড়ো ইয়াকুনিন ঐ দলের সর্দ্দার। এবং সে প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করছিল যে ইয়াকুনিন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দলে টেনে নেবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইগর গোঁফে তা' দিয়ে অস্ফুট ঘৃণার সঙ্গে গোমরাচ্ছে—'এই সব ফচ্‌কে ছোঁড়াদের দিয়ে কাজ করা, ফুঃ তোমার টাকা—খুব করে ওরাও সোভিয়েট রাজ—যত পার!'

ইঁটপাতার কাজেই ইয়াকুনিনের সঙ্গে তার অনেক আগে পরিচয়। তাদের দুজনের একসঙ্গে বসে মদ খাবার কথা সে ভুলতে পারে না। একের পর এক পঁচিশ টাকার ভড়্কা খেয়ে তবে ইয়াকুনিন থামতো! পরে হোটেলে ফিরে হাসতে হাসতে সবাইকে গল্প করতো—তার বউ ইগোরোভ্‌নার কথা! "জানিস্ এমন বউ সহজে জোটেনা; হাজার বছরও তার সঙ্গে থাকলে মন খারাপ হয়না।" কিন্তু বাড়ী করবার পর থেকেই ইয়াকুনিন পোল্ডোমা-সোভো থেকে আর বেরোয়নি।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ইয়াকুনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ না করতে পেরে সে নিজেই এগিয়ে যেয়ে বুড়ো ইয়াকুনিনকে টেনে নিয়ে এলো। কিন্তু তরুণ প্যাভেল দলের নেতা শুনে সে দম্ভভরে এগিয়ে এসে বললো "এই শুনছো—আমি খুব ভাল কাজ করতে পারি।"

বুড়ো ও অভিজ্ঞ মজুরদের নিয়ে কাজ করায় প্যাভেলের একান্ত অনিচ্ছা। কারণ তাদের স্বভাব, কর্ম্মপদ্ধতি সবই থাকে পুরানো ধরণের

এবং তারা সহজে সে সব অভ্যেসও বদলাতে পারে না। কিন্তু পিতার অনুরোধে প্যাভেল নিমরাজী হয়ে কুভায়েভকে ভর্ত্তি করে নিল। এবং সেই সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে বললো—"নতুন ক'রে সব শিখতে হবে—তা নইলে চলবে না।"

কুভায়েভ কিন্তু কারুর নির্দেশ মত না চ'লে নিজের খেয়ালমত কাজ করে যেতে লাগলো।

কাজ শেষ হবার সময় কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় বোগদানভ তদারক করতে এলো। তাঁর পেছনে এলো কিরিল ঝ্দারকিন ও প্রধান ইঞ্জিনীয়ার রুবিন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক বাথ্ ও এলো।

সমস্ত কাজের পরিমাণ মেপে দেখা গেল যে প্যাভেলের নুতন পদ্ধতিতে কাজ প্রায় শতকরা ২৫০ গুণ বেশী হয়েছে।

তখন দলের উল্লাস দেখে কে? তারা চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে প্যাভেল ও নাটাশাকে ঘিরে ধরলো। কিন্তু নাটাশার ভয়ে তারা প্যাভেলকে মাথায় নিয়ে জয়োল্লাসে বেরুতে পারলোনা। প্যাভেলের বহু রকমের ফটো নেওয়া হ'ল। এবং বোগ্দানভ, কিরিল, রুবিন, সবাই তাকে অভিনন্দিত করলো!

ঠিক সেই সময়ে ইগর কুভায়েভকে নিয়ে বিষম হট্টগোল সুরু হ'ল। তার ইঁট পাতা ঠিক হয়নি দেখে পরিদর্শক সেগুলো ভেঙ্গে ফেলতে বলেন। এতে কুভায়েভ্ মাথা ঠিক রাখতে না পেরে, তাদের কদর্য্যভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। বোগ্দানভ এসে কুভায়েভের কাজের ত্রুটী ধরিয়ে বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে বললেও সে নাছোরবান্দা।

"কি বলছো? এটা ভাঙ্‌তে হবে কেন?" "কারণ ভাঙ্‌তে হবে!" শিক্ষক ইঁটগুলোয় ধাক্কা দিয়ে বললেন।

কুভায়েভ চীৎকার করে উঠ্‌লো—"কি? ভাঙতে হবে? কেন? খালি ফিতে হাতে ক'রে মাপতেই শিখেছো। আগে নিজে হাতে ইঁট তৈরী করতে শেখ—তারপরে ভাঙতে বলো—ভাঙা বুঝি এতই সোজা কেমন? পুরো মায়নাটী আগে দিয়ে তবে ভাঙো, অত সস্তা নয়!"

এমন সময় কিরিল তাদের মধ্যে এসে পড়ে! কুভায়েভের ইঁট পরীক্ষা করতে যেয়ে কিরিল দেখতে পেলো—একটা সরু কাঠের টুকরো থাকায় তার ইঁট পাতা ঠিক হয়নি। সেই কাঠের টুকরো নিয়ে তারা ইগরকে বোঝালো—"ইঁটের পাঁজায় আগুন দিলে এটা জ্বলে উঠ্‌তো—তাতে যে গ্যাস হতো—তা বেরিয়ে যেতো পাঁজা ভেঙে। তখন সবটা কাজই আবার নূতন করে করতে হ'তো। তার চাইতে প্রথমেই ভেঙ্গে সাজা কি ভাল নয়?"

"ধোৎ—যত সব সোভিয়েট জোচ্চোরের কারবার" বলে সে খেঁকিয়ে উঠ্‌লো। কথাটী শেষ করতেই এর গুরুত্ব তার বোধগম্য হ'ল কিন্তু তখন সে অসহায় ভাবে শুধু গালাগালি করতে লাগলো!

তাকে ধমকে তাড়িয়ে দিয়ে কিরিল নাটাশার কাছে যেয়ে বললো—

"নাটাশা প্যাভেলকে নিয়ে যেয়ে সোজা দুদিন শুইয়ে রাখ। ওর সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তারপর আমরা এমন চমৎকার নাচগানের আয়োজন করবো যা সমস্ত ইউনিয়নের মধ্যে হবে অভিনব!"

কিরিলেব নির্দ্দেশে নাটাশা প্যাভেলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন রাত অনেক হয়েছে—চারদিকে ঘন অন্ধকাব! পথে বেড়িয়ে প্যাভেল বললো—"নাটাশা চল আমরা পাহাড়ে যাই।"

"বেশ, তুমি যাবে? পাশা?"

"চিরদিন আমি পাহাড় ভালবাসি। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঘুরে বেড়াতে কি ভালই যে লাগে।"

"অমনি করতে গিয়ে কবে যে হাত পা ভেঙ্গে প'ড়ে থাকবে—তাই আমার ভাবনা। এস পার্কের বেঞ্চিতে বসে একটু বিশ্রাম করে নিই।

তারপরে দুজনে পাহাড়ে উঠ্‌বো।" "আজ কিন্তু আমার……চাই" নাটাশা প্যাভেলের কানে কানে বললো। "ঠিক সেই রাত্তিরের মত……যেদিন প্রথম আমরা একসঙ্গে ছিলাম! তোমার মনে পড়ে?"

হটাৎ তাদের মাথার ওপরে ঘস্ ঘস্ আওয়াজ হতেই তারা তাকিয়ে দেখলো যে ঠিক পার্কের রেডিয়োর নীচেই তারা বসে রয়েছে। রেডিয়ো বলছে ঃ

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, কারখানার অধ্যক্ষ বোগ্‌দানভ এবার কথা বলছেন!"……

কিছুক্ষণ পর বোগ্‌দানভ বলতে লাগলেন—"কমরেড্ ও বন্ধুগণ, আজ আমাদের ও তোমাদের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনো সংবাদ পাওনি—তাদের সকলেরই পক্ষে উৎসবের দিন। কিসের উৎসব? তার কারণ প্যাভেল ইয়াকুনিন, একটী ইঁটের দলের অধিনায়ক—নূতন আবিষ্কার করেছে। প্যাভেল কে? সে তরুণ গ্রাম্য যুবক কিন্তু আজ সে স্বজন কর্ত্তা—নিজের ভেতরের শক্তিকে স্বষ্টির রূপ দিয়ে সে বিখ্যাত হয়েছে।……"

সেই অন্ধকারেই প্যাভেল আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিত হতে লাগলো!

অগ্নি পরীক্ষা

(১)

কিরিলের পায়ের শব্দ থেমে যেতে টেক্সা আবার ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিরিল চলে গেলে তার ভাল ঘুম কখনোই হয় না!—সেদিন যেন আরও কেন কিছুতেই ঘুম আসছিল না!

ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে জল আনতে বলে গা ধোবার জন্যে তৈরী হ'লো। তার নিজেরই হিসেব মত এতদিনের কামনা সফল হতে এখনো কয়েকদিন দেরী কিন্তু তবু কেন ধৈর্য্য বাধা মানছেনা? অবাক হয়ে টেক্সা আয়নায় নিজের ছবি দেখতে লাগলো। কই তার কাঁধ তো একটুও কুঁজো হয়নি—বরঞ্চ গর্ব্বোনতই রয়েছে! এবং সৌন্দর্য্যও একটুও কমেনি! এখনো তার শরীরের বাঁধন অনেক তন্বীকে লজ্জা দেবে!

আনমনে টেক্সা আস্তে আস্তে কিরিলের ঘরে যেয়ে "চিত্রকলার ইতিহাস" নাড়াচাড়া করতে লাগলো। মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর "শেষ বিচার" দেখতে দেখতে টেক্সা তন্ময় হয়ে পড়লো! এতদিন যীশুকে শিশুর মত সরল ভঙ্গীতে দেখতেই সে অভ্যস্ত—তার মাথায় থাকে জ্যোতি। কিন্তু এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নগ্ন, বলিষ্ঠ ও কঠোর পুরুষমূর্ত্তি রয়েছে তার সম্মুখে। সে ছবিতে কাঠিন্য ফুটে উঠ্ছে পরিষ্কার ভাবে!

"ঠিক কিরিলের মত—ওরই মত কঠোর!"—টেক্সা ভাবছে! ভাবনার কোনও বল্গা নেই—"যদি ওই রকমই ছেলে হয় আমার? তাহলে কি মজা যে হবে কিন্তু যদি মেয়ে হয়?—না আমি মেয়ে চাইনা মেয়েতো একটী রয়েছে —আনুষ্কা!"

আনুষ্কা তার প্রথম বিবাহের সন্তান। তখন টেক্সার ভয় হতো যে হয়তো কিরিল অন্য সবাইর মত আনুষ্কাকে আদর যত্ন সবই করবে কিন্তু ভালবাসতে



পারবেনা। কিন্তু সে ভয় ছিল অযথা! আন্নুষ্কা, তারচেয়েও কিরিলকেই ভালবাসে বেশী। আশ্চর্য্য যে আন্নুষ্কা কিরিলের নাম ধরেই ডাকে! কিরিলের প্রত্যেকটী কাজই তার নকল না করলে চলে না।

ষ্টেস্কার নিজেরই মনে হ'লো "আমার চেয়ে সুখী আর কে আছে?" তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল অন্যান্য বিবাহিত তরুণীদেব ছবি। তারা কি বেশী সুন্দর? ষ্টেস্কা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের সৌন্দর্য্য বিচার করে। পীনোন্নত স্তনযুগ নিয়ে কিরিল কতই না আদর করেছে। শুধু কিরিল কেন অনেকেই প্রশংস মান দৃষ্টিতে ষ্টেস্কার গতি পথে তাকিয়ে থাকে। তার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে সে কিরিলকে।

মুহূর্ত্তের জন্য ষ্টেস্কার ইচ্ছে হ'ল সব আবরণ ফেলে দিয়ে ইভের সঙ্গে নিজের তুলনা করে। ইভের চেয়ে সে নিশ্চয়ই বেশী সুন্দরী। এই বলে সে ইভের ছবি দেখতে লাগলো। কোথায় যেন ইভের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। ঠিক! ইভের শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ষ্টেস্কার মিল আছে। ইভ সুন্দরী—কিন্তু তার চেয়েও সুন্দরী জগতে অনেক আছে। এই ভেবে বই বন্ধ ক'রে ষ্টেস্কা গা ধুতে চলে গেল।

গা ধোওয়া শেষ হবার আগেই আন্নুষ্কা ঝড়ের মত স্নানের ঘরে ঢুকে কিরিলের খোঁজ করতে লাগলো! তারপরে হঠাৎ ষ্টেস্কার নগ্ন শরীরের দিকে নজর পড়তে সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু থাকতে না পেরে জিগ্যেস করলো:

"মা আজ তুমি বোধ হয় খুব খেয়েছো না? তা নইলে তোমার পেট এত মোটা কেন?"

আন্নুষ্কাকে নিজের কাছে টেনে এনে ষ্টেস্কা বললে—"বোকা মেয়ে এখানে যে আমার খোকা রয়েছে!" তোমার ভাইটী।

"সে কি মা?"

এবার ষ্টেস্কা বিপদে পড়লো! আন্নুষ্কার এই বয়সে সব কথা তাকে বলা

যায় কিনা—তাই তার ভাবনা। অনেক চিন্তার পর ষ্টেঙ্কা আন্নুষ্কাকে সব বুঝিয়ে বলাই স্থির করলো। তাতে ফল ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।

* * *

গা ধুয়ে বেড়িয়ে এসে ষ্টেঙ্কা কিরিলকে টেলিফোন করলো। কিরিল তথনই মাত্র কামরায় হাজির হয়েছে।

"তুমি যে এত ভোরেই সদর সমিতিতে এসেছো?'

"কে? ষ্টেঙ্কা—এত ভোরে আসতে হ'ল—কারণ আমায় যে জরুরী তলব করা হয়েছিল। বোগ্দানভ আমায় ডেকেছে।"

"শীগ্গীরই সন্ধ্যে হবে, না কিরিল?"

হায়! কটা সন্ধ্যেই বা তারা এক সঙ্গে কাটাতে পেরেছে? কখনো হয়তো উচ্ছ্বাসভরে কিরিল দৌড়ে এসেছে। এসে তাকে কত আদর করেছে, দুজনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন কত গল্প হ'ত। একটু পরেই ষ্টেঙ্কা সবুজ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতো—আর কিরিল পড়াশুনা করতো! তাদের যুক্তি ছিল যে যেদিন সন্ধ্যেয় কিরিলের বাইরের কাজ থাকবেনা—সেদিন সে বাড়ীতে ফিরে পড়াশুনা করবে। ভুল ক'রে ষ্টেঙ্কা গল্প করতে গেলে—কিরিলের তিরস্কার হতো—মৃদু হাস্য দিয়ে!

"কি সন্ধ্যে?—খুব বোধ হয় দেরী নেই—এখনি সে ভাবনা কেন—কালকের আগে কিছু হচ্ছে না? সে ভয় নেই!"

(২)

আর উপায় ছিলনা, ইগর কুভায়েভ কেও বাধ্য হয়ে অন্য সকলের মতই নূতন ভাবে কাজ করতে সুরু করতে হ'ল। ইগর কাজ করে, আর ভাবে। চারদিকে কৌতুহলী কারিকরেরা উৎসুক হ'য়ে লক্ষ্য করে তার কাজ! কেমন করে আত্মস্তরিতা বজায় রেখে সে কাজ করবে তাই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা!

এসংবাদ দেখতে দেখতে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো। আর সবাই ইগরকে উপহাস করে। প্রথমতঃ ইগর তাদের ঠাট্টা গায়ে মাখতো না! এবং তার আকাঙ্খার কথা কাউকে বলতো না। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাবার কল্পনাতেও তার ভয় হতে লাগলো। ফিরে যেয়ে সে সবাইকে কি বলবে? "চাকার" মত বিরাট টাকা সে কেমন করে দেখাবে? তখন তো তাকে কেউ আস্ত রাখবেনা! অবশ্য সে তাদের বলবে যে "সোভিয়েট জোচ্চোবরা কি আর ভাল কারিকরের সম্মান রাখতে পারে?—"কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হবে ব'লে মনে হয় না। কারণ তার গ্রামেরই আরও কয়েকজন এখানেই কাজ করে।

এ অন্তর্দ্বন্দের ফলে ইগব মুশড়ে পড়লো। এমনকি বেশভূষার ওপরেও তার কোনও আকর্ষণ রইলো না! দাড়ি সে বহুদিন কামায়নি। তার একগাল দাড়ি দেখে মেয়ে কারিকরেরা ঠাট্টা করতো "তোমার দাড়িতে শশা বুনে দেওনা কেন ইগব, বেশ ভাল ফলন হবে?"

কিন্তু তাদের কথায় কান না দিয়ে ইগব নিজের মনে কাজ করে যেতো! একদিন না থাকতে পেরে প্যাভেল ইগরকে নিয়ে ভাল কারিকরেব কাছে যেয়ে কাজ শিখতে বললো। সেখানে ইগর অনুভব করলো যে যারা কাজ করছে তারা সবাই তার চেয়ে বেশী জানে। তাদের সবারই উৎসাহ ও বেশী!...

—সেদিন ইগর না কেঁদে পারেনি। তার আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগে! কিন্তু সেটা বরঞ্চ শাপে বরই হ'ল!

কদিনের চেষ্টায় ইগব সত্যিই চমৎকার কাজ শিখে ফেললো!—কিরিল তাকে রাজমিস্ত্রীদলের সর্দ্দার করে দিয়েছে। এবং সেও কাজের দিকে অন্য সবাইকে হারিয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

একদিন সন্ধ্যায় ইগর পার্কে বেড়াতে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে পার্কে টাঙ্গানো বলিষ্ঠ কর্ম্মীদের ফটোর কাছে এল। সামনেই প্যাভেল ইয়াকুনিনের ছবি, কিন্তু তার পাশে? নাটাশা ও অন্যান্যের মধ্যে

ওটা কার.ছবি? কুভায়েভ চম্‌কে গেল—তার নিজের ছবি ওখানে দেখে। এবং ভাবাবেগ দমন করতে না পেবে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো!

সকলে ধরাধরি করে তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল।

কেউ কিছু বলতে পাবছিলনা কেন তার হঠাৎ অমন মূর্চ্ছা হ'ল। সে নিজে ছাড়া কেউ জানতোনা কেন সে আচমকা অজ্ঞান হয়ে পড়লো। কিরিলের কাছে কথাটা বলতে পারলে সে কিছু শ্বস্তি পেত। কিন্তু তাও তার সাহস হচ্ছিলনা! কাজেই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে সারারাত হাসপাতালে পড়ে রইলো। ভোরের দিকে আর থাকতে না পেরে সে কিরিলকে খবর দেবার জন্য ডেকে পাঠালো। কিরিল তখন সদর সমিতিতে চলে যাওয়ায় সে অগত্যা প্যাভেলকেই খবর দিতে বললো।

"প্যাভেলকেই খবর দাও—হ্যাঁ—প্যাভেল ইয়াকুনিন—আমাদের নেতা!"

বিকেলের আগে প্যাভেল তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারলোনা। সে এসে ইগরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলো—"কি চাও ইগর আইভ্যানোভিচ্ ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইগর সুরু করলো—

"পাশা, জগতে আমার কেউ নেই! আমি একা! ছেলে নেই! বউ? বহু বউ ছিল আমার কিন্তু তাদের কেউ আমার সঙ্গে ঘর করতে পারেনি। কাজেই আমি একান্ত নিঃসঙ্গ—একা!"

"কেন? তুমি একা হবে কি দুঃখে? এখানে সবাই তোমায় জানে—তোমার কত নাম? তবু তুমি একা?"

"কিন্তু আমার ছেলে থাকলে তোমাদের মত ক'রে তৈরী করতাম।"

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি? তোমরা সব বুড়োরাই চাও ফরমাস মাফিক ছেলেদের তৈরী করতে। ছেলেরা কি জামা জুতোর মতই তোমাদের অস্থাবর সম্পত্তি যে যেমন ইচ্ছে অর্ডার দিয়ে তৈরী করবে?"

"না, না, তা হবে কেন? আমি সে কথা বলছিনা! দেখতে পারছোনা যে আমার অতীত জীবনের জন্য কেমন অনুশোচনা হচ্ছে?"

তার আগের জীবনের একটী ঘটনার কথা মনে পড়লো! ভাঙা মদের দোকানে তখন ছিল আড্ডা! একদিন মাতাল হয়ে নর্দ্দমায় পড়ে থাকবার সময় তার অস্পষ্ট অনুভূতি হ'ল যেন কে যত্ন করে তাকে তুলে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল কুঁড়ে ঘরে! পাদ্রীর পোষাক পরা একজন লোক তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল! সেই কুঁড়েয় আরও অনেকে বসে ছিল। তাদের মধ্যে ইগর কিরিলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী জিঙ্কাকে চিনতে পারলো। সে বেড়িয়ে আসতে চাইলো—এমন সময় পাদ্রীটি তাকে বাধা দিয়ে বললো—"কি চাই ব্রাদার—ভড্‌কা?"

তারপর তারা সারারাত মদ খেয়ে স্ফূর্ত্তি করেছিল! মদের নেশার ফাঁকে ফাঁকে তারা বলাবলি করছিল—"আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে—এ প্রতিশোধে সমস্ত জগতের লোকই আমাদের সাহায্য করবে!"

এর পরেও কুভায়েভ অনেক দিন সেখানে গেছে! মাতলামীর চরম পর্য্যায়ে একদিন সেই পাদ্রী তার হাতে ট্রেণের লাইন তোলবার একটা যন্ত্র দিয়ে ট্রেণ ধ্বংস করতে পাঠায়! ইগব তার কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করে—একটা বিরাট মালগাড়ী সে রাতে লাইন থেকে উল্টে পড়ে যায়!

কিন্তু প্যাভেলকে সব কথা সে বলতে পারলো না। শুধু "খারাপ" সঙ্গীদেরই উল্লেখ করলো।

প্যাভেল কিন্তু বেশ বুঝতে পারলো যে কোথাও গলদ রয়েছে।

(৩)

কথার ফাঁকে তাদের নাকে বিকট পোড়া গন্ধ এলো···"খাদে কি আগুন লাগলো?"

কুভায়েভ চমকে প্যাভেলকে নিয়ে কারও বাধা না শুনে দৌড়ে বেড়িয়ে গেল কিরিলের খোঁজে!

তাদের ঐভাবে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়তে দেখে মাসা সিভাসেভা খুব চমকে গেল। সে শুধু বুঝলো যে যাই হ'কনা কেন তা কিরিলের জানা দরকার। তাই কিরিলকে সে টেলিফোন করলো। তাকে সদর পার্টি আফিসে না পেয়ে সে ষ্টেস্কাকে ফোন করলো।

ষ্টেস্কার তখন সবে প্রসব ব্যথা উঠেছে। ঘড়ি ধরে ষ্টেস্কা সময় দেখলো—রাত ৪টা। টেলিফোন করেই মাসা ষ্টেস্কার কাছে এসে তার প্রসবের বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আশ্চর্য্য, তখন পর্য্যন্ত তার কোনই বন্দোবস্ত হয়নি। সকলেই ভেবেছিল যে প্রসবের সময় ষ্টেস্কার তেমন কষ্ট হবে না—তাই তার জন্যে তেমন বন্দোবস্ত করা হয়নি। ষ্টেস্কারও বিশ্বাস ছিল সে রকম। প্রথমে সেজন্যে সে ঘরের এক কোণা থেকে আর এক কোণা পায়চারী করছিল। কিন্তু ব্যথা বাড়বার সাথে সাথেই সে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। তার চোখগুলো লাল হয়ে গেলো—সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না! প্রলাপের মত সে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো "কিরিল—আমার কিরিল! প্রিয়তম—তোমার জন্যেই—তুমি—তুমি......" হঠাৎ সে অনুভব করলো যেন কে তার কোমরে একটা প্রচণ্ড লাথি মেরেছে—সেই সঙ্গেই কিরিলের নামও তার চেতনা-জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সমস্ত শরীর একটা চাপা ব্যথায় ভরে গেল—আত্ম সংযম রাখা অসম্ভব হ'ল। ষ্টেস্কা পাশেই প্রস্তুত বিছানাতে এলিয়ে প'ড়ে দুহাত দিয়ে পেট চেপে ধরলো। তার পেট ক্রমশঃই ফুলছিল। আর মনে হচ্ছিল যেন কে সমস্ত শরীরে লক্ষ লক্ষ পেরেক বিঁধিয়ে তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিচ্ছে। শুধু গর্ভের যাতনাই নয়—একটা ছোরা মারার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল। দুএক সময়ে কমে গেলেও আবার দ্বিগুণ বেগে ব্যথা হচ্ছিল। থাকতে না পেরে ষ্টেস্কা ক'কিয়ে উঠলো—

"ওঃ ওঃ—আমার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে গেল! মাসা! আমার পা গেল—আমি আর বাঁচবো না—আমার পা কোথায়?"

সারা শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছিল, কিন্তু ক্রমে তা শুকিয়ে গেল। তখন তার ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে। চোখ দুটো ভীষণ গর্ত্তে বসে পড়লো—কপালের রেখা কুঁচকে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো—তবু কিছুই হল না দেখে মাসা হাসপাতালে টেলিফোন করলো ডাক্তার আনবার জন্তে!

[৪]

সেদিন নদীতে ছিল আশ্চর্য্য প্রশান্তি। সেদিকে দেখিয়ে কিরিল ইঞ্জিনীয়ার রুবিনকে বললো "কি সুন্দর দেখেছো?" রুবিন যেন কি ভাবছিল—সে তাই প্রত্যুত্তর দিল না। একটু পরে বললো—"ঠিক কথা! আমাদের জীবনও এমনি—কখনো শান্ত পরমুহূর্ত্তে আবাব তা ফেনিল তরঙ্গ সঙ্কুল!" কিরিল বললো "আমি কিন্তু অশান্ত জীবনই বেশী পছন্দ করি!"

রুবিন চোখ ঘুরিয়ে বললো "নদীও অশান্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে—কিন্তু তার ফল ভাল নয়।" কথাটিতে দুজনেই হেসে উঠ্‌লো। কিরিল লক্ষ্য করলো যে রুবিন যেন তাকে কি বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে সংকোচ করছে। তাই সে বললো—

"কি বলতে চাচ্ছ একেবারে বলেই ফেল না কেন—রুবিন?"

"আচ্ছা" বলেই রুবিন আবার কিছুক্ষণ থামলো। তারপরে সুরু করলো "এ সংসার যেন একটা বিরাট জলাভূমি—কারও সাধ্য নাই যে এথেকে কিছু করে!"

কিরিল উত্তর দিলো—"কিন্তু আমরা তো এই জলাভূমিই শুকিয়ে ফেলতে চাই। তারপরে অনুবীক্ষণের ভেতর ফেলে দেখবো—এদিয়ে কি করা যায়। বোগদানভের ল্যাবরেটরীতে যাওনি?—যেয়ে দেখো!"

"সে তো খুব ভালকথা কিন্তু প্রত্যেকেরই তো আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র নেই—তারা?"

"একদল লোক তো আছেই সব নষ্ট করতে—তাদের কেন ভেতরে যেতে দেওয়া?" কথা বলতে বলতে কিরিলের মনে হলো যেন রুবিনের কোথায় গলদ আছে। সাবধানে সে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইলো। কিন্তু সেই সময় নদীতে একটা পাইন গাছের গুড়ি ভেসে আসতে দেখা গেল। সেই দিনই সকালে আটাকা নদীর উপর দিক থেকে ভয়ঙ্কর খবর এসেছে। ট্রাক্টর ও লোহার কারখানার জন্য জমা করা ছিল বহু কাঠ। তা থেকে বহু কাঠ ভেসে আসছে নদীর স্রোতের সাথে। অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক। কারণ সব কাঠগুলো ভাসতে আরম্ভ করলে—তাদের গতি ঠিক থাকবে না। যে যেদিকে ইচ্ছে ভাসবে। এবং তাদের পথে যা পড়বে তাই ধ্বংস হতে বাধ্য। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের কথা হচ্ছে যে ওগুলো ভাসতে ভাসতে এসে বিরাট ৩৬১ মিটার লম্বা বাঁধের গায় ধাক্কা দিলে বাঁধ বাঁচান অসম্ভব!

চালককে দিয়ে জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে কিরিল সেই জমাকরার যায়গায় এসে পড়লো। বহুলোক সমানে ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে। কিরিল তাদের ভেতর যেয়ে নিজে জলে নামতে প্রস্তুত হয়ে অন্যদের ডাক্‌লো। তবে জলে নামবার আগে তারও বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো। জোর করে সে নেমে পড়লো—কিন্তু কেউ তাকে অনুসরণ করলো না। তাই দেখে কিরিল গর্জ্জে উঠ্‌লো—"কাপুরুষ কোথাকার! কম্যুনিষ্টরা কই?"

সে ডাকে কম্যুনিষ্টরা সাড়া দিল। তারা কিরিলের সঙ্গে মিলে সমস্ত দিন সে কাঠগুলো তীরে আনতে চেষ্টা করলো। সন্ধ্যার অন্ধকার হলেও সে কাজ সাঙ্গ হ'ল না।

এমন সময় আঁধার ভেদ করে কিরিলের বন্ধু ডাক্তার কাটায়েভ এসে বললো:

"কিরিল শীগ্‌গীর বাড়ী যাও এতক্ষণ হয় তো সব শেষ হয়ে গেছে।"

"কি?" কিরিল ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলো। "স্টেস্কার কথা বলছি—এতক্ষণ হয় তো তোমার ছেলে কি মেয়ে কিছু একটা হয়েছে। তোমার

এখন বাড়ী থাকা একান্ত দরকার।" তার কথা শুনে কিরিল বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু এমন সময় বিশাল গর্জ্জন করে বিরাট কাঠের গু ড়ি গুলি আবার ছিটকে পড়লো। হতাশ হয়ে কিরিল বললো—. "তুমি বলছো বাড়ী যেতে—কিন্তু এসব ফেলে কেমন করে যাব ?" বলেই সে যেদিক থেকে আওয়াজ হচ্ছিল সেদিকে দৌড়ে গেল।

[৫]

তারপরে স্বপ্নের মত সব ঘট্‌তে লাগলো।

একলাফে কিরিল পারে এসেই গাড়ী চালিয়ে দিলো। রাত্রিরের নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করে গাড়ী চললো বিদ্যুতের মত ছিট্‌কে।

গাড়ীর তালে তালে কিরিল বলে চললো—'ষ্টেস্কা, ! ষ্টেস্কা ! প্রিয়তমে—আমার ওপর অভিমান করো না !—বিরক্ত হয়ো না—। সত্যি এসব ছেড়ে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব !—কিছুতেই আসা যায় না !—হাতলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিরিল গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল। কারখানার মাইল পঞ্চাশেকের কাছে এসেই অধৈর্য্য কিরিল এ্যাক্সিল্যারেটার চেপে গতি আরও বাড়িয়ে দিলো। হাঁফাতে হাঁফাতে গাড়ী চললো তাকে নিয়ে! হঠাৎ পাশ থেকে একটা খরগোষ পালাতে যেয়ে সেই তীব্র ধাবমান গাড়ীর তলে পড়ে চেপ্টে গেল।

নিজের ফ্ল্যাটে উঠ্‌তে যেয়ে গোটা বাড়ীর নিস্তব্ধতায় কিরিল চমকে গেল ! টুপী খুলতে গিয়ে সে লক্ষ্য করলো যে তার আঙ্গুলের ডগাগুলো কাঁপছে। অন্য সময় সে এটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতো কিন্তু—এখন এই পারিপার্শ্বিকতায় তার বুকের ভিতরটা জমে যাচ্ছিল ! এ অবস্থায় সে থাকবে কি চলে যাবে—কিরিল তা স্থির করতে পারছিল না। একবার মনে হচ্ছিল

যে সে ঐ দৃশ্য সহ্য করতে পারবে না! আবার মনে হচ্ছিল যে পালিয়েই বা যাবে কেন?

অবশেষে দ্বিধা সত্ত্বেও কিরিল ভারী বুটের আওয়াজ করতে করতে ভেতরে চললো!—সে আওয়াজে সন্ত্রস্ত হয়ে মাসা সিভাসেভা বললো "কে? কিরিল নাকি?"

কিরিল প্রথমে তাকে ঠিক চিনতে পারে নাই। সে তখন শুধু ষ্টেস্কার কথাই ভাবছিল। অবসন্ন স্বরে মাসা বললো—"অনেকক্ষণ ষ্টেস্কার ব্যথা উঠেছে; কি কষ্ট যে পাচ্ছে বলা যায় না; প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে বসে থেকে আমি আর পারছি না।"—তারপর কিরিলকে ষ্টেস্কার ঘরের দিকে যেতে দেখে পথ আটকে রাখলো—"না না কিরিল তোমার ওদিকে যাওয়া হবে না—"

কিন্তু জোর করে দরজা খুলে কিরিল ষ্টেস্কার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো!

ষ্টেস্কা মেঝেয় পড়ে রয়েছে। দূর থেকে কিরিল শুধু তার ফোলা পেটটাই দেখতে পেলো। সমস্ত রগগুলো নীল হয়ে কুঁকড়ে থাকায় পেটটাকে উঁচু ঢিপির মত দেখাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ষ্টেস্কা চোখ খুলে অনেক কষ্টে অস্পষ্ট স্বরে বললো—

"কিরিল! প্রিয়তম!"—কিরিল কাছে আসতেই সে দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। ষ্টেস্কার কানের কাছে মুখ নিয়ে কিরিল বললো "কাঁদ ষ্টেস্কা—খুব চীৎকার করে কাঁদ!"

তার স্বান্তনায় ষ্টেস্কার কান্না বেরুলো!—কি হৃদয় বিদারক সে কান্না! দুটো পা-ই যেন তার শরীর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—সেই অসহ্য ব্যথার প্রকাশ পাচ্ছে ষ্টেস্কার কান্নায়! সে কান্নার বিরাম নাই। কান্নার সাথে সাথে তার সমস্ত শরীর কুঁচকে দলা পাকিয়ে খিল ধরছে! দেখতে দেখতে তার শরীর কাঠের মত শক্ত হয়ে পড়লো—আর সে দুহাত দিয়ে প্রানপণে কিরিলের গলা জড়িয়ে ধরলো!

কতক্ষণ তারা এভাবে ছিল কিরিলের সে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ষ্টেস্কা থেমে গেল এবং পরক্ষণেই আবার দ্বিতীয় চীৎকার—রাগ, ক্ষোভ—আর ব্যথা মেশানো! কিরিলের গলা থেকে ষ্টেস্কার হাত দুটো খসে পড়লো—সমস্ত শরীর নির্জীব হয়ে এলিয়ে পড়লো।

মাসা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"কিরিল! দেখ—তোমার ছেলে হয়েছে যে!"

আশ্চর্য্য হয়ে কিরিল মাসার দিকে তাকালো। সে তার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মাসা নবজাতককে ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বললো 'সত্যি কিরিল, তোমার ছেলে হয়েছে—দেখ!'

অবসাদ জড়িত চোখে ষ্টেস্কা জিগ্যেস করলো—চোখের রং? মাসা উত্তর দিলো—"প্যাশনে ঠিক কিরিলের মত হয়েছে কেমন?"

অভিভূতের মত কিরিল ষ্টেস্কার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। সে হাতখানা অবসন্ন ষ্টেস্কা আস্তে আস্তে মুখের কাছে তুলে ধরে চুমু খেলো!—সে কম্প্র চুম্বনের স্পর্শে কিরিলের মনে হলো—"আমার সমস্ত জীবন তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো—ষ্টেস্কা!"

মাসা তখন ছেলেটিকে কিরিলের হাতে দিল আদর করতে। কিরিল তার ছেলেকে হাতে নিতেই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজতে লাগলো! মাসার হাতে ছেলেকে দিয়ে—ফোন তুলেই বোগ্‌দানভের তীক্ষ্ণ স্বর শুনতে পেলো—"খাদে আগুন লেগেছে।" স্বর আরও চড়িয়ে বোগ্‌দানভ বললো—"

"চতুর্থ বিভাগে আগুন লেগেছে—এখানে অনেক লোক রয়েছে—আর আশ্চর্য্য! তুমি বাড়ীতে বসে স্ফূর্ত্তি করছো?"

বোগ্‌দানভের ব্যবহারে কিরিল বিরক্ত হয়ে ষ্টেস্কার কাছে এসে বললো "আমি কখ্‌খোনো যাবো না—। তোমায় এখন এভাবে ছেড়ে আমি কেমন করে যাবো?"

কিরিল্ আশা করেছিল যে ষ্টেস্কা হয়তো কথাটা শুনে খুব খুসী হবে! কিন্তু তা না হয়ে তার মুখ অন্ধকার হয়ে পড়লো! কিরিল তাই জিগ্যেস করলো "রাগ করলে ষ্টেস্কা? কিন্তু বোগ্দানভ তো জানে না যে এখানে কি হয়েছে!"

আদর করে দুহাতে কিরিলের গলা জড়িয়ে ষ্টেস্কা বললো—"কিন্তু তোমার তো এখানে থাকলে চলবে না।" তারপরে আর কিরিল আপত্তি করতে পারলো না। সে গাড়ীতে চড়ে সফেয়ারকে প্রথমে ৪র্থ বিভাগে চালাতে বললো। আবার পর মুহূর্ত্তেই বলে উঠ্লো—না! দ্বিতীয় বিভাগেই চল!

[৬]

কারখানার পাশেই উপত্যকায় প্রায় তিনশো মাইল নিয়ে খুব ভাল মাটী আছে। বাইরে থেকে অনভিজ্ঞ চোখে এ মাটীর দাম ধরা পড়ে না। কিন্তু কলেজে পড়বার সময়েই বোগ্দানভ এটা আবিষ্কার করেন। তারপর থেকে কখনই তিনি এর চিন্তা ছাড়তে পারেন নি। জেলে—কিংবা সাইবেরিয়া নির্ব্বাসনে থেকেও তিনি শুধু ভেবেছেন কি উপায়ে এই অফুরন্ত সম্পদ মানব সমাজের কাজে লাগানো যায়! অবশেষে গত দু এক বছরে ফেনিয়া প্যানোভা নামের অসামান্য প্রতিভাশালিনী রাসায়নিকের সাহায্যে তিনি ঐ মাটী পরিশ্রুত করে তা থেকে তৈল আবিষ্কার করতে পেরেছেন—এবং ঐ থেকেই আরও প্রয়োজনীয় জিনিষ তরল দাহ্য পদার্থও বের করেছেন।

কারখানা তখনো শেষ হয়নি; কিন্তু ঐ মাটীতে বিরাটভাবে কাজ তখনই সুরু হয়েছিল।

ভোর হতে হতেই কিরিল নাটাশা পারোনিনার বিভাগে এসে পৌছিল। দুটো বিরাট যন্ত্র তখন কাজ করছিল। তাদের প্রত্যেকটা থেকে একটা প্রবল বারিধারা মাটীতে প'ড়ে সেগুলোকে কাদায় পরিণত করছিল।

সেই অর্দ্ধ তরল কাদা আবার নল দিয়ে শুষে নিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরী করা যায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সেগুলো শুকিয়ে গেলে মেয়ে শ্রমিকেরা রুটী কাটবার মত করে সেগুলো কেটে কেটে বস্তাবন্দী করে।

বোগ্দানভও একটা নিজস্ব পন্থা বের করেছিল। সেটা অবশ্য এ সবের চাইতে পুরাণো ধরণের—তবু তার পন্থায় খরচ প্রায় অৰ্দ্ধেক কম হয়। কিন্তু একটা ভয় সব সময় থাকতো। বস্তাবন্দী হয়ে গেলে অনেক সময় ওগুলো থেকে আপনা আপনি আগুন জ্বলে ওঠে। কেন, তা কেউ বলতে পারে না।

নাটাশা পারোনিনার বিভাগে খুব অল্পদিন হ'ল বোগ্দানভের পন্থায় কাজ করা হচ্ছিল। একথা মনে হতেই কিরিল বুঝতে পারলো কেমন করে আগুন ধরেছে। সেখানে এসে কিরিল নাটাশাকে জিগ্যেস করলো—

"নাটাশা কখনো কি তোমাদের বস্তায় আগুন ধরেছিল ?"

নাটাশা উত্তর দিলো—"না! কেন বলুন তো? একদিন অবশ্য একটা বস্তায় আগুন ধরছিল—আমরা তাড়াতাড়ি সেটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম।"

"যদি তুমি না দেখতে ?"

হাসতে হাসতে নাটাশা বললো—"তাহলে আগুন ধরে যেত!"

"ঠিক বলেছে—ঠিক বলেছো"—অন্যমনস্ক ভাবে কিরিল এ কথাগুলো বলে গেল। হঠাৎ তার নজরে পড়লো নাটাশার তন্বীদেহে! কিরিলের মনে হ'ল যেন নীল ফ্রকের নীচে নাটাশার পেট ঈষৎ মোটা দেখাচ্ছে। আগের মত আর সে তত চঞ্চল নয়। আগে যেমন সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতো—এখন তার বদলে সে বেশ সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলে। প্যাভেল ও নাটাশার কথা কিরিল জানতো। তাই অনেক আগেই সে ঠিক করেছিল তাদের একটা ফ্লাট দিতে। কিন্তু সংকোচের জন্য এতদিন সে ওটা করে উঠতে পারেনি। আজ সে না বলে পারলো না।

"নাটাশা! প্যাভেলকে একটা আলাদা ফ্লাট দেবার বন্দোবস্ত করছি।"

সে যেমন ভেবেছিল—তেমন রাগ বা লজ্জা প্রকাশ না করে নাটাশা উত্তর দিল—

"বা! তা বেশ হবে!"

"তোমাদের দুটো ঘরে হবে না—না? তিন ঘর ওয়ালা ফ্লাট চাই—কেমন?"

"হ্যাঁ—দেখুন···· " নিজের অজ্ঞাতসারেই নাটাশা গায়ের কাপড় ঠিক করে নিল।

"বুঝেছি"—বলে কিরিল দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেয়ে বললো "ওব যত্ন ক'রো—নাটাশা—আশ্চর্য্য হয়ো না—জগতে এর চাইতে আনন্দের জিনিষ আর কিছু হতে পারে না। আজই আমারও একটী ছেলে হয়েছে—বুঝলে?"

নাটাশা কিরিলের এই আদর প্রকাশে অভিভূত হয়ে গেল কিন্তু বাইরে তখন সবাই একসাথে মিলে ভীষণ হট্টগোল করছে। সেই চীৎকার কানে যেতে ভ্যাসিলি বললো "বাইরে আগুন লেগেছে—আমরা সব জীবন্ত পুড়ে মরবো।" বলেই বাইরেব গোলমাল কমাবার জন্য দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

আগুনের শিখা দেখতে দেখতে চাবদিকে ছড়িয়ে গেল। প্রতি মুহূর্ত্তে ভ্যাসিলিব মনে হচ্ছে যে সমস্ত শ্রমিকরাই হয়তো ইঁদুবের মত পুড়ে মাবা যাবে। কিবিল, বোগ্‌দানভ ও নাটাশা একটী গাড়ীতে করে ঝড়ের মতো সেই আগুনের দিকে এগিয়ে এল। পথের মাঝেই তারা যুক্তি করে ঠিক করলো যে যেমন ক'রেই হ'ক না কেন সবাইকে খেদিয়ে হ্রদের জলে নামিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ-না আগুন নেবে—সবাই একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এদিকে—একগাড়ী বোঝাই ক'রে মেয়ে শ্রমিকদের নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিরিল তা দেখে চমকে গেল। দূরে থেকে এক হল্কা আগুন এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। এরমধ্যে কাঠের গাড়ীতে করে যাওয়া মানেই নিশ্চিত মরণকে আহ্বান করা। কিরিল চীৎকার করে

সবাইকে জলে নেমে যেতে বললো। কিন্তু এঞ্জিন চালক তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সোজা গাড়ি চালিয়ে দিল। কিছুদূর এগিয়েই সে আগুনে আর গাড়ী চলতে পারলো না। দেখতে দেখতে গাড়ীতেও আগুন ধরে গেল। কিরিল, নাটাশা দৌড়ে সেদিকে এগিয়ে এলো। আগুন ধরতেই সব মেয়েরা আমতা আমতা করে বললো:

"সত্যি আপনি কি দয়ালু! জানেন—আপনাকে আমরা কত ভালবাসি? কখনো আমরা কেউ আপনাকে ঝ্দারকিন বলে ডাকি না—সব্বাই কিরিল বলি!...

তার কথা তখনো শেষ হয় নাই এমন সময় একদল শ্রমিক 'ধাপ্পাবাজী' 'ধাপ্পাবাজী' চীৎকার করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে এলো! তারা সবাই চতুর্থ বিভাগের শ্রমিক! এই বিভাগের অধ্যক্ষ ভ্যাসিলি শিভিনেজ্ থেকে সুরু করে সাধারণ শ্রমিক পর্য্যন্ত সকলে এক চিন্তা নিয়ে কাজ করছিল— "কি করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ করবে।"......তাদের কাজও শেষ হয়ে এসেছিল। একদিন রাতে ভ্যাসিলি এবং এঞ্জিনীয়ার দুজনে মিলে সারা বছরের হিসাব তৈরী করছিল—কিরিল ও বোগ্দানভকে দেখাবার জন্যে। মনে তাদের অফুরন্ত আনন্দ যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই তাদের বিভাগের কাজ শেষ হবে। সমস্ত শ্রমিকরা বাড়ী যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। এম্নি সময় আগুন ধরে গেছে। আগুন নেবাবার কল আসবার আগেই চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাণের ভয়ে লোকজন সব বাইরে বেরিয়ে এসে যে যেদিকে পারলো লাফিয়ে পড়লো। কিন্তু গাড়ীর নীচে সমস্ত বায়গাটা লাল ছাইয়ে ভরেছিল। দূরে থেকে তাকে ভয় করবার কিছু ছিল না—কিন্তু সেগুলো হচ্ছে সাক্ষাৎ যম! তাতে পড়বামাত্রই মেয়েদের করুণ চীৎকারে আকাশ ভরে গেল—সবাই সেই আগুনের হ্রদে পড়ে কুঁকড়ে সিদ্ধ হয়ে পড়লো!

ভয়ে নাটাশা "কিরিল! কিরিল!" বলে চেঁচিয়ে উঠলো। আর

ঐ হতভাগ্য মেয়েদের বাঁচাবার জন্যে কোনও কিছু না ভেবেই নাটাশা সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো! মুহূর্তের মধ্যে নাটাশার শরীরে আগুন ধরে গেল। কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়েই সে কিরিলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো! কিন্তু সেই সময়েই আর একটা আগুনের শিখা তাকে গ্রাস করে ফেললো।

(৭)

শুধু দুজন লোক সেই আগুনের মাঝ থেকে পালিয়ে এলো। কখনো কাঁটায় ভরা বনবাদাড়ের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো পাইনবনের আঁকে বাঁকে—কিংবা না জেনে হঠাৎ কাদায় তাদের কোমর পর্য্যন্ত যাচ্ছিল ডুবে। মাঝে মাঝেই তাদের বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল—কিন্তু তখনই আগুনের লেলিহান শিখা এগিয়ে এসে করছিল উপহাস! সারা ডোবার জল শুকিয়ে—বন পুড়িয়ে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে সেই সর্ব্বগ্রাসী আগুন। তবু তারই ভেতর থেকে দুজনে পালিয়ে আসছিল আর তাদের অনুসরণ করছিল বনের যত জীব জন্তু। তাদের দিগবিভ্রম হয়েছিল—চঞ্চল শেয়ালেরা যেদিকে পারছে দৌড়ুচ্ছে, খরগোসগুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে—নেকড়েরা পালাচ্ছে—যেন এইমাত্র সার্কাসের বাক্স ভেঙ্গেছে। দূরে একটা ভালুক আসছে—কুঁজো হয়ে—হয় তো তার পিঠ গেছে ভেঙ্গে। সামনের পাইন গাছে উঠেই সে পেছনে তাকাচ্ছে করুণভাবে আগুনের দিকে—আবার তাকে নামতে হবে

ভোর হয়ে আসছে। বোগ্দানভ অবসন্ন হয়ে পড়লো! আর চলা তার পক্ষে অসম্ভব। তাকে উৎসাহ দিতে কিরিল বল্লো—

"আপনি বড্ড শীগ্গীর হাল ছেড়ে দিচ্ছেন।" বলেই নীচু হয়ে সে বোগ্দানভকে কাঁধে তুলে নিতে চাইলো। তখন সে মরিয়া হয়ে বললো "না

আমি নিজেই পারবো!" কিন্তু নড়বার তার ক্ষমতা ছিল না। উঠতে যেতেই সে নেতিয়ে পড়লো!

"কিরিল—তুমি একাই যাও—যেয়ে কাউকে পাঠিয়ে আমায় নেবার বন্দোবস্ত ক'রো।"

"আচ্ছা"—বলেই কিরিল চলতে সুরু করলো। কিন্তু তখনই তাব মনে হলো—বোগ্‌দানভকে ওভাবে ফেলে রাখা মানেই ধ্রুব মৃত্যুর কোলে ছুঁড়ে দেওয়া। তাই বোগ্‌দানভের শত আপত্তি সত্ত্বেও সে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা দিলো।

সারাদিন এভাবে চলে—অবশেষে সন্ধ্যের মুখে মুখে তাবা জ্বলন্ত চিতা থেকে বেরিয়ে এলো। সামনেই শুকনো মাটী! আনন্দে আত্মহারা হয়ে বোগ্‌দানভ তাতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো!

"মাটী—আমরা মাটীতে এসে দাঁড়িয়েছি! এরোপ্লেনে অনেকক্ষণ চলবার পর মাটীতে নামলে এম্নিই মনে হয়!" কিরিল বল্‌লো। কিরিলও বোগ্‌দানভের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছিল—কিন্তু হঠাৎ একটু দূরে একজন অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রীলোককে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সে এগিয়ে গেল। দেখে মনে হলো যে মেয়েটী হোঁচট খেয়ে পড়বার সময় দু হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরেছিল! কাছে এসে তাকে দেখেই কিরিল স্তম্ভিত হ'ল।—"বোগদাভ্ দেখ! দেখ! এযে জিন্কা! তোমার মনে পড়ে⋯⋯

"আশ্চর্য্য! সে এখানে এলো কেমন করে?"

"দেখে মনে হচ্ছে যেন মাটী কাটার কাজে ও ব্যস্ত ছিল—এমন সময় আগুনের ভয়ে এই গোটা বিল হাতড়ে বেড়িয়ে এসেছে। দেখনা—সমস্ত জামা কাপড় কেমন ছিঁড়ে গেছে!" কথাগুলো বলতে বলতেই কিরিলের ধারণা হল যে নিশ্চয়ই একটা অস্বাভাবিক কিছুর জন্যে জিন্কা এখানে এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে তাকে ঝোপের কাছে টেনে নিয়ে কিরিল নিজের গায়ের কোট দিয়ে তার শরীর ঢেকে দিল।

আর এইখানেই প্যাভেল ইয়াকুনিনের নেতৃত্বে অনুসন্ধানকারী তরুণ

কম্যুনিষ্টরা তাদের খোঁজ পেল। তাদের সঙ্গে ইগর কুভায়েভও ছিল। জিঙ্কাকে ওখানে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখেই সে কাঁপতে লাগলো—ঠিক পার্কে তার নিজের ছবি দেখে যেমন হয়েছিল! আপনমনে সে বিড়বিড় করতে লাগলো—"মরামেয়েতে কিছু প্রকাশ করতে পারবে না।"

কিরিল ও বোগদানভকে পেয়ে উল্লাসভরে সব তরুণ কম্যুনিষ্টরা তাদের দিকে দৌড়িয়ে গেল। শুধু প্যাভেল একটু দূরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে কি যেন দেখছিল। কিরিল তাকে কাছে ডেকে দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো। সে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলো—

"সত্যি?"

কিরিল প্যাভেলের চোখের দিকে তাকাতেই সে বুঝতে পারলো! তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে—প্যাভেল অতি ধীরে ধীরে চলে গেল! ঠিক সেই সময় একদল কিশোর কম্যুনিষ্টদের নিয়ে আমুস্কা সেখানে যেয়ে হাজির হ'ল। সে যেয়ে কিরিলকে নিয়ে চলে এল ফ্ল্যাটে।

কিরিলের বুটের শব্দে ষ্টেস্কা বুঝতে পারলো যে সে আসছে। সে একদৃষ্টে কিরিলের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিরিলও আপন মনে ঐ ময়লা—কাদায় ভরা পোষাকেই—যেয়ে তার কোলে মাথা রেখে নুইয়ে পড়লো! সে বলতে চাচ্ছিলো—

"ষ্টেস্কা—আমিতো নিজেকে নিয়ে এলাম, কিন্তু আরও কত প্রাণের মর্ম্মভেদী হাহাকার আকাশ ভেদ করে বেরোচ্ছে—কি বলবো! প্রাণের সে দাগা কিসে যাবে জানি না!

এমন সময় ছোট্ট আমুস্কা তিরস্কার করে উঠলো—"কি একগাদা কাদা নিয়ে এসেছো ঘরে? দেখতো তোমার জুতোয় কী ভীষণ কাদা!"

"কি করতে হবে আমায়—তাহলে?" আমুস্কা উঠে গম্ভীর ভাবে বললো—

"আমরা বায়স্কোপ দেখবো—কিন্তু মা তুমি আমি সকলে যেন দেখতে পাই।"

চক্রান্ত প্রকাশ

(১)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের তৃতীয় বছর যাচ্ছে। সমস্ত দেশময় কর্ম্ম-প্রবণতা—দেশ গড়ে উঠছে—পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে—চারিদিকের সবাইকেই পেছনে ফেলে তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

দূরে আলাতাউ পর্ব্বতমালার মধ্যে টোমা নদীর বাঁ ধারে হচ্ছে সোরিয়া। একদিন যেখানে ডষ্টয়েভ্স্কা নির্ব্বাসনে কাল কাটিয়েছিলেন আজ সেখানে বিরাট ইস্পাতের কারখানা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে। মহাত্মা পিটারের রাজত্ব কালে উরাল প্রদেশে যে নূতন জীবন দেখা দিয়েছিল সোভিয়েট আমলে আবার তা পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। পাইন জঙ্গল পরিষ্কার করে স্বার্ডলভ্স্কের নীচে সমগ্র রাশিয়ার গৌরব "উরাল্ যান্ত্রিক কারখানা" দাঁড়িয়েছে; একদিন যে চেলিয়াবয়ের চারপাশে শুধু কুঁড়ে ঘর আর মুরগীর আড্ডা ছিল, কাদার যন্ত্রণায় যেখানে মাথা গলানো ছিল অসম্ভব, আজ সেখানে পিচ্ঢালা চওড়া রাস্তা, মোড়ে মোড়ে পার্ক—ফুলের বাগান—বড় বড় দালান আর বিরাট ট্রাক্টর-কারখানা! টিউমেন, শ্যাড্রিনস্ক, উফা, পেরম—প্রভৃতি সব বায়গাই নতুন করে সৃষ্টি করা হচ্ছে। পূর্ব্বতন জনহীন যায়গা, ধর্ম্মাশ্রম—সব নতুনযুগের মানুষেরা হৈ চৈ করে দখল করে সমাজের সমষ্টিগত উন্নতিতে কাজে লাগাচ্ছে। এক কালে যেখানে দলে দলে জীর্ণবাস নিয়ে পুণ্যপ্রার্থীরা ভিড় করে দাড়াতো, পুরুত পাণ্ডাদের আধিপত্য ছাড়া যেখানে আর কিছু ছিল না—আর যার চারিদিকে বিরাজ করতো বিরাট স্তব্ধতা—আজ সেখানে ফাটছে ডিনামাইট—দিকে দিকে ভূতত্ত্ববিদেরা ছুটছে নূতন খনিজদ্রব্যের সন্ধানে। সন্ধানীদের হাত থেকে কাজাকিস্থান, ইয়াকুটিয়া, কালমিকিয়া কিছুই বাদ যায় নাই।

লেনিনগ্রাড্, আর্কেঞ্জেল, মস্কো—প্রত্যেক যায়গাতেই নিত্য নতুন কলকারখানা গড়ে উঠছে। এদের যায়গা করে দেবার জন্যে নিষ্প্রয়োজনীয় গীর্জ্জাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। বড় বড় রাস্তার মাঝখানে যে সব পেট মোটা গম্বুজ দাঁড় করানো থাকে সেগুলো ভেঙ্গে পার্ক, রাস্তা আর জনসাধারণের বাসস্থান করা হচ্ছে। লক্ষ লোকে মস্কোকে নূতন আকার দিতে লেগেছে—মাটী খুঁড়ে নতুন রাস্তা পাতা হচ্ছে, সহরের সমস্ত পুরাণো অংশ চুরমার করে—নতুন নক্সায় পুনর্গঠন হচ্ছে! গোটা সহর কংক্রীটে ভরে গেছে।

শুধু মস্কো নয় গোটা দেশটাই পূর্ণোদ্যমে গঠনকার্য্যে লেগেছে।

* *

মস্কোতে ডাকবার পর থেকে কিরিল ঝদারকিন প্রায় দেড়বছর মফঃস্বলে যায় নাই। মস্কো থেকে তাকে বিদেশে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে শেবকি বুযেরাকে যেয়ে ট্রাক্টর কারখানার দায়িত্ব গ্রহণ করতে গেলেই প্রান্তীয় সমিতি তাকে জানিয়েছিল যে নতুন ইস্পাতের কারখানার কাছে যে সহর গড়ে উঠ্ছে সেখানের কম্যুনিষ্ট পার্টি তাকে সম্পাদক মনোনীত করেছে। তার স্থানে জাকার কাটায়েভ ট্রাক্টর কারখানায় নিযুক্ত হয়েছে। ঐভাবে করেছে তারা কিরিলের "গতি পরিবর্ত্তন"!

তখন থেকে সে সার্মগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের বিষয় শুধু খবরকাগজ ও প্রত্যক্ষদর্শীব মারফত সংগ্রহ করেছে। প্রায়ই সমস্ত কাগজে থাকে শতকরা হারের হিসাব—দশ, কুড়ি, চল্লিশ, ষাট, আশি, নব্বই, নিরানব্বই। সমস্ত দেশ যেন প্রাণপণবেগে ছুটে চলেছে এক অজানা দেশের সন্ধানে—আজ কারও সাধ্য নাই সে গতি রোধ করে দাঁড়ায়!

উরাল প্রদেশে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা গ্রাম নিয়ে সমস্ত গোটা মহকুমাই পরিণত হয়েছে এক বিশাল কৃষি কম্যুনে—"রক্তকুঞ্জ"। দেখতে দেখতে এরকম হাজার হাজার কম্যুন গড়ে উঠ্ছে সমস্ত সোভিয়েট জগতে। শ্বেত

রাশিয়ার জলাজমীতে কৃষি ও শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অমনি যেখানে যত জলাজমী আছে সবখানেই কৃষি ও শিল্পের মিলিত কারখানা মাথা তুলতে লাগলো—সাইবেরিয়ায়, কাজাকস্থানে, বাস্কিরিয়া—ভলগা উপত্যকা—সবখানে··· ·।

বোগ্‌দানভকে তাই কিরিল বললে—

"কে জানে কি হচ্ছে! কিন্তু থামা চলবে না।"

বোগ্‌দানভ ভারী গলায় বলে উঠ্‌লো "হুঁ গোটা দেশটাই চলতে সুরু করে দিয়েছে। সে যাই হ'ক তুমি দয়া করে কারখানার কথাটাই বেশী করে ভাবো। কৃষি প্রতিষ্ঠানের দিকে তোমার তাকাবার প্রয়োজন নাই।"

এক এক সময় কিরিলেরও মনে হয়েছে যে সত্যি দেশের অগ্রগতির হার বড় বেশী হচ্ছে কিনা! থাকতে না পেরে সে একদিন বোগ্‌দানভকে কথাটা জিগ্যেস করলো—। সেদিনও সে বোগ্‌দানভের কাছ থেকে অস্পষ্ট ধমক ছাড়া কিছু পেল না।

"জনসাধারণের ভেতরকার ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ সম্বন্ধে এখনো আমাদের কোনও ধারণা নেই। কে বলতে পেরেছিল যে প্যাভেল ইয়াকুনিন এত বিখ্যাত হয়ে পড়বে?"

সকলের মুখেই তখন এক কথা—কি আশ্চর্য্যভাবে কোটী কোটী লোকের মনে নবজাগরণের ভাব এসেছে।

এই সব হট্টগোলের মধ্যে একদিন ডাকার কাটায়েভ হন্তদন্ত হয়ে কারখানায় এসে সোজা কিরিলের ঘরে ঢুকে পড়লো।

"এদের সবাইকে একটু বাইরে যেতে বল—তোমার সঙ্গে গোটাকতক দরকারী কথা আছে।" কিরিল সবাইকে বের করে দিল—ডাকার তাকে বললো যে গোটা পোল্ডোমাশোভো গ্রাম ধ্বংস হতে বসেছে।

"কিন্তু কারা করছে এসব?"

ডাকার কাটায়েভের কথায় প্রকাশ পেল যে ঝারকভের মত কয়েকজনই

এর জন্য দায়ী। কিরিল সে সংবাদে আশ্চর্য্য হ'ল—কারণ ব্যারকোভ্ ছিল আগে পার্টির প্রান্তীয় সমিতির সম্পাদক। তবে টুটস্কীর সঙ্গে বিরোধের সময় তার মত স্থির করতে দেরী দেখে—তাকে ঐ পদ থেকে খুব অল্পদিন আগেই অপসারিত করা হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে বোগদানভ তত বিচলিত হ'ল না।

সেই দিন সন্ধ্যে বেলাই সার্জি প্রেব্রোভিচ্ কিরিলকে টেলিফোনে ডেকে পোল্ডোমাশোভো গ্রামে তক্ষুনি যেতে বললেন। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন যে হয়তো তাঁদের পথেই দেখা হতে পারে। কিরিল সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হ'ল—বিশেষতঃ সে শুনেছিল যে তার কাকা নিকিটা গুরিয়ানভ পোল্ডোমাশোভোতেই যেন কোথায় থাকে।

(২)

জাকার কাটারেভের সঙ্গে ঝগড়া করে নিকিটা গুরিয়ানভ শেরকী বুয়েরকের কাজ ছেড়ে দিয়ে পোল্ডোমাশোভোতে চলে এসে ইয়াকুনিনের পরিত্যক্ত ঘর দখল করে রয়েছে। তার অনেক দিনের সাধ—স্বাধীনভাবে মৌমাছির চাষ—এবার পূরণ করবার ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সে দুর্ভিক্ষের কবলিত হয়ে পড়লো! সারা জগতে নিকিটার আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না। তার স্ত্রী গত বসন্ত কালে মারা গেছে, ছেলে, মেয়ে জামাইরা তাকে ছেড়ে উরাল অঞ্চলে কাজ করছে। তার কাছে ছিল মাত্র নয় বছরের মেয়ে মুরকা ও আধ বস্তা রাই। আর মুরকাকে নিয়েই নিকিটা তার ভাঙাচোড়া স্বপ্নের আলোচনা করে!

"জানিস্ আমরা শীগ্‌গীরই এত মধু পাবো যে খাবার পরেও অনেক বাঁচবে। তখন কত সুখে থাকবো আমরা। হতভাগাগুলো যাকনা—সামগ্রিক ক্ষেত্রে কাজ করুক। বোকাগুলো ভেবেছে আমি জাকারের সঙ্গে

ঝগড়া করে কাজ ছেড়েছি—ওরাতো জানে না যে আমার ও কাজ পোষাবে না বলে ছেড়ে দিয়েছি।”

“ঠিক বলেছো বাবা—এ-সব আমাদেরই।” আর তার কথা শুনে নিকিটা হতো পুলকিত!

কিন্তু এ সুখস্বপ্ন আর ফললো না। দেখতে দেখতে তাদের সঞ্চয় গেল ফুরিয়ে। ছোট্ট মেয়েটী ক্ষিদেয় কাঁদলে তখন নিকিটা খেঁকিয়ে ওঠে—আর নানা কথায় ভোলায়!

“কাঁদিস না! দেখিস্ এক্ষুনি একটা শেয়াল এক টুকরো রুটী মুখে করে এনে তোকে দিয়ে যাবে—আর একটা খরগোষ তোর জন্যে দুধ আনবে। ওঠ্—আর কাঁদিস না!”

সে বাইরে যেয়ে রাইয়ের খালি বস্তায় বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতো—বিরাট বিরাট রুটীর স্তূপ এবং সে যেন দৌড়ে ওগুলো খেতে যাচ্ছে! ঘুম ভাঙলে তার শেবকী বুয়েরাকের কথা মনে হ’ত। একএকবার ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে ফিরে যেয়ে জাকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার কাজে ভর্ত্তি হওয়া! কিন্তু পথে বেরিয়েই তার সাহস উবে গেছে—সে ঘরে ফিরে এসেছে। ক্রমে ক্রমে নিকিটার অবস্থা হল সঙ্গীন, উদ্যম গেল ফুরিয়ে। শুধু মুরকা কাঁদা বন্ধ করলে সে মাঝে মাঝে কয়েক মুঠো খাবার তার মুখে ছুঁড়ে দিতো। তখন তার পেতো কান্না!

মুরকা হয়তো তা মুখেও দিতো না—সে প্রলাপের ঘোরে ডাকতো “মা! মা!”

তখন নিকিটা থাকতে পারতো না—রাগে কস্ কস্ করতে করতে বলতো—“হতভাগী আবার মা মা করছিস কেন? মা টাতো ছিল পাজীর পা ঝাড়া—তবু মা! মা! করা বন্ধ হচ্ছে না। বেশ তুই খাবি-নাতো আমিই এগুলো খেয়ে ফেলবো—তোর মরাতো কেউ আটকাতে পারবে না!” বলেই সে শস্যগুলো নিজের মুখে পুরে দিল।

পরদিন মুরকা গেল মরে। নিকিটা তাকে নীচে নামিয়ে আনলো। মুরকার পায়ে কিছু ছিল না, পরনে ছিল মাত্র একখানা সার্ট—মাথা খালি—আর সারা গায়ের চামড়া ফাটা—এবং তা থেকে কস্‌যানি বেরোচ্ছে। তার দুহাত ধরে বরফ জমা রাস্তা দিয়ে পাগলের মত ধরা গলায় চীৎকার করতে করতে নিকিটা টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

অথচ কেউ তার দিকে লক্ষ্য করলো না। কিন্তু পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল আঁকাবাকা ম্লান মেঘের ছায়া। গোটা আকাশ ছেয়ে সেটা আস্তে আস্তে সমস্ত সমতলভূমি ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঢেকে ফেলে গ্রামের ওপর দিয়ে যেতে লাগলো!—হঠাৎ নিকিটার মনে হল যে সে শ্মশানে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সব নির্জ্জন—ওপরে মলিন মেঘ। সে মাথাতুলে চীৎকারে আকাশ ফাটাতে লাগলো!—ওই বরফ জমা জমীতে পড়ে সে বলে উঠ্‌লো—

"হে ধরিত্রী! তোমায় আমি সবই দিয়েছি—আমারও তুমি মেরে ফেলেছো!"

৩

চারিদিকে তখন বরফ পড়ছে। রাস্তা ঘাট জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে। তার ওপর দিয়ে কিরিলের মোটর চলেছে অপ্রতিহত বেগে। সেই পিচ্ছিল বরফের ওপর গাড়ী সামলানো হচ্ছিল কঠিন। পথের দুধারে সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্র দেখতে দেখতে তারা চলছিল। আর চলতে চলতে তার মনে হচ্ছিল যে জাকার কাটায়েভের আশঙ্কা গুলো সম্পূর্ণ অমূলক। কোথাও তেমন বিশৃঙ্খলা তাদের নজরে পড়লো না। কিন্তু পোল্ডোমাসোভোর কাছে আসতে আসতেই তাদের ধারণা বদলাতে সুরু করলো। কোথাও পড়ে রয়েছে মড়া ঘোড়ার লাস—নয়তো ভাঙা স্লেজের টুকরো। আবার কোথাও আরও ভয়াবহ দৃশ্যে কিরিলই শিউরে উঠ্‌ছে—স্লেজের ধার ধরে

চীৎকার করবার ভঙ্গীতে হয় তো কেউ মাথা মুইয়ে হাঁ করে রয়েছে—তার মুখ গেছে বরফে ভরে! ধরেও বোধ হয় প্রাণের সাড়া নেই। অজানা ভয়ের আশঙ্কায় কিরিল গাড়ী না থামিয়েই সোজা চলতে লাগলো। প্রাণপণে গাড়ী চালিয়ে কিরিল পূর্ব্ব পরিচিত ঝারকভের বাড়ীতে এসে উঠ্লো। সেখানে কথায় কথায় দেশের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা হ'ল। ঝারকভের কথা হ'ল যে শুধু মাত্র এই সামান্য ত্যাগেই আতঙ্কিত হ'লে চলবে না! সোভিয়েট অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহ থেকে অন্ততঃ দেড়শো বছর পেছিয়ে রয়েছে। ষ্ট্যালিনের নির্দ্দেশ মতো মাত্র দশ বছরে তাদের তাল ধরতে হ'লে— শুধু এ কেন—এর চাইতে অনেক বেশী স্বার্থত্যাগ দেশের লোককে করতে হবে। কিন্তু কিরিল তার কথা সবটা মেনে নিতে পারলো না। অন্যান্য দেশের সঙ্গে চলতে হ'লে রাশিয়াকে প্রচুর ত্যাগ করতে হবে ঠিক—কিন্তু তাই বলে—চারিদিকে মড়কের হাহাকার আর এ বীভৎসতা কেন? কিরিল বুঝতে পারে না! ষ্ট্যালিনের দোহাই দিলেও ঝারকোভের যে কোথাও গলদ রয়েছে এটা কেবলই কিরিলের মনে হতে লাগলো—কারণ সে ষ্ট্যালিনকে জানে—ষ্ট্যালিন কথনই ঠিক এ আদেশ দিতে পারেন না। আর দ্বিরুক্তি না করে তাই কিরিল পোল্ডোমাসোভোতে গাড়ী হাঁকাতে বললো। কিন্তু সেখানে এসেই তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। গোটা গ্রামের মধ্যে রাস্তাঘাট বলতে কিছু তার নজরে পড়লো না। সব বাড়ীর জানালার কাচ ভাঁজা—আর তাদের গেট গুলো হাঁ করে খোলা রয়েছে। গাঁয়ের ওপর বিরাজ করছে গভীর নিস্তব্ধতা—জনমানবের সাড়া নেই কোথাও। রাস্তার একপাশে মৃত মুরকার শরীর ঢেকে বৃদ্ধ নিকিটা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে রয়েছে। মুর্দ্দাফরাস এসে তাকে শ্লেজে তুলে নিয়ে যেয়ে কবরে ফেলে দিতে ব্যস্ত! তাকে দেখে কিরিল আস্তে আস্তে মুরকার পাশ থেকে তোলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে কিরিলকে দেখে আরও খেঁকিয়ে উঠ্লো! কিরিলের মাথায় তখন রোখ চেপেছে। সে মুরকার

কাছ থেকে. হ্যাচকাটানে নিকিটাকে সরিয়ে এনে দুজনকেই একটা শ্লেজে চড়িয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

সেখান থেকে দৃকপাত না করে কিরিল সোজা গ্রাম্য সোভিয়েটের আফিসে চলে এল। হঠাৎ সোভিয়েট সভাপতির কলার ধরে এক ঝাঁকিতে গাড়ীতে টান দিয়ে কিরিল তাকে পুলিশে নিয়ে যেতে আদেশ দিল। সভাপতিকে আটক করে কিরিল লম্বা পা ফেলে সার্ব্বজনীন বাসগৃহের সম্মুখে দাঁড়ালো। সারা পথ তার মনে হতে লাগলো ষ্ট্যালিনের কাছে শোনা এ্যান্টিউসের গল্প! বহু চেষ্টায় কিরিল আত্মসম্বরণ করে রইলো।

সার্ব্বজনীন বাসগৃহের বাইরে জমাট শীতে লোকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বিবেচনা শক্তি যেন রহিত হয়ে গেছে—। শুধু তাদের মধ্যে একজন বুড়ো সামান্য পা নাড়াতে নাড়াতে দূরে বাড়ীর বারান্দায় একটী লোকের বক্তৃতা শুনছিল—

"গৌরবোজ্জ্বল সেই ১৯১৭ সালের কথা স্মরণ করো। যেদিন এই সর্ব্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হ'ল—যেদিন রক্তপিপাসু নিকোলাইএর হাত থেকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা শ্রমিককৃষকরা কেড়ে নিয়ে তাদের নিজস্ব রক্তপতাকার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিল—ভয়াবহ অন্তর্বিপ্লব, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেও তখনই শ্রমিকশ্রেণী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে কুলাকরাই এ সমাজের চরম শত্রুতা করবে! আর আজ, সেই কুলাকদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে তোমরা নিজেদেরই রচা সমাজ ধ্বংস করতে এগোচ্ছো!"

বুড়োর কাছে বক্তার সব কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল না, তাই সে যেন ছটফট করছিল। কিরিল তখন থাকতে না পেরে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলো যে বক্তার ওখানে কি কাজ এবং সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের কৃষকরা উপযুক্ত শস্য পেয়েছে কিনা! উত্তরে বক্তা জানালো যে সে একজন বৈজ্ঞানিক। কৃষিক্ষেত্রের গবেষণা বিভাগে কাজ করে। কিরিল তাকে ধমকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলো।

[৪]

শেরকী বুয়েরাকএর পথে আসতে আসতেই কিরিল বহু লোককে গ্রেপ্তার করলো। তার গ্রেপ্তারের হিড়িক দেখে লেমম্ বলেছিল "কি পুলিশী জুলুম চালাচ্ছো তুমি।" কিরিল তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উত্তর দিলো—"তোমাকেও দেখবো—!

তারপর থেকে নেশার ঝোঁকে কিরিল কাজ করে যেতে লাগলো। সব সময় যুক্তি দিয়ে সে তার কাজের সাফাই গাইতে পারতো না! তবু তার মনে হচ্ছিল যে সে ঠিক পথেই চলছে! একদিকে যেমন সে লোক গ্রেপ্তার করছিল—তেমনি আবার অনেককে সে মুক্তিও দিচ্ছিল! পোল্ডোমাসোভোর প্রায় বাড়ীতেই সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের ভীড়! কিরিলের প্রধান কাজই হ'ল তাদের ছেড়ে দিয়ে বাড়ী পাঠানো! সোভিয়েট কৃষিক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য কিরিলের চোখে পড়লো। দুপায়ে সামনের বেড়ার ওপর ভর দিয়ে শূয়োরের বাচ্চারা ক্ষিদের জ্বালায় বিকট চীৎকার করছে। এবং তাদের খেতে দেবার ভয়ে সব চাষীরা যে যার ঘরে এসে ঢুকে রয়েছে।

কিরিল সোজা সেই কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ আকুলোভের দরজায় গাড়ী দাঁড় করালো। আকুলোভ তখন পানপাত্র হাতে করেছে। কিরিলকে দেখে সে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলো। কিন্তু এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে কিরিল বললো—

"এসবের মানে কী?"

"এসবের কি মানে কেমন? টেবিলের উপর সজোরে আওয়াজ করে সে উত্তর দিল—"বাইরে যেয়ে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই কর! দেখতে পাচ্ছ না—সব হতভাগারা না খেতে দিয়ে শূয়োরগুলোকে মারবার যুক্তি করেছে?"

তার কাছ থেকেই কিরিল সংবাদ পেল যে শূয়োরের খাবার সোভিয়েট

গুদামে জমা আছে কিন্তু মস্কোর আদেশ না পেলে তো তারা কিছু করতে পারে না—তাই দিতে পারছে না। তা শুনে কিরিল গর্জ্জে উঠলো—"তবে তাদের অমতেই নিচ্ছ না কেন ?"

"ভয় নাই—আমায় এর মধ্যেই চারবার উপরআলার ধমক খেতে হয়েছে ! যাও না—নিজেই বার করতে চেষ্টা কর ! কাজেই কি করবো—বাধ্য হয়ে মদ খেতে সুরু করেছি !"

পাগলের মত কিরিল সেখান থেকে সোভিয়েটের গুদামে ছুটে এল। এক ধাক্কায় প্রহরীকে ঠেলে দিয়ে সে তালা ভেঙ্গে তৎক্ষণাৎ সমস্ত শস্য শূয়োরদের ভেতরে বিলি করে দিতে আদেশ করলো।

যেখান দিয়ে কিরিল যাচ্ছিলো সেখানেই লোকে ভীড় করে তাকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছিলো—সেও ততই তাদের আশ্বাস দিচ্ছিল—"ভয় নাই ! আমরা কথনোই তোমাদের মরতে দেবো না। তোমাদের সঙ্গে মিশে রয়েছে আমাদের শরীর। একই রক্তে আমরাও মানুষ। কেউ তোমাদের না খেতে দিয়ে মারতে চাইলে তাকে হাঁকিয়ে দেবে ! অন্তর্বিপ্লবের যুগের কথা মনে রাখবে।"

সোজা রাষ্ট্রিক শস্য গুদামে যেয়ে কিরিল আদেশ দিলো তৎক্ষণাৎ সবাইকে শস্য বিলিয়ে দিতে ! সেখান থেকে ফেরবার পথে জাকার কাটায়েভের সঙ্গে দেখা ! সে কিরিলের গাড়ীতে বসে বললো যে সাজ্জী পেট্রোভিচ আলাই গ্রামে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

(৫)

কিরিলের আসবার আগেই সমস্ত বড় ঘরটা সহরের পার্টি সদস্যরা ভ'রে ফেলেছে। তাকে আসতে দেখেই সব হঠাৎ চুপ করে গেল ! পরে তাদের আলোচনা সুরু হ'ল। প্রধান বিষয় হচ্ছে কিরিলের জুলুম। লেমই কিরিলের প্রধান প্রতিপক্ষ। তার বক্তব্য হচ্ছে যে, যে যতই বলুক না কেন সেই

সভার প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল কিরিলের ব্যবহারের আলোচনা করা। কিরিলের মত বাইরের যে কেউ এসে যদি ঐরকম ব্যবহার করে তাহলে টেকা দায় হবে।

কিন্তু সাজ্জী নিজেই তার কথার প্রতিবাদ করলো—"কিরিল যে কেউ নয়"—সে কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য এবং প্রান্তীয় সমিতির প্রতিনিধি।"

তবু লেমন্‌ দমার নয়। সে বললো—সেইজন্যই তো আমরা তার কাছ থেকে আরও বেশী দায়িত্ব আশা করতে পারি। কিরিলের জন্য দলে দলে লোককে পুলিশে ধরেছে—এমনকি পার্টির লোকও বাদ যায় নাই। কিরিল জোর গলায় তার প্রতিবাদ করেছিল।

কিছু পরে তাদের বাদানুবাদ থামিয়ে দিয়ে সাজ্জী সুরু করেছিল :

"শান্তির সময় যদি কেউ অযথা গোলাগুলি ছোঁড়ে—তো আমরা তাকে শায়েস্তা করেছি। কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যে যদি কেউ ওভাবে লক্ষ্যভেদ করে—তাহলে তাকে আমরা প্রশংসা করি। যদি শূয়োরের খোয়ারের সামনে দিয়ে আসতে আসতে কিরিল চুপ করে থাকতো—তাহলে সে অন্যায় করতো। আমাদের এই বিরাট দেশে প্রত্যেকেরই মাথা খাটাতে হবে। শুধু উপরওয়ালার আদেশের ভরসায় থাকলে চলবে না। কিরিল তার শ্রেণী সংস্কার দিয়ে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে কে প্রকৃত শত্রু! যদি নিজেদের লোক ধরা পড়ে থাকে—তাতে লজ্জা কি? আমরা স্বচ্ছন্দে তাদের কাছে মাপ চাইবো! তারাও হাসিমুখে ক্ষমা করবে। কিন্তু আজ এই সহরকে না খেতে দিয়ে কারা মেরে ফেলছিল? তারাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত শত্রু। তাদের ধ্বংস করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তারা এসে ঢুকেছে। আজ যদি তাদের শেকড় না উপড়ে দাও তো তারাই তোমাদের ধ্বংস করবে!—হয়তো আমাদের মধ্যেই রয়েছে শত্রুরা!"

একের পর এক সবাইকে সার্জ্জী তখন জেরা করতে লাগলো—

"সিভাশেভ্ তুমি—না, বেশ! তাহলে জাকার কাটারেভ—তুমিও নও—তবে ঝারকভ্ তুমি? চুপ করে রয়েছো কেন?"

একমুহূর্ত্ত ঝারকভ চুপ করেছিল—তারপরে বললো—"এদবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না—এ সব কি ব্যাপার?"

সার্জ্জী রেগে গেল—"এসব তাহলে ছেলেখেলা মনে কর নাকি? গোল্লায় যাক তোমার ছেলেখেলা।"

হঠাৎ ঝারকভ পকেটে হাত দিয়ে ব্রাউনিং রিভলভার বের করলো। কিরিল বিদ্যুতের মত ঝারকভের হাতে ধাক্কা দিয়ে সেটা ফেলে দিল। সকলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"এবার ধরা পড়েছে।"

(৬)

সদর পার্টি সমিতিতে বসে বসে কিরিল ঝারকভের স্বীকারোক্তি পড়ছিল। কী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিল এরা, কিরিল অবাক হয়ে তাই ভাবছিল। ঝারকেভের স্বীকারোক্তি বলছে:

"নিকোলাই বুখারিণের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সূত্রে অনেক দিনের পরিচয়! এমন কি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে থেকেই আমরা পরিচিত। কিন্তু ট্রট্স্কির সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তার চেয়ে আমি বেশী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছি। আমি জানতাম যে ট্রট্স্কি, জিনোভিভ্ প্রভৃতি যাদের সঙ্গেই আজ লড়িনা কেন—একদিন আসবেই যখন স্বয়ং ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে। এবং ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হ'ক—ষ্ট্যালিনকে ধ্বংস করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে—যে আমাদের কাছে আসতো তার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই আমরা তাদের সাহায্য করতাম।"

ঝারকভের চক্রান্তের লোকেরা সোভিয়েট কৃষি জগতে উঁচু পদ দখল করে বসেছিল। এবং তারা তদানীন্তন আমেরিকায় প্রচলিত "হাল্কা লাঙ্গল" চষার নিয়ম অনুসারে চাষ করার প্রচলন করছিল। ফলে পরবছর শস্যের বদলে দেখা গেল ক্ষেতে অজস্র আগাছা! এবং—

"এই সমস্ত গ্রামকেই আমরা প্রথমে অপরাধী তালিকাভুক্ত করে নিলাম। এবং সেখানকার সমস্ত কম্যুনিষ্টদের বাধ্য করলাম শস্যাদি আমাদের কাছে বিক্রি করতে। এই ভাবেই পোল্ডোমাসোভোকে অপরাধী তালিকাভুক্ত করা হয়।"

ঝারকভের দলের লোকেরা চাষের ঘোড়াগুলোর কাণে সরষে ভরে দিত। তারপরে সে ঘোড়াগুলো লাফালাফি করলে পাগল হয়ে গেছে বলে গুলী করে তাদের মেরে ফেলতো। তারপর :—

"এইভাবে আমরা গ্রামের প্রায় সব ঘোড়া মেরে ফেলেছিলাম। আশে পাশের গ্রামের ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে আমরা মাঝে মাঝে বুভুক্ষু ও মুমূর্ষু কৃষকদের কোনও কাজের অছিলায় সেই সব গ্রামে পাঠাতাম। তারা হয় তো পথেই মরে থাকতো······

"সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রকে আমরা বিশেষভাবে উৎসাহিত করতাম তাদের উদ্বৃত্ত ফসল আমাদের হাতে দিতে। যে যত বেশী বাড়তি ফসল আমাদের দিতো আমরা তাদের তত বেশী প্রশংসা করে "রক্ত পতাকা" পুরস্কার দিতাম। যে দিত না তাদের দিতাম "কৃষ্ণ পতাকা"। এছাড়া ব্যক্তিগত বিভীষিকা আমরা বাদ দেই নাই। অনেককেই আমাদের হাতে নিহত হতে হয়েছে। আমাকে জিগ্যেস করা হয়েছিল "তুমি কি আবার ধনতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা করতে চাও?"— আমার উত্তর হচ্ছে—"হ্যাঁ! বিপ্লবের প্রথমযুগে আমরা সর্ব্বহারাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গেছি। কিন্তু বলশেভিকরা যা সৃষ্টি করলো আমাদের আদর্শের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের বেঁকে দাঁড়াতে হ'ল। আমি ধরা পড়ে গেছি, ও আমার

বক্তব্য শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই—তবে প্রার্থনা করি যে শ্রমিকরাষ্ট্রের এক কোণে যেন আমায় থাকতে দেওয়া হয়।”

তার স্বীকারোক্তির পাশেই—সাক্ষী পেট্রোভিচের মন্তব্য “সাবধান, একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে সে তার দলের অন্য কারুরও নাম উল্লেখ করেনি। সে কান্নাকাটি করে আমাদের অনুকম্পা প্রার্থনা করেছে কিন্তু আর নয়। অনেক সহ্য করা হয়েছে।”

কিরিলের কাছে এখন সহজ হয়ে গেল কেন আলাই নদীর তীরে মানুষ খুন হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক দিন আগেই ঘোড়ায় চড়বার সময় তার গলায় ফাঁস লাগাবার চেষ্টা হয়েছিল !

(৭)

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকলো। সেই প্রচণ্ড আগুনে সমস্ত পাহারাদারদের মধ্যে মাত্র দুই জন অবশিষ্ট ছিল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আগুনের একমুহূর্ত্ত আগেও সমস্ত খাদ বেশ শান্ত ছিল—আগুনের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। গভীর রাতে আগুন সুরু হয়েছিল। তখন তাদের অস্পষ্ট মনে হয়েছিল যে কে যেন আগুন নিয়ে জঙ্গলে ছুটোছুটি করছে—তবে সেটা হয় তো তাদের উদ্ভট কল্পনাও হতে পারে।

সমস্যা খুবই জটিল—কোনই সমাধান হচ্ছে না। আগুনের তথ্য আবিষ্কারের জন্য যে দল নিযুক্ত হয়েছে তাদের মত হচ্ছে যে এটা আপনা আপনি লেগেছে এবং এজন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হচ্ছে কিরিল এবং বোগ্দানভ। তাদের কথামত খাদে এত সাংঘাতিক বিপদ মাথায় নিয়ে কাজ হতো বলেই সেদিন আগুন ধরেছিল।

কিন্তু কিরিল কিছুতেই সে কথা মানতে পারছিল না। অথচ অন্য মত হবার কোন প্রমাণও তার কাছে ছিল না। সে কিছুদিন ঐ সমিতির রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখলো কিন্তু তবু কোনও ফল হ'ল না। অবশেষে হতাশ হয়ে কিরিল ভাবছিল নিজেদের পরিণতির কথা। যদি এই সমিতির রিপোর্ট গ্রাহ্য হয় তাহলে তাকে সম্পাদকের পদে ইস্তাফা দিতে হবে এবং পার্টির সভ্য পদও।

এমন সময় হঠাৎ তার মাথায় এলো যে জিন্‌কাকে তখন জঙ্গলে কেন পড়ে থাকতে দেখা গেছিল। কথাটা মনে হতেই কিরিল লাফিয়ে উঠে জিন্‌কাকে ডেকে পাঠালো।

জিন্‌কা কিরিলেরই আগের পক্ষের স্ত্রী। জিন্‌কা আসতেই কিরিল প্রথমে কঠোর ভাবে জিগ্যেস করলো যে সে আগুনের সম্বন্ধে কি জানে। তাতে কোনই ফল না পাওয়ায় কিরিল তার হৃদয়কে আঘাত দিয়ে প্রশ্ন করলো ঠিক আগের মত পাশের চেয়ারে জিঙ্কাকে বসিয়ে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কিরিল সবকথা জিগ্যেস করলো। এবার জিন্‌কা থাকতে পারলো না। সে সুরু করলো :—

"সে যে কে তার নাম জানি না—তবে সে বড় সাংঘাতিক লোক। সেই তো সমস্ত মেয়েদের মেরে ফেলতো। লোক ভয় পেয়ে বলতো যে কে স্তাডিষ্ট আছে এখানে। কিন্তু তা নয়! সে ভয় দেখানোর জন্যেই এমন করতো। এই লোকেরই কথায়ই সে একটা মশাল জ্বালিয়ে সারা রাত্তিরে তাদের পাশের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এবং কিরিলরা যখন গাড়ীতে মেয়েদের ভর্ত্তি করে পাঠিয়ে দিচ্ছিল—তখন সে পেছন থেকে তাদের গায়ে পেট্রল ঢেলে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তার দরকার হয়নি। তার পর সে আগুনের ভেতর দিয়ে পালাতে গিয়ে তার জ্ঞান হারিয়ে যায় তখন সেই লোকটা তাকে কাঁধে করে ঐখানে ফেলে রাখে। তার ডাকনাম হয়তো ক্রিপল।"

জিন্‌কার জবানবন্দীতে কিরিল আশার আলো দেখতে পেলো! পরমুহূর্তে বোগদানভের আহ্বানে পার্টি মিটিংএ যেয়ে কিরিল জিন্‌কাকে ডাকিয়ে সবকথার পুনরাবৃত্তি করিয়ে তাদের নিরস্ত করলো। কিন্তু তবু সব শেষ হল না।

গ্রামে ধরপাকড়ের সময় কিরিল যদিও ক্রিপলকেও ধরেছিল কিন্তু সে কিছুতেই নিজের দোষ স্বীকার করছিল না। সেই সময় কুভায়েভকে ক্রিপলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তার ও অন্যান্য নানা সূত্র থেকে কিছুটা সত্য আবিষ্কার করা গেল। তারই জোরে ক্রিপলকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হ'ল যে সেই কর্ণেল পোড্‌ভোলোটস্কী হয়ে কোলচাক সামরিক অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করেছিল। বোগদানভ ও তাকে পরীক্ষা করতে এসে বললো যে এ মুখ তার চেনা!

সে স্বীকার করেছিল যে গ্যালিসিয়াতে তার জন্ম এবং ইউক্রেনীয় সামরিক দলের সে একজন নেতা। কীভ-এ এই আন্দোলনের প্রধান আড্ডা এবং পোল্যাণ্ড থেকেই প্রধানতঃ এদলের সভ্য সংগ্রহ হত। এদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে এই দলের শাখা-প্রশাখা বিস্তার এবং সুযোগ বুঝে দেশের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটন। সেজন্য দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে ও উচ্চপদে এদের নিজেদের দলের লোক বসান হয়। কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালেও এদের লোক রয়েছে।

কিরিল হঠাৎ জিগ্যেস করলো—"ঝারকোভকে কেমন করে চিনলে? সে বলেছে যে তোমরা দুজনে তো একসঙ্গে দলিলপত্র দেখতে তার আফিসে!"

বোগদানভও আশ্চর্য্য হয়ে গেল—কারণ ঝারকোভ মোটেই সে কথা বলেনি। কিন্তু এ প্রশ্নের অদ্ভুত ফল হ'ল। ক্রিপল স্বীকার করলো:—

"ঠিক! আমরা দুজনে তার আফিসে বসে অনেক দলিল পত্র দেখা শোনা করতাম এবং সেগুলো বাহিরেও পাঠিয়েছি।"

কিরিল আবার বললো "আমরা তোমার সম্বন্ধে সব জানি। এই যেমন তুমিই বছর দুই আগে জেলা পার্টির সম্পাদককে খুন করেছিলে—কিংবা ভ্যাসিলি ক্রসকভ ও গ্রেনকা একই লোক—ঢের হয়েছে, তুমি যেতে পার।"

কিন্তু যাবার আগে ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে ক্রিপল আরও একজনের নাম করে গেল—সে হচ্ছে বাথ্! বাথ্ নাকি ট্রটস্কীপন্থী!

কালবিলম্ব না করে বাথ্‌কে গ্রেপ্তার করেই প্রৌঢ় লেমম্‌এর কাছে চলে এলো। তার কাছে এসে কিরিল ক্রিপলের জবানবন্দী থেকে পড়তে থাকলো—

"আমি পোড্‌ভোলোস্কী বলছি যে প্রায়ই আমি লেমের কাছে যেতাম। বোলশেভিকদের মধ্যে অনেক রকমের লোক আছে। একদল একগুঁয়ে আর চালাক। তাদের মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নাই। দ্বিতীয় দল হচ্ছে বুদ্ধিজীবী। তারা শুধু পড়াশুনাই করেছে। তাদের তত ভয় নাই: আর একদল হচ্ছে তোষামোদপ্রিয়। তাদের সহজেই হাত করা যায়।"

এমন সময় কিরিলকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখে লেম পকেট থেকে রিভলভার বের করেই নিজের বুকে দুবার গুলী ছুড়লো!

মরবার আগে সে কিরিলকে ডেকে পাঠিয়ে বললো—"ক্ষমা করো—আর তিনিও যেন আমায় ক্ষমা করেন"—

কিরিল বুঝলো—যে "তিনি" দিয়ে লেমম্ ষ্ট্যালিনকে বোঝাচ্ছে!—

সঙ্কট সময়

(১)

গোটা দেশটাতে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌তে লাগলো। ইস্পাতের ট্র্যাক্টর-মোটর-জাহাজের-রাসায়নিক কারখানা—আরও কত কি! প্রত্যেক নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশে আনন্দের লহর খেলে গেলো। প্রকৃত কারখানা থেকে যে যতই দূরে থাকনা কেন—তারা সকলেই ঐ সব কারখানাকে নিজের বলে মনে করতো। আর কাগজের পাতায় পাতায় তার ছবি, বেতারে সারা জগৎকে সেকথা জানান হচ্ছে—স্কুলে, গ্রামে—সবখানেই শুধু তার কথা। একটা কারখানা প্রতিষ্ঠার আনন্দ শেষ হতে না হতেই নতুন একটা কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। এবার সমস্ত কাগজে ঘোষণা করেছে যে কয়েকদিনের মধ্যেই সর্টভ ওগলের উপত্যকায় নতুন ইস্পাতের কারখানা বসেছে।

কয়েকদিন আগেই কিরিল তার এক বন্ধুর কাছ থেকে ইংরাজী ও ফরাসী পত্রিকা থেকে তাদের কারখানা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ হাতে পেয়েছে!

সেগুলি পড়তে কিরিলের বেশ মজা লাগছিল—সাধারণতঃ কাগজগুলো যেমন আজগুবি কথা লেখে—এতেও তার তারতম্য নেই। তারা লিখছে যে ফ্যাক্টরীর আশে-পাশে প্রায়ই পাটকিলে ভালুক বেড়িয়ে বেড়ায়। নেকড়ে বাঘ সারা কারখানাময় ঘুরে বেড়ায়—এবং কয়েকদিন আগেই নাকি একজন বৈদেশিক বৈজ্ঞানিককে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

এত সব হীন প্রচার সত্ত্বেও এটা বেশ বোঝা যায় যে তারা কিরিলদের কাজকে হিংসে করছে। অনিচ্ছা সহকারে কাগজগুলো বলশেভিকদের প্রশংসা

করে। কিরিল ও বোগদানভ নাকি অন্য দেশে জন্মালে লোকের মত লোক হতে পারতো—রাশিয়াতে গরীবদের সাথে থাকতে যেয়ে তারা প্রতিভার পরিচয় দিতে পারছে না!

এ সব প'ড়ে কিরিলের উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বেড়ে উঠে। কিন্তু বোগদানভ কখনও কানা কাজ করতে রাজী নয়। সে মেপে মেপে পা বাড়ায়। আজই কিরিল আর একটি নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগ দেবে। শেরকী বুয়েরাকে বুড়ো নিকিটা গুরিয়ানভের সাথে সে দেখা করতে চলেছে। নিকিটা এখন ক্রস্‌কি সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের সপ্তম দলাধিপতি। সে কয়েক দিন আগেই মস্কোর সামগ্রিক কৃষকদের সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসেছে। সেখানে উৎসাহভরে নিকিটা ষ্ট্যালিনকে জানিয়ে দিয়েছে যে প্রত্যেক বিঘায় সে তিরিশ মণ করে ফসল তুলবে। ষ্ট্যালিনও তার কথায় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল এবং ঝাঁকে ঝাঁকে সংবাদ পত্রসেবীরা তাকে ঘিরে বিরক্ত করছিল। কিন্তু নিকিটা সবাইকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। গ্রামে এসে সে সবাইকেই উৎসাহ দিয়েছিল যে কেন তিরিশ মণ পাওয়া যাবে না—ভালভাবে জমীতে খাটলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে! কিরিলেরাও প্রথমে নিকিটার কথায় সন্দেহ ছিল। কারণ তখন পর্য্যন্ত সবচেয়ে বেশী মাত্র ২৩ মণ করে ফসল পাওয়া গেছে বিঘায়! তবু সে নিকিটাকে নিরুৎসাহ করলো না। তাই তাকে উৎসাহ দিতে ও সমস্ত দেশটা এখন কেমন হয়েছে দেখবার জন্য কিরিল নিকিটার কাছে আসছিল।

কিন্তু সেদিন তার মন ভাল ছিল না। ষ্টেস্কার সাথে চারবছরের সম্বন্ধ! এর ভেতরে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নাম না লেখালেও একই বাড়ীতে পরম সুখে থেকে এসেছে। তাদের ছোট ছেলেটি আধো আধো কথা বলতে শিখেছে। ভোরে কিরিল বেড়িয়ে যেতে লাগলেই সে চেঁচিয়ে ওঠে—

"শোও বলছি আল্‌সে কোথাকার।"

আনুস্কা'ও বার বছরের মেয়ে হয়েছে ! সে সমানে বড়দের সঙ্গে হাসিঠাট্টা ও নতুন শেখা—পুরাণো রসিকতা করে ! কিরিলের সঙ্গে মত না মিললেই সে বলে "তোমার দেখছি পেটী বুর্জ্জোয়া ভাব হয়েছে।"

কিরিল হয়তো হাসতে হাসতে বলেছে "পেটী বুর্জ্জোয়া আবার কি রকম পাখী ?"

সে-ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—

"লেনিনের লেখা পড়—তাহলেই বুঝবে। তুমি তো সদর পার্টি কমিটির সম্পাদক, তোমার তো জানা উচিত মার্ক্স, লেনিন, ষ্ট্যালিনের সব লেখা !"

আর ষ্টেস্কা ! সে তো কিরিলকে পেয়ে ভীষণ গর্ব্বিতা ! তাকে বাইরে কাজ করতে যেতে হয় না ! সে যাবেই বা কেন ? কিরিল তো তাকে খাওয়াতে পারে ; সে শুধু ছেলে মেয়েদের লালন পালন করবে ! তাদের দুটি ছেলে হয়েছে কিন্তু আর একটি মেয়ে হলে যেন ভাল হয়। অনেক সময় তার পাশে শুয়ে কিরিল একথা বলেছে ! ষ্টেস্কা শুধু চুপ করে হেসেছে সে কথা শুনে। রোজ তাই বেড়িয়ে যাবার সময় কিরিল লক্ষ্য করে ষ্টেস্কার শরীরের কোনও পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা !

কিন্তু আজ তার সংগে কিরিলের প্রথম ঝগড়া হয়েছে। প্রথম ঝগড়া বলেই তা এত বেদনাদায়ক। অথচ তার মূলে কিছুই না ! অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার ! বেরোবার সময় ষ্টেস্কাও বায়না ধরে তার সংগে যেতে। কিরিল আপত্তি করে যে তাহলে ছেলেমেয়েদের কে দেখবে !

গাড়ীতে বসেই কিরিলের মন তাই খুব ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো ! সে ঠিক করলো যে যেয়েই গাড়ী ফেরৎ দিয়ে ষ্টেস্কাকে নিয়ে যাবে ! আর সারা গাড়ী সে তুলনা করতে লাগলো অন্যদের বিবাহিত জীবনের কথা !

কিছুদিন আগেই একটী দম্পতী তার কাছে উপদেশ চেয়েছিল। স্বামীটী চুল ছাঁটাই করে আর পাচ বছর ধরে স্ত্রী ইঞ্জীনিয়ারিং প'ড়ে এখন কাজ করছে। কিন্তু স্বামী এত সন্দিগ্ধ যে সে আঠার মত স্ত্রীর পেছনে

লেগে থাকে। এতদুর ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী যে স্ত্রীকে পরীক্ষা করবার জন্য নানারকমের লোককে দিয়ে নানারকম কুৎসিৎ প্রস্তাব তার কাছে ক'রে পাঠাতো। বাধ্য হয়ে তাদের বিবাহ ভাঙতে হবে! এই রকমই কত কি! তবে এদের মধ্যে নাটাশা পারোনিনা ও প্যাভেল ইয়াকুনিনের কথা তার মনে পড়লো। ওরা দুজনে বেশ সুখী ছিল নিশ্চয়ই। সেবারকার অগ্নিকাণ্ডে নাটাশার মৃত্যু হয়। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল যে হয়তো প্যাভেলের খুব আঘাত লাগেনি। কিন্তু একদিন প্যাভেলের সঙ্গে হোটেলে থেকে তার সে ভুল ভেঙ্গেছে! সেখানে ভোরের বেলা পাশের ঘর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে কিরিল দেখে যে প্যাভেল বালিশে মাথা গুঁজে ফোঁপাচ্ছে!

*   *   *   *

কিরিল বেরিয়ে যাবার পর ষ্টেস্কারও মন খারাপ হয়ে গেল। তাব অনুশোচনা হ'ল কিরিলকে আঘাত দিয়ে—তাই মনস্থির করে একটা টেলিগ্রাম লিখে পাঠালো :—

"কিরিল আমায় ক্ষমা করো। শীগগীর ফিরে এসো! আমরা বসে আছি।"

এবার তার মন হাল্কা হয়ে গেল! দেখতে দেখতে ষ্টেস্কা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ডুবে গেল। বাড়ীর ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে দিল। সে ফিরে এলে দরজা দিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত হিসেব মেলালোনা পাছে সে মনে দুঃখ পায়। সারাদিন ধ'রে বসে বসে সে কিরিলের জন্য খাবার তৈরী করবে ঠিক করলো।

তারপরে আস্তে আস্তে কিরিলের ঘরে এসে ঘর পরিষ্কার করতে সুরু করলো। সেখানে একগাদা কিরিলের সিগারেটের টুকরো। কিরিল নতুন সিগারেট খেতে শিখেছে—তাই সে প্রায় দৈনিক একশো সিগারেট

শেষ করে। আর সারা ঘরময় পড়ে থাকে তার ছাই! কিরিল যে কত বই পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ষ্টেস্কা অনেক চেষ্টা করেও তার একবর্ণ বুঝতে পারে না। কিছুদিন আগেই কিরিল পড়েছিল "ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের সিণ্ডিকেট ও ট্রাষ্ট"—কিন্তু ষ্টেস্কা তার এক লাইনেরও মানে বোঝেনি। তাই ষ্টেস্কা প্রায় গল্প উপন্যাসই পড়তো! সময় সময় কিরিলকে পড়তে দেখলে যদি জিগ্যেস করতো—তাহলে কিরিল বলতো:

"রাত এগারটার পর হচ্ছে আমার সময়। তাথেকে দয়াকরে আর সময় চুরি করোনা! খাবার সময় যত পার জিগ্যেস করো। চিরদিনই কি নিজের বিদ্যের পার পায়?"

বাড়ীর সমস্ত কাজ শেষ করে ষ্টেস্কা কিরিলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। রোজ সন্ধ্যে ৬টার সময় থেকে ষ্টেস্কার মনে অদ্ভুত অবসাদ আসে! সমস্ত দিন কিরিলের অদর্শনের ফলে সন্ধ্যায় সে অধৈর্য্য হয়ে যায়! কিন্তু কিরিলকে এসব কথা বলতেও তার সাহস হয় না! তাই কিরিলকে সেদিন আসতে না দেখে ষ্টেস্কা এলিয়ে পড়লো!

অথচ কিরিলের দোষ নেই! তাকে সেদিন শেরকী বুয়েরাকের লোকেরা কিছুতেই ছাড়ছিলোনা!

সেদিন তো যাওয়া হ'লইনা—পরপর কয়েকদিন তারা কিরিলকে ওখানে আটকে রাখলো! এরমধ্যে কিরিলের মনে হয়েছে যে ফিরে যাওয়া দরকার কিন্তু ঘটনাচক্রে তার পক্ষে পুরো পাঁচ দিনের আগে ফেরা সম্ভব হ'লনা!

(৩)

ঝাঁকে ঝাঁকে অদ্ভুত পাখী আকাশে দেখে সর্টভ ওগলের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। রাস্তায় ঘাটে পার্কে সবখানে লোকেরা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কী ভীষণ আওয়াজ!

সবাই চুপ। এমন সময় দিগন্তের শেষে ছোট ছোট মৌমাছির মত এক ঝাঁক কালো দাগ—ক্রমে তারা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হচ্ছে। কিছুদূর এলে দেখা গেল সেগুলো প্যারাসুট! ছাতার মত খুলে যেয়ে তা নিয়ে লোকেরা লাফিয়ে নামছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে শত শত বোমারু এরোপ্লেন। ছোঁ মারার মত তারা একের পর এক ফ্যাক্টরীর মাথা ছুঁয়েই উপরে উঠে যাচ্ছে! ক্রমে সব তাদের গা সওয়া হয়ে গেল—আবার সহজ জীবন ফিরে এল সেখানে।

কিন্তু দূরে আকাশের গায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা রক্তবিন্দু! নিঃশব্দে আকাশের বুকে সেটা তুলছে যেন পদ্মীর পাপড়ি। খেলাচ্ছলে গোটা আকাশ চক্রাকারে ঘোরাই যেন এর কাজ। একি, হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে যেন কী হল। ঠিক কাটা পাখীর মত ঝট-পট ক'রতে ক'রতে সেটা লুটোপাটী খেতে খেতে নীচে নামছে। কখনো সূর্যের আলোয় এর ডানা—কখনো পুচ্ছ চক্‌চক্‌ করে উঠছে! নক্ষত্রপাতের মত তীরবেগে সেটা নামছে পৃথিবীর দিকে! তার গতিরোধ করে কার সাধ্য! নীচের সবাই সন্ত্রস্ত—সবাই বুঝলো যে এবার এর ধ্বংস অবধারিত! সকলেরই মুখথেকে অজ্ঞাতসারে তীব্র ক্ষোভের আওয়াজ বেরিয়ে এল! এই বুঝি ওটা তাদের মাথায় এসে পড়ে! কিন্তু না! শেষমুহূর্ত্তে এরোপ্লেনটা টাল সামলে গেল—একেবারে মাটী ছুঁয়েই আবার সটান সোজা ওপরে উঠে এরোপ্লেনটী পাহাড়ের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল—। দর্শকবৃন্দ তখন নিজেদের অযথা আশঙ্কার জন্য লজ্জিত হয়ে যে যার কাজে চলে গেল!

ঠিক ঘণ্টা দুই আগে নিকিটা গুরিয়ানোভ শহরে এসেছে। রেলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এসেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গদী আঁটা বেঞ্চিতে বসে সামনে লেখার সরঞ্জাম দেখে সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। বোধহয় অভ্যস্ত নয় বলে আবার তার মনে পুরাণো খুঁৎখুঁতে ভাব ফিরে এল। সে যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। গাড়ীতে বসে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে নিকিটা তাই

তর্ক করছিল যে—তাদের দেশে আবার এত যন্ত্রপাতির কি দরকার। যন্ত্রের তো মনের কোনও বালাই নেই—অথচ নিজের হাতে কাজ করার তাদের কত আরাম ছিল। কিন্তু অন্য কারুর কাছেই সে তেমন উৎসাহ পেলনা! গাড়ী থেকে নেমে কিরিলদের কারখানার দিকে যেতেই নিজের অজ্ঞাতসারে নিকিটা একবার জুতো জোড়া মুছে নিল—এত সুন্দর ঝকঝকে কালো পীচের রাস্তা! রাস্তার ওপরে যেন মুখ দেখা যায়! আবার সেই পুরানো নিকিটা চাইছিল গোটা রাস্তায় থুথু ফেলতে—কিন্তু ঐ রাস্তায় থুথু ফেলা যে কোনও লোকের পক্ষেই অসম্ভব।

(৪)

কিরিলদেব কারখানা খোলাব উৎসবের অনুষ্ঠান ব্যবস্থা সব ছক ক'রে করা হয়েছে। কাঁটায় কাঁটায় বারটার সময় শোভাযাত্রা ও সভা হবে ইস্পাতের কারখানায়! প্রথম বক্তা হবেন মিখাইল আইভ্যানোভিচ কালিনিন। তাঁর জন্যে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ গাড়ীতে করে সেদিনই সকালে মিখাইল এসে অপ্রত্যাশিত ভাবে সেখানে পৌছেচেন। কেউ তাকে দেখবার আশা করেনি কিন্তু সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে তাদের মধ্যে পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। একটার সময় তার বক্তৃতা শেষ হলে কারখানার বাঁশী বেজে উঠবে। সেই সঙ্গে সমস্ত সর্ব্বহারা সন্তানদের মাথার ওপরে উঠে এরোপ্লেন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করবে।

ফেনিয়ার ওপরে এর সব বন্দোবস্তের ভাব পড়েছিল। ফেনিয়ার মত ছিল শুধু শুধু সভা না করে আরও নানা উৎসব আয়োজনের বন্দোবস্ত করা। তাই এরোপ্লেনের খেলা দেখানো। এরোপ্লেনের খেলা হয়ে গেলে কিরিল কিংবা বোগদানভকে বক্তৃতা করতে হবে। কিন্তু বোগদানভ অস্বীকার করায় কিরিলের ঘাড়েই সে দায়িত্ব পড়লো! তারপর কৃষকদের

পক্ষথেকে আকার কাটায়েভ এবং শ্রমিকদের পক্ষথেকে ইগর কুভায়েভ বলবে। এদের হয়ে গেলে আবার এরোপ্লেন উড়বে। কিন্তু এবার মাত্র প্যাভেলের ও অন্য কয়টী এরোপ্লেনের খেলা হবে।

শোভাযাত্রা ঠিক দশটায় চলতে সুরু করলো এবং তরুণ-তরুণী, কৃষক, শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা সাড়ে এগারটার সময় কারখানায় ঢুকলো। তাদের দেখে ফেনিয়া আশ্বস্ত হলো—। আর সব কাঁটায় কাঁটায় ঠিক করা রয়েছে। সে তাই কিরিলকে বক্তৃতা ঠিক করে নিতে বললো! কিন্তু কি করে যে কি হ'ল বলা যায় না—বেলা বারটার সময় সব ওলট পালট হয়ে গেল। কালিনিন নিজেই পনর মিনিট দেরী করে এলেন—এবং তারপরে তাকে দেখে সর্ব্বহারা শ্রমিক সাধারণের হর্ষধ্বনি হ'ল পাচমিনিটের বায়গায় আরও অনেক ক্ষণ বেশী। মিখাইল আইভ্যানোভিচের জয় ধ্বনিতে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। তাদের যে অন্য কোনও কাজ আছে তা ভুলে যেয়ে কালিনিনকে নিয়েই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন বক্তৃতা করতে—কিন্তু তাদের সে উন্মাদনার ভেতর কথা বলা অসম্ভব।

কিন্তু তার ব্যবস্থার অদল-বদল হওয়ায় ফেনিয়ার মুক শুকিয়ে গেল। এখন আর ব্যবস্থা রদ করবার কোনও উপায় ছিল না!—তাই কালিনিনের বক্তৃতার ঠিক মাঝখানে—যখন সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, তখন হঠাৎ একসঙ্গে সব বাঁশী বেজে উঠ্‌লো! ফেনিয়ার মাথা ঘুরে গেল। সে কোনও মতে কিরিলকে ধরে আত্ম সম্বরণ করলো! দেখতে দেখতে ঠিক আগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন আকাশে উড়তে লাগলো। আবার সব ভেস্তে গেল। জনতার উল্লাসধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভ'রে গেল।

সভামঞ্চ থেকে কালিনিন এইসব কাণ্ড দেখে বিরক্ত হয়ে কিরিলকে জিগ্যেস করলেন যে কার বুদ্ধিতে এসব হয়েছে। কিরিল ফেনিয়াকে দেখিয়ে বললো—"এই যে অপরাধী।"

"এর ওপরে এত বড় কাযের ভার দিয়েছো!" বিরক্তি সহকারে কালিনিন বললেন। কিন্তু বলেই বোধহয় তার মনে হয়েছে—যে না এসব সামান্য ভুল চুক তো হবেই—তাই তিনি আর কিছু না বলে চুপ করে গেলেন! ফেনিয়ার তখন কি অবস্থা! সে কাতর দৃষ্টিতে কালিনিনের কাছে ক্ষমা চাইল! অবশেষে ফেনিয়াকে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন "তুমিই বুঝি এসব করেছো!" হঠাৎ কেন জানি কালিনিনের কাছে এসে ফেনিয়ার সাহস বেড়ে গেল। সে বললো "কিন্তু এসব আপনারই দোষে হয়েছে মিখাইল আইভ্যানোভিচ, আপনিই ১৫ মিনিট দেরী করে এসেছেন—তার ফলতো ভোগ করবেন।"

"হাঁ তোমরা সব দোষ এই সব বুড়োদের ঘাড়েই চাপাও—তা জানি। যাও ঘাবড়িওনা—এর চেয়ে যে আরও খারাপ কিছু হয় নি তাই ঢের! সমস্ত জগৎ তোমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তোমাদের জন্যই এ সমস্ত, এসব তোমাদেরই! বলতে বলতে ভাবাবেগে কালিনিনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো! তখন সব থেমে গেছে। আবার কালিনিন তার বক্তৃতা সুরু করলেন। তারপরে কিরিলের পালা—। আবার দেখতে দেখতে ফেনিয়ার ব্যবস্থা মত তিনটা বাজতে না বাজতেই এরোপ্লেনে ক'রে প্যাভেল ইয়াকুনিনের সার্কাস দেখানো!—হাজারে হাজারে লোক সেদিন ষ্ট্যালিনস্ক সহরে নতুন ট্র্যাক্টর কারখানার উদ্বোধন দেখলো—সর্ব্বহারাদের নূতন সম্পদ বৃদ্ধিতে সবাই গর্ব্বিত।

(৫)

ধীরে ধীরে কিরিলের পারিবারিক জীবনে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠ্ছে। সৃষ্টির উন্মাদনায় কিরিল পাগল হযে গেছে। নতুন কারখানা উদ্বোধনের সময় শ্রমিকদের কাছে অভ্যর্থনা পেয়ে কিরিল চঞ্চল হয়ে পড়েছে। তার চোখে ভাসছে বিরাট শ্রমিকরাজত্বের ভবিষ্যৎ—যেখানে লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার হাতে বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরী খাটছে।

ভালকরে পোষাক পরা না হতেই কিরিল ঘরের ভেতর পাইচারী করতে করতে নিকিটাকে লক্ষ্য ক'রে বললো—"ছাখো—কী চমৎকার ইস্পাত বেরিয়েছে আমাদেব কারখানা থেকে। সাম্রাজ্ঞী কাথেরিনের সময় থেকেই এখানে ইস্পাতের কারখানা খোলবার মতলব হয়েছিল। সেজন্যে স্তূপাকার ফাইল ও নক্সা জমে রয়েছে—। কিন্তু কাজে কিছুই হয়নি। আব আজ যেখানে পাশাপাশি দুটী কারখানায় ইস্পাত বানানো হচ্ছে।

ঘরের এক কোণে বসে ষ্টেস্কা তার উচ্ছাসভরা কথা শুনছিল। কিরিলবা তাকে বাদ দিয়েই কারখানার উদ্বোধনে গিয়েছিল। তাই ষ্টেসা মনক্ষুণ্ণ: সে ভেবেছিল যে কিরিল হয়তো তাকে একটু সান্ত্বনা দেবে। অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে তাই সে বললে—

"কিন্তু কাল কি তোমাব খাওয়া জুটেছিল? সাবাদিন খেটে খেটে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম—তাই তোমাব জন্য দেবী না করেই আমি ঘুমিয়েছিলাম। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছো যে আমার পোষাকও বদলান হয় নি।"

এখনো ষ্টেকা আশা করছিল যে কিরিল তার অভিমানেব কারণ বুঝবে। কিরিলের মন কী এতই কঠিন হয়ে গেছে?

কিন্তু বৃথা। কিরিলের মাথায় তখন ঘুরছে সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তা। অনেক কষ্টে তার মনে পড়লো গত দিনের কথা!—সে বাড়ী ফিরেই দেখে বিছানার কোণায় ষ্টেকা ঘুমুচ্ছে আর তার খাবার তৈরী। খাবার ইচ্ছে

ছল না বলেই কিরিল না খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ষ্টেস্কার এত পরিশ্রমের তৈরী খাবারের জন্য সামান্য ধন্যবাদ ও না দিয়ে কিরিল সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন করলে।—

"তোমায় এত বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন?" ষ্টেস্কা মিথ্যা কথা বললো—"এখনো মুখ হাত ধুইনি।" কিন্তু তার বুকে উথলে উঠছে—কিরিল তুমি কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছো না আমার মনে কি দুঃখ, আমাকে তুমি কেন সঙ্গে নিলে না? তাতে কি তুমি লজ্জাপেতে?

কিন্তু কিরিল তখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে। সে বলে চলেছে কালকের ঘটনার কথা। কেমন আগ্রহভরে সব শ্রমিকরা তাদের অভ্যর্থনা করলো—এবং তারাই বা কি করে তাদের উত্তর দিল। ষ্টেস্কার সমস্ত অভিমান পণ্ড হ'ল!

(৬)

ক্রমশঃই কিরিলের মনে হচ্ছিল যে সে ষ্টেস্কা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কেন—তা সে নিজেই জানে না। সে ততই ষ্টেস্কাকে ভালবাসতে চায় জোর করে এবং নিজের মনের সঙ্গে করে সংগ্রাম। ওপরে ওপরে তাদের সম্পর্কের কিছুই পরিবর্তন হয় নি। ঠিক আগের মতই ষ্টেস্কা রোজ সকালে এগিয়ে এসে তাকে বিদায় দেয়; রোজই কিরিল ফিরে এসে দেখে যে পড়বার ঘর তকতকে ঝকঝকে করা হয়েছে। বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগও যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—তাতে প্রাণের স্পর্শ নেই! এই ভাল না লাগার কথা মনে হতেই সে ষ্টেস্কার বিছানা থেকে উঠে নিজের বিছানায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিতো—জিজ্ঞেস করলে বলতো—"কারখানায় একটা গোলযোগ ঘটেছে!" কখনো ষ্টেস্কাকে সে মনের সংঘাতের কথা বুঝিয়ে বলে নি! সে যদি জিদ্ ক'রে জিজ্ঞেস করতো তাহলে কিরিল খেঁকরে উঠতো—"এসবে তোমার দরকার নেই—খালি যত বাজে খোঁজ

করার অভ্যেস্।" দেখতে দেখতে দু'জনের মধ্যে তখন ঝগড়া লেগে যেত! ষ্টেস্কা হয়তো যা মুখে আসতো তাই বলে গালাগালি দিতো—সে স্বার্থপর বহু স্ত্রী সম্ভোগী—এমনকী অকম্যুনিষ্ট!—কিরিল উত্তর করতো—

"আমি কম্যুনিষ্ট কি না তা বিচারের ভার তো তোমায় কেউ দেয় নি—কিন্তু এটা ঠিক যে তোমার মত পেটী বুর্জোয়া বোকামী দিয়ে আমি কম্যুনিজ্‌মকে ঢেকে রাখি না—"

বলেই তার মনে হয়েছে যে ষ্টেস্কার সঙ্গে এভাবে ঝগড়া করা অন্যায়। কিন্তু তবু রাগের মাথায় সে থামতে পারতো না! সত্যিতো ষ্টেস্কা খারাপ নয়!

সেদিন সকালে কিরিল ষ্টেস্কাকে বললো—যে কোনও কাজ না করে' শুধু শুধু বসে থাকা কি ঠিক? ছোট ছেলেটাও তো ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে। উত্তরে—ষ্টেস্কা বলেছিল—"কিন্তু তুমিই একদিন বলেছিলে তোমার কাজ করার কি দরকার? আমি কি এতই অকর্ম্মণ্য যে তোমায় দুমুঠো খাওয়াতে পারবো না? মনে পরে সে কথা? আমি সব বুঝতে পেরেছি—এখন কোনও রকমে আমায় তাড়াতে পাড়লেই তুমি বাঁচ—আমি কখনো কিছু করবো না।

উত্তরে কুৎসিৎ ভাষায় কিরিল তাকে গালাগালি করে কাজে বেড়িয়ে গেল। কিন্তু সব সময় তার মনে তোলাপাড়া করতে লাগলো দাম্পত্য জীবনের সংঘর্ষের কথা। কিরিল বুঝতে পারে না কোথায় গলদ! অথচ ষ্টেস্কা সুন্দরী—তবু যেন আজ কিরিলের কাছে সে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ নেই—! ষ্টেস্কার প্রত্যেকটা কাজেই কোন না কোনও খুঁৎ ধরা পরে। প্রথম প্রথম কাজ থেকে ফিরে ষ্টেস্কাকে সাধারণ পোষাক পড়ে থাকতে দেখলেই কিরিলের ভাল লাগতো—কিন্তু এখন তাতে তার গা রি রি করে ওঠে—"কী নোংরা অভ্যেস!"

কিরিলের মনে হ'ল যে এর একমাত্র কারণ হতে পারে দুজনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকে। দূরে দূরে থাকলে বোধ হয় এতটা খারাপ লাগবে না!

* * *

সেদিন আটাকা নদীর ধার ঘেঁসে কিরিল, বোগ্দানভ, ফেনিয়া তিনজনে ঘোড়ায় চ'ড়ে নতুন স্থাপিত দুটী লোহার খনি পরিদর্শন করতে যাচ্ছিল। যায়গায় যায়গায় তাদের নদী পার হতে হচ্ছিল। দুএক স্থানে নদীতে সামান্য বেশী জল থাকায় ঘোড়ার ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে থাকতে হচ্ছিল আর ঘোড়া বেচারা কোনও রকমে সাঁতরে যাচ্ছিল। সে দৃশ্যে ফেনিয়ার কি হাসি!

কিরিল সকলের পেছনে যাচ্ছিল—। কিছুদূর এগিয়ে তার নজরে পড়লো—রাস্তার ধারে একটী খাতা—। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে কিরিল পড়তে সুরু করে দিল। একখানে রয়েছে—

"বাবা তাকে উলা বলে ডাকে! আমার ভাল লাগে বলে—আমি করেছি উলাই! কিন্তু সাহস করে তাকে কিছু বলতে পারিনি। তাকে দেখে আমার মোপাসাঁর একটী চরিত্রের কথা মনে হয়েছে। তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনলে অবশ্য তা মনে হবে না।

"আশ্চর্য্য—কিন্তু সত্যি আমার ভাবতে লজ্জা করে যে তাকে ভালবাসি! ভয় হয় পাছে সে এখন যতটুকু শ্রদ্ধা করে কিংবা বন্ধু ভাবে মেলামেশা করে—তাও হারিয়ে ফেলি—। কারণ তার চেয়ে আমি ৩২ বছরের বড়। না—আমি কিছুতেই হাস্যাস্পদ্ হতে চাই না—উপরন্তু কারখানার সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে এভাবে এগোতেও লজ্জা হয়।······

এতক্ষণে কিরিল বুঝতে পারলো যে খাতাটা বোগ্দানভের। সেখানা পকেটে পুরে সে আবার যাত্রা সুরু করলো। কিছুদূর এগিয়ে কিরিল পথ হারিয়ে ফেললো। সেখানে পথ পরিদর্শক ছাড়া কেউই একা যেতে পারে

না। তার ওপর নদী পার হতে যাবার সময় ঘোড়া পিছলে প'ড়ে কিরিলকে ফেলে দেয়। তখন নীচু হয়ে জুতো থেকে জল বার করতে যেতেই কিরিল চমকে গেল। একী দেখছে সে ?

নদীর পাশে ছোট্ট একটুখানি ঝোপের ভেতর সম্পূর্ণ নগ্নদেহে ফেনিয়া ইতস্ততঃ চলাফেরা করছে। প্রথমে কিরিল ভেবেছিল যে ফিরে যাবে—কিন্তু কি ঝঞ্ঝাট—প্রথমেই বোগ্দানভের ডায়েরী তার পরেই নগ্নদেহে ফেনিয়া—কে জানে কিরিলের দিন আজ কেমনভাবে কাটবে! তবু নিজের অজ্ঞাতেই ফেনিয়ার দেহ সৌষ্ঠবের কিরিল মনে মনে প্রসংসা করলো! ভেতরে মৃদু আলোয় ফেনিয়ার সমস্ত শরীর দিয়ে গোলাপী আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে! অবিকল সংস্কৃতের মতো—

—"মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা.... "

নিম্ননাভি..

স্তোক নম্র স্তন!.. ..

ফেনিয়ার নগ্নসৌন্দর্যে কিরিল এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের রেশ পেল। এতদিন তাকে সে জানতো শুধুমাত্র চমৎকার তরুণ কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী হিসাবে। কিন্তু আজ সে অন্যভাবে ধরাপড়লো। সে ভাবছিল যে কিছু হয়নি এমনিভাবে সামনে দিয়ে চলে যাবে কি না। ঠিক তখনি ফেনিয়া ডাকলো—

"কিরিল—আর একটু দেরী—আমি কাপড় পরেই যাচ্ছি।—সেও একটু রসিকতা না করে পারলো না—"শীগ্গির করো—তা নইলে আমিও বেশ ভাল করে দেখে সবাইকে বলে দেবো তোমার এই কীর্ত্তির কথা" !—

"তাহলে তারা কিন্তু সবাই হিংসেয় মরে যাবে !"—

পেছন থেকে তখনই বোগ্দানভ এগিয়ে এলো! কিরিল তার খাতা তাকে দিয়ে বললো শুধু সামনের পৃষ্ঠাই পড়েছি! কিন্তু আপনার প্রেয়সীটা কে ?—

কিছু পরে আবার তারা চলতে সুরু করলো—। ফেনিয়া তাদের মাঝখানে। কিরিল এবার যতই ফেনিয়ার দিকে তাকাচ্ছে ততই তার দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসায় মন ভরে উঠ্‌ছে।

(৭)

নূতন আবিষ্কৃত লোহার খনিগুলো বিশাল জঙ্গলে পরিবৃত পাহাড়ের মধ্যে—ইস্পাতের কারখানা থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে যাতায়াতের তেমন কোনও উপায় নেই। অনেক আগে যখন ঐখানে ইস্পাতের কারখানা বানান হয় তখন কোন বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করেছিল যে ঐ অঞ্চলে কখনো লোহা পাওয়া যাবে না। তাতে বোগ্‌দানভ আপত্তি করেছিল। এই নতুন খনি দুটো আবিষ্কারের পেছনে একটু মজার কথা আছে।

একদিন বোগ্‌দানভ তার আফিসে বসে কাজ করছিল এমন সময় একটী শোরীয় জাতীয় যুবক তার কাছে যেয়ে কতগুলো লোহার পিণ্ড সামনে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল—"কর্ত্তা—আপনার জন্যে কতগুলো লোহার টুকরো এনেছি। এর বদলে আমায় গাছে ওঠবার জন্যে ছোট ছোট লোহার আংঠা করে দিতে হবে। কাঠবিড়ালী ধরবার জন্যে আমাদের ওগুলো দরকার হয়।" তখন থেকেই বোগদানভের ইচ্ছে ছিল সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে লোহা তোলা!

ফেনিয়া ছাড়া সেখানে যাবার রাস্তা কিরিল কিংবা বোগদানভের কারুরই জানা নেই। কাজেই ফেনিয়া তাদের পরিচালিত করে নিয়ে চলেছে। যেতে যেতে পথের দুধারে লৌহপিণ্ড পড়ে থাকতে দেখে তারা আশ্চার্য্য হয়ে গেলো—। ক্রমে আর থাকতে না পেরে বোগ্‌দানভ বলে উঠ্‌লো—"এখানেও আমাদের একটা কারখানা খুলতে হবে। শুধু ট্র্যাক্টরের

কারখানায় এত লোহা কাজে লাগান অসম্ভব। এখানে একটা মালগাড়ী চালানোর কারখানা খুলতে হবে। তখন সেই মালগাড়ীতে ক'রে পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা, যত ট্র্যাক্টর খুসী পাঠান যাবে।

চলতে চলতে তৃতীয় দিনে তারা গন্তব্যস্থানে এসে পৌছোলো! সেখানে তারা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাবার মতলব করলো।

(৮)

কুয়াসা আচ্ছন্ন পার্ব্বত্য সন্ধ্যায় তারা তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে একটা সুন্দর মাঠের মধ্যে বসে আগুন পোহাতে লাগলো। সেই আগুনের পাশে তারা সুরু করলো গান করতে! যোগদানভও বাদ গেল না।

সেখানে ফেনিয়ার অনুরোধে কিরিল প্যারিসের গল্প বলতে লাগলো।

"প্যারিসে কপালগুনে আমার পুরানো বন্ধু আরনল্ডোভএর সঙ্গে দেখা! তাতে আমার খুব সুবিধে হয়। সে ঠিক ফরাসীদের মতই ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে আর আমাকে দেশ দেখাবার ভারও রইলো তার ওপর।

প্যারিসের কথা ঠিক সেখানে না গেলে বোঝান যায় না! ধর একদিন আমি রাস্তায় আসতে আসতে দেখি একদল ছাত্র চীৎকার করে বই ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে। পিছনে একজন পুলিস মোটর সাইকেল নিয়ে আসছে। হঠাৎ মনে হবে যেন কোনও শোভাযাত্রা! দূরে এক দম্পতী বেড়াতে যাচ্ছিল। ছেলের দল তাদের মধ্যে মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে চুমু খেতে খেতে চললো! পথের পাশের একজনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললো—"ওরা সেদিন পরীক্ষায় পাশ করেছে—তাই এ উচ্ছাস।"

ফেনিয়ার কৌতুহল ক্রমেই বাড়ছিল। সে ভাল করে বললো!

কিরিল বলছে—"তাদের মোটেই লজ্জা নেই, ফেনিয়া, ভাবতে পারো যে তারা সদর রাস্তার ওপরেই একে' অন্যকে চুমু খায়? সিগারেট-খাবার মতই চুমু খাওয়াতে কারো কোনো দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায় না!

"সেকি? তাতে কেউ কিছু বলে না?—ফেনিয়া উত্তর দিলো—"আচ্ছা প্যারিস সহরটা কেমন?

"সে কথা বলা কঠিন। প্রত্যেক রাস্তাই কাফে ও রেস্তোরাঁতে বোঝাই। সেগুলো ছাড়া যেন চলা অসম্ভব! সাংবাদিক, কবি, লেখব—এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হোটেল। পকেট কাটা ও সোডোমাইটদেরও কাফে আছে!

কিরিল প্রথমে ভেবেছিল যে সোডোমাইটদের হোটেলের কথা বললে হয়তো ফেনিয়া বিব্রত বোধ করতে পারে—তাই সে কথাটি চেপে যাওয়াই স্থির করে। কিন্তু হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে যায়। এবং ফেনিয়ার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কিরিলকে সব বলতে হল :—

"বন্ধু আরণল্ডোভের সঙ্গে প্যারিসের বিলাস অঞ্চল সাঁজেলিজ অজ্ঞাত সৈন্তদের কবর দেখে আমরা ঐ সমাজের দরিদ্রদের অঞ্চল দেখতে চাই। বন্ধু আমাকে বস্তীর মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে চললো—। সেখানে পাতি চোরের হোটেল—কোকেন খোরের আড্ডা—বড় পকেটমারদের রেস্তোরাঁ! তারপরে সে একটু ফাঁকা যায়গায় আমায় টেনে নিয়ে গেল। সুন্দর চেহারার বয়স্ক লোকেরা সব বসে রয়েছে—কিন্তু শুধু পুরুষ! সেখানে কফি খেতে খেতে বয়স্কেরা তরুণদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে! থেকে থেকে তাদের কেউ একজন তরুণকে কফি খাইয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে চললো!—

"বন্ধু আমায় বুঝিয়ে দিল যে এটা সোডোমাইটদের আড্ডা।—কিন্তু আমার বিশ্বাস না হওয়ার প্রশ্ন করলাম—অসম্ভব! অসম্ভব—এরিভাবে প্রকাশ্যে ওসব কাজ চলতে পারে না! কিন্তু আরনোল্ডোভ—পিঠ চাপড়ে

বললো—"ঘাবড়াচ্ছো কেন? চলনা আরও কত জিনিষ রয়েছে প্যারিসে।"

দুজনে মিলে একটা বস্তীর দিকে দুয়োর আঁটা বাড়ীর সামনে এলাম। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই কিরিল হতভম্ব। সেখানে সারির পর সারি অকালপক্ক প্রৌঢ়, যুবক ও পুলিশ ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাদের সামনে ঠিক তেমনি ভীড় করা নগ্ন মেয়ের দল। সবাই ছুটোছুটী করে লোক ধরতে চাইছে। তাদের বাড়ীউলি এসে আমাদেরও জিগ্যেস করলো কেমন মেয়ে চাই। সে বললো—"সবাইকে আমি গ্রাম থেকে আনিয়েছি। তবে এরা কোনও কাজের নয়—একবছর পরে আর এদের দিয়ে কোনও কাজ হয় না!"

…এই সব কথা শুনছি—এমন সময় সেখানে আরণল্ডোভের পরিচিত একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক এলো! সে প্যারিসের নিষ্পেষিতদের নিয়ে বই লিখছে। মেয়েরা তাকে ছেঁকে ফেললো—কিন্তু আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল—কোনও রকমে একপাশে গুড়িসুড়ি মেরে দাঁড়ালাম, আর বন্ধুটি আমায় ঠাট্টা করতে লাগলো। পরিচয় হতেই সে প্রথমে ঘৃণার সঙ্গে অভিবাদন করলো। তারপরে আরণল্ডোভের মারফৎ তাকে বললো ঐ সব মেয়েদের কাউকে নিয়ে উপরে যেতে সেখানে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর আছে!

আমি তো রেগে আগুন। এরাই আবার গৌরব করে—ফরাসী বিপ্লবের! আরণল্ডোভের বন্ধুটি জিগ্যেস করলো—'নিজের স্ত্রী সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো?'

আমি বললাম—"না—তবে যখন তাকে হয়তো আর ভালবাসব না—তখনই আমি অন্য মেয়েকে নিয়ে থাকতে পারি! কিন্তু যতদিন সে আর আমি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবো ততদিন অন্য মেয়ের কাছে যাওয়া অসম্ভব?

সেই লোকটি বলে উঠলো—"চমৎকার!"

এমনকি আরণল্ডোভও চমৎকৃত হ'ল। সে আমার কানে কানে বললো—সত্যই তুমি মহান কিরিল—আমি বাজে খবর পেয়েছিলাম যে তুমি নাকি কত বউ বদলালে তার ইয়ত্তা নেই।"

"বদলানো নয়, বিচ্ছেদ!" আমি শুধরে দিলাম। "সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। তার কারণ আমরা দুজনে দুজনকে আর আগের চোখে দেখতাম না। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে ঐ লোকটা বুদ্ধিজীবি হয়েও কেমন করে ভাড়া করা মেয়ে নিয়ে সঙ্গ সুখ উপভোগ করবে?"

সে তার উত্তর দিয়েছিল—"বিয়ে করবার মত কিছু না থাকলে বাধ্য হয়েই এদের কাছে আসতে হবে!"

* * *

সমস্ত প্যারিসের সভ্য সমাজ ঘুমুচ্ছে। সীন নদীর নিস্তব্ধ বুকের ওপর চাঁদের শীতলতা! তখনো দরিদ্র প্যারিস ঘুমোয়নি। তারা ফুটপাথে, পার্কে, বেঞ্চে শোবার বন্দোবস্ত করছে। জুয়াচোর, চোর, মেয়ের দালালরা তখন আবছা আঁধারে ঘোরা ফেরা করছে। বড় বাজারের কাছে এসে দেখলাম বহুলোক একসঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। আরণল্ডোভকে জিগ্যেস করায় সে বললো—"এরা বেকার। রাতে সব এখানে কিংবা পুলের নীচে শুয়ে থাকে!"

কিরিলের কথা শেষ না হতেই ফেনিয়া উঠে দাঁড়ালো—"কিরিল এসব গল্প করে ভালই করলে।" তারপরে কম্পিত স্বরে—"তবু, সত্যিই কিরিল তুমি কিছুই করনি?"

"—কি?" আন্দাজে কিরিল বুঝলো—"না আমার পক্ষে তা অসম্ভব!" বলেই সুরু করলো—"কি আশ্চর্য্য! দেখো এসব কথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে—না, আমার মিথ্যে লজ্জার ভাব এখনো কাটেনি!"

(৯)

রাতে বোগ্‌দানভ ও কিরিল পাশাপাশি ঘরে শুয়েছিল। তাদের পাশে অন্য একটী ঘরে থাকতো ফেনিয়া। বোগ্‌দানভ ও কিরিলের ঘরের ভেতর দরজা ছিল।

গভীর রাতে বোগ্‌দানভ কিরিলের বিছানার পাশে এসে বললো—"উলাই কে জানো ?"

"কেন তুমিইতো বলেছো সে স্বপনপুরীর রাজকন্যা—যাকে ধরা ছোঁয়া যাবেনা ?"

আবার বোগ্‌দানভ চুপ !

"সেই ফেনিয়া"—অবশেষে থাকতে না পেরে সে বললো !—

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে কিরিল চমকে উঠলো—"কি বললে ?" তার মনে হলো—"ভাগ্য ভাল—যে বোগ্‌দানভ কথাটা বললো তা না হলে হয়তো একদিন আমাদের মধ্যেই মনান্তর ঘটতো। আমার উচিৎ এখন সরে পড়া।" কিন্তু সে সব কিছু না বলে সে শুধু বললো "এই ব্যাপার বল ! এ আমি আগেই জানতাম।"

"কেমন করে জানতে ?"—বোগ্‌দানভ জিগ্যেস করলো।

"না—এমনি, কথনো কথনো মনে হয়েছে—" বলেই কিরিল তাকে এড়িয়ে গেল।

কিন্তু উচ্ছ্বাসভরে বোগ্‌দানভ ফেনিয়ার প্রশংসা করে যেতে থাকলো। আর কিরিল তাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে করছিল ঠাট্টা।

অবশেষে বোগ্‌দানভ কিরিলের কাছ থেকে খুব উৎসাহ না পেয়ে নিজের ঘরেই ফিরে এল।

ষ্টেস্কার সংকল্প

(১)

বোগ্‌দানভের কথা শোনার পর থেকেই কিরিলের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে জোর করে ষ্টেস্কার কথা মনে করতে চেষ্টা করে—কিন্তু পারেনা। তার দুঃখ হয়—ঠিক ষ্টেস্কার জন্য হয়তো নয়—তার মুমূর্ষু প্রেমের জন্যেই বেশী! আশ্চর্য্য—কেউ কাউকে না ভালবাসতে সুরু করলে কত খুঁতই না বের করে অন্য পক্ষের। কম্যুনিষ্ট কিরিল তা করবেনা!

• মন স্থির করার জন্যে সে ডায়েরী লেখা ধরলো! প্রায় রাত্তিরেই তারা তিনজনে পাগাড়ে পাগাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফেনিয়াই তাদের চালয়ে নেয়! তাব সাহচর্য্যের মধ্যে একটা মাদকতা আছে যাতে প্রত্যেকেরই জীবনে নবীনতা আনে! প্রৌঢ় বোগদানভ তখন মোটেই গম্ভীর থাকতে পারেনা—যখন ফেনিয়া বলে—

"আমি কাঠবিড়ালীর মত গাছে গাছে বেড়াবো—আর আপনি ভালুক হয়ে আমায় ধরতে চাইবেন।" উপায় নাই; বেচারা বোগ্‌দানভ সানন্দে তাই করে! কিরিল লক্ষ্য করে যে চলতে চলতে বোগ্‌দানভ একটু থেমে সকলের অলক্ষ্যে নিশ্বাস নিচ্ছে! বোধ হয় এত জোড়ে এবং এই পরিমাণ চলাফেরায় বেচারার কষ্ট হচ্ছে! একদিন বোগ্‌দানভ কিরিলকে না বলে পারলোনা—

"কিরিল, জানো—ফেনিয়ার কাছে এলে আমি নতুন জীবন লাভ করি?" কিন্তু কিরিল রূঢ়ভাবে উত্তর দিলো—"তাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারলে আরো ভালো লাগতো—না?" বোগ্‌দানভ বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তখন কিরিল মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে বোগ্‌দানভদের দু'জনের

সম্পর্কের কথা। আচ্ছা ফেনিয়া কি বোগ্‌দানভকে ভালবাসে? ফেনিয়া নিশ্চয়ই বোগ্‌দানভকে ভালবাসে—নইলে বলবে কেন—"দেখ কিরিল তিন জন না হলে আড্ডা ভালভাবে জমেনা! বোগ্‌দানভ এলে বেশ হতো!" মাঝে মাঝে বোগ্‌দানভের মুখের গানও তো ফেনিয়ার কাছে শোনা যায়! কিরিল ভাবে যে ভালই তারা দুজনে দুজনকে ভালবেসে সুখী হ'ক—সে সরে যাবে—তা নয়তো বোগ্‌দানভের সঙ্গে ফেনিয়ার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা উচিৎ হবেনা!—

বোগ্‌দানভ একদিন সন্ধ্যেবেলা কিরিলের কাছে পরামর্শ চাইলো কেমন করে ফেনিয়ার কাছে প্রস্তাব পাড়বে! তারা দুজনে অনেকক্ষণ ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারলোনা। ফেনিয়া তো সাধারণ মেয়ে নয় যে দুটো উপহার নিয়ে যেয়ে বলা যাবে আমি তোমায় ভালবাসি! এতে হয় তো সে রেগেই উঠবে!—অবশেষে বোগ্‌দানভ অধৈর্য্য হয়ে উঠে ফেনিয়াকে ডেকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো! কিরিলকে না দেখে ফেনিয়া জিগ্যেস করলো—"কেন কিরিল এলোনা?" বোগ্‌-দানভ মিথ্যে উত্তর দিলো—"না সে স্টেস্কাকে চিঠি লিখছে—বেচারার মন খারাপ! শীগ্‌গীরই সে আসবে!" তাদের আড্ডা দেবার যায়গায় এসে আগুন ধরিয়ে বসে বোগ্‌দানভ সুরু করলো—

"আমি একটা অদ্ভুৎ স্বপ্ন দেখেছি জানো—বহুদূর উত্তরে যেন আমি চলে গেছি। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। জনমানবের লেশ নেই। সেখানে যেন আমি অনন্ত কাল ধরে আছি—আমার মাথার চুল বড় হয়ে গেছে এবং যুগ যুগান্তের অনভ্যাসে কথা বলবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে! আমার একমাত্র কাজ ছিল—সেই বরফমালার ভেতর দিয়ে উত্তর মেরুতে যাবার রাস্তা খোদাই! তখন মনে হতো যে একাজটুকুও না পেলে আমি কি করে দিন কাটাতাম!—সময় সময় নিতান্ত একা মনে হতো!—অনেক সময় আমার পেছনে, অনেক দূরে আমারই গড়া রাস্তায় লোকের গলার আওয়াজ পেতাম—তাদের হাসির মহড়া শুনে আনন্দ পেতাম!—কিন্তু তবুতো আমি সঙ্গীহীন একা।…হঠাৎ

একদিন দেখি বরফের ওপরে চিহ্ন !—আমার আগেও তাহলে কেউ এসেছিল সেখানে ! দেখতে দেখতে সেই বরফের ভেতর থেকে অস্পষ্ট মানুষের মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌লো—দেখলাম ফুটন্ত গোলাপের মত একটী মেয়ে ! সে বললে—'আমাব নাম উলাই ; হাজার হাজার বছর আমি রয়েছি বন্দিনী হয়ে—কেউ বরফ সরিয়ে আমায় মুক্তি দেয়নি ; অবশেষে তুমি এলে'। তখন আমার মনে হ'ল—যে এই উলাইকেই আমি সারা জীবন ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আমি তাকে বললাম—"তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও—তাহলে আবার আমার জীবন সুখের হবে—আমি আবার বাঁচবো !"—

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই ফেনিয়া পড়ার অজুহাত দেখিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বোগ্‌দানভ পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইলো—। ফেনিয়া একদৌড়ে কিরিলের ঘরে এসে—ধমকে উঠলো—"নিশ্চয়ই আপনি পাঠিয়ে ছিলেন—কিন্তু কেন ? কেন এমন ক'রে অপদস্ত করেন ? আমি তাকে নিরাশ করেছি"—বলেই সে চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল ! ফেনিয়া বেরিয়ে গেলে—কিরিলের যেন সমস্ত গুলিয়ে গেল—সে ফেনিয়া, ষ্টেস্কা, বোগ্‌দানভের কথা ভাবতে লাগলো। এমনি সময় অন্ধকারে ফেনিয়া এসে তার পাশে দাঁড়ালো......তার সেই একই অনুযোগ—"কেন এমন করলে ? বলতে হবে কেন তুমি এমন করলে।" কিরিল বাধ্য হয়ে সব খুলে বললো। তখন তাব মুখ থেকে বেরোলো—"আঃ"। সে কিরিলের আস্তিন ধরে টানতে টানতে চাপা গলায় বল্লে "চলে এসো—যাই হক-না কেন"। সেই অন্ধকার আঁকা-বাঁকা পথে বোগ্‌দানভের ঠিক উল্টোদিকে কিরিলকে নিয়ে চললো ফেনিয়া ! কিছু পরে সে বললো—"এইবার মাথা নীচু ক'রে—লাগেনা যেন"। তার আগে আগে ফেনিয়া নীচু হয়ে একটা গুহায় যেয়ে ঢুকলো—। কিরিলকে আশ্চর্য্য হতে দেখে সে বললো—"এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—এখানেই তো আমাদের আফিস—বন্ধুদের সঙ্গে আমিতো এখানেই আসি।"

"বন্ধু ?"

"হ্যাঁ—মিথ্যে কথায় কি লাভ ?"

নানা কথা ভাবতে ভাবতে কিরিল একটা সিগারেট ধরালো। তার দেখা দেখি ফেনিয়াও একটা ধরিয়ে নিল। সিগারেটের আলোয় কিরিল দেখলো—ফেনিয়ার চোখে মুখে জীবন্ত বুভুক্ষার ছাপ। সে ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কিরিলের দিকে আর তার দৃষ্টিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তিরস্কারের আভাষ। কিরিল আত্মসম্বরণ করতে পারলো না—ঘনালিঙ্গনে ফেনিয়াকে টেনে নিয়ে তার সারা দেহ চুম্বনে সিক্ত করে দিল। তার বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে ফেনিয়া শুধু কাঁপছে—আর আস্তে আস্তে হাতখানা নেড়ে দিচ্ছে।

কিরিলের চুম্বনের অবসরে সে বলে উঠ্‌লে—"যদি তাই হয় তবে আজই এখানে শেষ হয়ে যাক আমার কুমারী জীবন।" কিরিলের মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফেনিয়া প্রগাঢ় চুম্বন দিলো। তার পরে গুহার এক কোণায় এলিয়ে পড়ে কিরিলকে কাছে টেনে নিয়ে এল—"কাউকেই আমি দেহ দান করি নাই—কিরিল—শুনছো ?" "হ্যাঁ, জানি"—বলে সংযম হারা কিরিল সেই অন্ধকারেই ফেনিয়ার পাশে সরে গেল... .. .. ।

(২)

"উঁচু প্রাচীরের উপর পা দুলিয়ে ফেনিয়া বসেছে আর কিরিল নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূরে এক হরিণ দম্পতীর অভিসার দেখে ফেনিয়া বললো—

"দেখো কিরিল—কাল ঐ হরিণী—সাহস পায়নি দয়িতের কাছে যেতে—পালিয়ে গেছিল—আর আজ সে কেমন সাহস করে এগোচ্ছে !"

কিরিল উত্তর দিল—"আশ্চর্য্য ফেনিয়া তোমার মত এই মনোভাব নিয়ে কজন মেয়ে এসব দৃশ্য দেখে।'—" বলেই পাছে ফেনিয়া দুঃখিত হয় আশঙ্কা করে তার ঝোলান পায়ে মাথা ঠেকিয়ে রাখলো !

ফেনিয়া কিরিলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—"কেন আমিকি পর্দ্দানশীন মেয়ে? আমার মনে কোনও পাপ নেই।' এ সব আমি খুবই স্বাভাবিক মনে করি—আর সত্যি কি সুন্দর এ দৃশ্য! দেখনা ওদের দুজনে কেমন ভাব হচ্ছে!"

কিরিল এবার ফেনিয়াকে খোঁচা দিল—"কিন্তু এথেকে তো তোমার মতটাই ভুল প্রমান হচ্ছে। এরা হরিণ হরিণী কেমন চমৎকার একসঙ্গে থাকছে—আর তুমিতো তা চাওনা।"

"তুমি কি তাই বলে মানুষ আর পশুতে কোনই পার্থক্য মানবেনা? মানুষের বিবাহিত জীবন দেখে দেখে আমার বিতৃষ্ণা ধবে গেছে। আমি কখনোই বিয়ে করে ঘর সংসার করতে পারবোনা। আমি এও চাইনা যে তুমি এই মুহূর্ত্তেই স্টেঙ্কাকে ছেড়ে দিয়ে আমায় নিয়ে জীবন কাটাবে। তোমার তরফ থেকে কোনও ত্যাগই আমি করতে দিতে চাইনা। তুমি স্বার্থ ত্যাগ করলেই আমায়ও তার বদলে সেবা করতে হবে। আর এখন তার কোনই প্রয়োজন নেই এমন। আমার মনে হয় যে সেবা দেয়া নেয়ার সম্পর্কের ভেতর প্রেম কখনই দানা বাঁধতে পারেনা। প্রেমের পথে কোন শৃঙ্খলই থাকবে না। তা হবে ঠিক এই রকম—" বলেই ফেনিয়া কিরিলকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে সারা মুখ চুমোয় ভরিয়ে দিল! "আর যদি প্রেমের ভেতরে ঘুন ধরে কখনো—তাহলে—" সে কিরিলকে ঠেলা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল!—"কিন্তু আর নয় এবার চলো কারখানায় যাবার দিন এসে গেছে। এমনিতেই একদিন দেরী হয়েছে আমাদের যোগদানও হয়তো রেগে গেছে!

কিন্তু কিরিল—তাকে নীলউপত্যকা—ঝরনা আর উদার আকাশের দিকে দেখিয়ে বল্লে—

"না ফেনিয়া তোমায় নিয়ে এসবের মধ্যে থাকতেই বেশী ভাল লাগছে!"

"তা কি হয়—পাগল! এখানে থাকবে শুধু তারাই যারা জীবনের

উপর বীতশ্রদ্ধ! আমাদের কাছে তো কর্ম্মজগৎই জীবন। এখন চল যাই।”

কথাগুলো বলে ফেনিয়া নামতেই কিরিল তাকে জড়িয়ে ধরলো। ফেনিয়াও সেই সবল পরুষ দেহে নির্ভর রেখে শান্তি পেলো! কিরিল তাকে দুহাতে শূন্যে তুলে নিয়ে চললো আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে পাহাড় ঘুরে ঘুরে! মাঝ পথে হঠাৎ থেমে হয়তো সে বলতে সুরু করল--“দূরে ঐ যে আবছা কুয়াশা দেখছো—ফেনিয়া আমাদের প্রত্যেকেব জীবনও অমনি অপ্রকাশ। ভবিষ্যতে কি আছে আমাদের জন্যে জমা হয়ে তা কে বলতে পারে? আমি সামাজিক ভাবে সকলের কথা বলছিনা—বলছি ব্যক্তিগত ভাবে। কে জানতো—যে আমি আজ তোমায় জড়িয়ে এমনি ভাবে চলবো। আজ যেন মনে হচ্ছে তুমি আমার অবিচ্ছেদ্য এক অংশ! অথচ দুদিন আগে তা কল্পনাও করতে পারিনি।”

(৩)

ইস্পাতের কারখানার ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী ষ্টেফা এক অদ্ভুৎ মেয়ে! আগে মস্কোতে থাকবার সময় সে স্বার্ডলভ শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। কথায় বার্ত্তায় তাকে প্রথম প্রথম বেশ বুদ্ধিমতী মনে হবে। কিন্তু একটু পরেই বোঝা যাবে যে সে অন্যের কথাই মুখস্ত বলছে, হয়তো সব জিনিষই বোঝে কম! রুবিনকে বিয়ে করবার আগে সে আরও চারবার বিয়ে করেছে! সত্যি কথা বলতে গেলে তাকে ও অঞ্চলের সকলে এড়িয়ে যেতে চায়! কিন্তু রুবিনকে সবাই ভালবাসে ব'লে তাকেও সহ্য করতে হয়। প্রত্যেকের বাড়ীর হাঁড়ির খবর রাখাই হচ্ছে ষ্টেফার কাজ! এ বিষয়ে তার অপূর্ব্ব দক্ষতা! কেমন করে সে যেন টের পেয়েছে কিরিলদের বাড়ীতে ভাঙন ধরেছে! একদিন সে সত্যিই কিরিলদের বাড়ী চললো!

*

সেদিনই কিরিল ও ষ্টেস্কার মধ্যে এক প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে ! তুজনে আলাদা ঘরে শুয়েছিল। ষ্টেস্কা সারারাত জানালার ধারে বসে কেঁদেছে। ভোরে এসেই কিরিলের পাশে বসে সে অনুযোগ করবে ঠিক করলো। হঠাৎ তাকে কিরিলের চোখে বড় খারাপ লাগলো। অথচ এই ষ্টেস্কাই যখন প্রথম তার মোটর চালাতো তখন সম্পূর্ণ আলাদা চোখে তাকে দেখতো ! আজ এমন কি হয়েছে যাতে সে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ! কিরিল জোর ক'রে ভালবাসতে চেষ্টা করে ষ্টেস্কাকে ! তাই ষ্টেস্কাকে খুব ধমক দিয়েই তার অনুশোচনা হ'ল ! সে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে ষ্টেস্কাকে আদর করতে করতে বললো—

"তোমার কি হয়েছে ষ্টেস্কা বল—আমরা তুজনেই তাহলে এত তুঃখ পাইনা !"

ষ্টেস্কা ভেঙে পড়লো—"আমায় ক্ষমা কর কিরিল—তুমিই বলে দাও আমি কি করবো। যা বলে দেবে আমি করবো—তুমি তো এখনও আমায় ভালবাসো !"

'কেন বাসবোনা' কিরিল উত্তর দিল—কিন্তু তার বলবার সাহস হ'লনা "হ্যাঁ, তোমায়তো ভালবাসিই !"

ঠিক এমনি সময় কিরিলের মা এসে খবর দিলো যে ষ্টেফা এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে। খবর পেয়েই কিরিল বিগড়ে গেল ! ষ্টেস্কা বেড়িয়ে যেতেই কিরিল বললো "আমি কিন্তু আজই মস্কো যাচ্ছি কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতিব বৈঠকে।

"তাহলে আমাদের বিদায় নেওয়া হ'লনা"—ষ্টেস্কা গত রাতে পৃথক ঘরে শোবার উল্লেখ করে কথাটা বললো !

* *

ষ্টেফার সঙ্গে কথায় কথায় ষ্টেস্কা আত্মসংম্বরণ করতে পারছিলনা। সে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললো—"সত্যি বলবে ষ্টেফা—রুবিনকে বিয়ের পর তুমি

তাকে ছাড়া……” সে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছিলে না ! কিন্তু ষ্টেফা বুঝলো। সে ষ্টেস্কাকে ফিরিস্তি দিয়ে গেল—“আব্রামকে মনে পড়ে? সেই যে লোকটা আগুন সম্পর্কে খোঁজ করতে এসেছিল ? সে ছিল একজন ! আভাকুমকে চেনো ? এরোড্রোমের পরিচালক ? ছোকড়া ডেভিডভকে মনে আছে ? কাবায়াকিনও তো একজন !

“ঢের হয়েছে” বলে ষ্টেস্কা তাকে থামিয়ে জিগ্যেস করলো—“কিন্তু তোমার কোনও বিবেকের দংশন হয়নি ?”

“কেন হবে ? আমার ববঞ্চ ভালই লাগতো আর……এরা সবাই পার্টির লোক… …” বলে সে এমন অঙ্গভঙ্গী করলো যেন এতে তার কোনই দোষ নেই ! সে নির্দোষ।

“আর তুমি কি মনে করো তোমার……একেবারে যুধিষ্ঠির ?”

ষ্টেস্কা চমকে উঠে জিগ্যেস করলো—

“কেন ?—বল না কিরিলের সম্পর্কে চারদিকে কি গুজব রটছে !”

বিজয়িনীর মত ষ্টেফা বললো—“যাওনা তাকে জিগ্যেস করে এসো, তার কব্জীঘড়ি কোথায়—তাহলেই সব প্রকাশ পাবে !—”

(৪)

কিরিল মস্কো চলে গেলে ষ্টেস্কা শুধু বসে বসে ভেবেছে—কিরিল তাকে আর আগের মত ভালবাসছেনা ! সংসারের সব কাজেই তাব শৈথিল্য দেখা দিল ! কখনো কখনো তার মনে হয়েছে যে হয়তো কিরিল অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাসে—কিন্তু সে চিন্তা ষ্টেস্কা সহ্য করতে পারেনা। সে শুধু নিজের দোষ খুঁজতে চায়—নিশ্চয় সেই কোনও দোষ ক'রে কিরিলকে রাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো কিরিল তাকে নিতান্ত গেঁয়ো ভাবছে। যত দিন যাচ্ছে ততই কিরিল নূতন নূতন বই পড়ছে—নূতন নূতন কাজে জড়িয়ে পড়ছে। আর সে শুধু তুচ্ছ সংসার নিয়েই ব্যস্ত ! তাই হয়তো কিরিল

বিরক্ত হয়! আবার পরক্ষণেই একটা ভাল পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে!—'মাতৃত্বের দাবী নিয়ে কর্ম্মমুখর স্বামীর সংসার গুছিয়ে রাখাই নাকি রমণীর শ্রেষ্ঠ কার্য্য!' ষ্টেস্কা বিভ্রান্ত হয়ে যায়!

এরমধ্যে একদিন ষ্টেফা এসে আবার তাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল! ষ্টেফা খালি প্রমান করতে চায় যে কিরিল অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ষ্টেস্কা উত্তর দেয়—'তা আমি জানি! সন্দেহ নয়—সব খবরই জানি। একদিন কিরিলের ঘড়ি আনতে যেতেই সব কথা প্রকাশ হয়েছে! ফেনিয়াকে টেলিফোন করায় সেও স্বীকার করেছে! সে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে সব বলেছে!'

ষ্টেস্কাকে সহানুভূতি দেখানোর ছলে ষ্টেফা উপদেশ দিল—"তোমার উচিত ঠিক ওর উল্টো টা করা। তুমি কিরিলকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে থাকো—। সে যদি তোমাকে ভাল না বাসে তবে তোমার এত মাথা ব্যাথা কেন?"—দরদ মিশিয়ে তারপরে "আর যদি চাও তো আমিই লোক জোগাড় করে দিতে পারি—বেশ সুন্দর সুশ্রী এবং তরুণ।…

বলতে বলতেই ষ্টেস্কার টেলিগ্রাম পেয়ে কিরিল মস্কো থেকে এসে পড়ে। ষ্টেস্কা তাকে জানিয়েছে যে তাদের প্রেমের সমাধি হয়েছে? কিরিলকে দেখেই ষ্টেফা বেরিয়ে গেল—। কিরিল সোজা ষ্টেস্কার কাছে এসে হাত ধরে বলতে যাচ্ছিলো—"সত্যি আমার কোনও কথা বলবার নেই—কিন্তু ষ্টেস্কা খেঁকিয়ে—সরে এলো—"যাও যাও" সাধু সাজতে হবেনা—লম্পট কোথাকার।"

"ওটাও প্রশংসা হ'লো আমার পক্ষে। সত্যিকারের লম্পট নই বলেই কথাটা বুকে বাজছে—তুমি নিজেই জান যে আমি লম্পট বা বদমায়েস—কিছুই নই!" কথার মাঝখানেই সে খেই হারিয়ে ফেললো—"সারাদিন কাজ করে অবসর পাইনা বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি দাড়াতে পারছিনা"। বলেই কিরিল ধপ করে ষ্টেস্কার সামনে হাটুগেড়ে বসে—শুধু বললো—"আমার ক্ষমা কর!"

তার সেই কাতর আহ্বানে ষ্টেস্কার মন গলে এসেছিল। কিন্তু অবহেলিত নারীর আত্মাভিমান তখন তার ভেতরে গর্জ্জে উঠেছে। কিরিল যতই তাকে বোঝাতে চাইল সে ততই অধৈর্য্য হয়ে পড়ছে।—কিরিল এতক্ষণে অনুভব করলো যে ষ্টেস্কার প্রতি তার প্রেম এখনো অবিচল, সে ষ্টেস্কাকে হারালে বাঁচতে পারবেনা। পাগলের মত তাই সে তাকে জড়িয়ে ধরলো—

"ষ্টেস্কা—ষ্টেস্কা—সত্যি এত কঠোর হয়োনা" এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে ফেলে ষ্টেস্কা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—যেন অপবিত্র কিছু ছুঁয়েছে—

"না না—তুমি আমায় ছুঁয়োনা—ছেড়ে দাও আমি যাব—"

কিন্তু কিরিল তখন পাগল হয়ে গেছে। সে ষ্টেস্কার কোন কথায় কান দিলোনা। তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সে ঘরের চেয়ার টেবিল সব ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছে—সেদিকেও তাদের দৃকপাত নেই! সেই ধাক্কায় টেবিলের উপরের বাতি পড়ে ভেঙ্গে গেল। সমস্ত ঘর ভয়াবহ আঁধারে গেল ভ'রে! কিরিল ষ্টেস্কাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল! তার সঙ্গে জোরে না পেরে ষ্টেস্কা কাঁদতে লাগলো—

"লক্ষ্মী—কিরিল—না!—না! আমায় ছেড়ে দাও—তুমি মানুষ না পশু?—" ধ্বস্তাধ্বস্তি করে অবসন্ন ষ্টেস্কা কয়েক মিনিট পর চুপ করে পড়ে রইলো......

কিরিলের তখন চৈতন্য ফিরে এসেছে। সে আবার ঘরে আলো জ্বাললো। বিস্রস্তভাবে ষ্টেস্কার সামনে দাড়িয়ে তার মনে হ'ল কি জঘণ্য কাজ সে করেছে। সে বেশ বুঝলো যে কোন নারীই তাকে এরপরে ক্ষমা করতে পারবেনা!—কিন্তু তার বেশী ভাববার ক্ষমতা ছিলনা। সে সেখানেই তখনি ঘুমে এলিয়ে পড়লো। সে ঘুমিয়ে পড়লে—ষ্টেস্কা ক্রমে আত্মসংবরণ করে—চিঠি লিখে—তাকে ছেড়ে চলে এলো—

"কিরিল—প্রিয়তম—এতদিন তোমাকে ছাড়া কিছু জানিতাম না। কিন্তু আর নয়। আমি শেরকী বুয়েরাকে—নিজের গ্রামে যেয়ে আবার নতুন জীবন সুরু করবো—। তুমি যেন আমায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করোনা—ব্যর্থকাম হতে হবে।"

(৫)

বাড়ী থেকে বেড়িয়ে ষ্টেস্কা ষ্টেশনে এসেই সেরকী বুয়েরাকের বাড়ীতে গদী আঁটা চেয়ারে না বসে কাঠের বেঞ্চের গাড়ীর টিকিট কিনলো। সঙ্গে ছোট্ট কিরিল। সারাটা পথ তার মনে তোলপাড় করেছে গত রাত্রের বিসদৃশ ঘটনাব স্মৃতি। কিরিল তার মন প্রাণ জুড়ে রয়েছে—অথচ সে গতরাত্রের ঘটনাও মন থেকে দূর করতে পারছেনা। কী বীভৎস দেখাচ্ছিল কিরিলকে—সে যখন জোর করে… …।

ষ্টেস্কা মন স্থির করে ফেললো! দেশে ফিরেই জাকার কাটায়েভকে. বলে সে আগের মতই মোটর চালানোর ভার নেবে; বসে থাকবেনা নিশ্চয়ই! কিন্তু গ্রামে এসেই মন ব্যাথায় জ্বলে উঠ্‌লো—চারিদিকেই কিরিলের স্মৃতি! গোটা গ্রাম জুড়ে যেন করছে কিরিলের জয়গান—আর ষ্টেস্কার স্থান কোথায়?

জাকার কাটায়েভের সঙ্গে দেখা করে ষ্টেস্কা প্রস্তাব করলো মোটর চালানোর কাজের। কিন্তু সে উৎসাহ দিল ষ্টেস্কাকে এক সম্পূর্ণ নূতন নারী-ট্র্যাক্টর বাহিনী গঠন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। সামান্ত মোটর চালকের কাজ তার অযোগ্য! জাকার কাটায়েভ কিরিলের এক টেলিগ্রাম দেখালো—

"ষ্টেস্কা এলে তোমার সাধ্যমত সাহায্য করবে—কিরিল"

এখানেও কিরিল! ষ্টেস্কা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল—কিন্তু জাকার কাটায়েভ তাকে বুঝিয়ে রাজী করলো—দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। আফিস থেকে বেড়িয়ে আসবার সময় তার মনে হ'ল—

"আবার নতুন জীবন সুরু করবো—দেবী ধরিত্রী—তুমিই আমায় বাঁচিয়ো!"

বসন্ত সমাগম

(১)

সারা দেশে বসন্তে বিহ্বল। নীলাভ আকাশের গভীর নিস্তব্ধতা থেকে সুরু করে শান্ততোয়া নদীর বিস্ফীতি—সবই বসন্ত সমাগম জানিয়ে দিচ্ছে। ভোরের হাওয়ায় প্রকৃতি নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। গোটা দেশের জমীতে তখন ফলছে অফুরন্ত শস্য সম্ভার। যেমন প্রকৃতিতে তেমন মানুষের সংসারেও—নিত্য নূতন অতিথি সমাগম হচ্ছে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। গ্রাম্য সোভিয়েটের সম্পাদক মারাফা কিছুতেই জন্ম তালিকা লিখে শেষ করতে পারছেনা! সে গলদঘর্ম্ম হয়ে পড়েছে! যে নারীকে সবাই বন্ধ্যা বলে জানে—কি যাদুমন্ত্রবলে যেন সেও সন্তানের জননীত্ব লাভ করছে! এই যেমন—আনচুরকা কুড়িয়ারকোভার গর্ভে নিকিটা গুরিয়ানভের সন্তানের জন্ম! আনচুরকার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের ওপর আর নিকিটা তো ষাট বছরের বুড়ো! কিন্তু এর পরে যা ঘটলো—তার তুলনায় এও তুচ্ছ! তাতে সমস্ত সোভিয়েট জগৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

নিট্কা স্পিরিণের স্ত্রী এলেনা প্রথম সন্তান প্রসব করলে মিট্কা উল্লসিত হয়ে তার বিছানার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল—"কিছু ভাবিসনা --ছেলে হয়েছে—পরে ও কাজে আসবে!" একটু পরেই খবর গেল যে এলেনার দ্বিতীয় সন্তান হয়েছে। মিটকা আশ্চয্য হয়ে বললো—"ঠিক বলছো—তোমার ভুল হয়নি? দুটো ছেলে—কি বলছো?"

কিন্তু তৃতীয় সন্তান হলে পড়ে সে পাগলের মত হলো—তার গা দিয়ে ঘাম ঝড়তে লাগলো—। এদের সে খাওয়াবে কি ক'রে? ধাইএর কথা তার কানেই গেলনা যে চতুর্থ সন্তান এই মাত্র প্রসব হয়েছে। সে হতভম্ব হয়ে ভাবছিল—

"লজ্জায় মাথা মাটীতে নুইয়ে পড়লো—এ কী কাণ্ড ? লোকে বলবে কী আমাকে ? তিন তিনটী ছেলে ?" এলেনাকেই এসবের জন্য দায়ী করে সে ক্ষেপে গেল !

"এসব কী করছিস্ ? শয়তানের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলি নাকি হতভাগিনী ? একঝাঁক পঙ্গপাল বিয়োচ্ছিস্ যে ?"

চারিদিকে নানা কুৎসা রটনা হয়ে গেল। যার যা ইচ্ছে গুজব রটাতে লাগলো—কেউ বলছে যে মোটেই চারটে ছেলে হয়নি—একই ছেলের চারটী মাথা। কেউ বলে—কোনটার এক চোক কোনটার মাথায় শিং কোনটার পায়ের বদলে মাছের লেজ। গ্রামথেকে তাই চারজন বিধবাকে পাঠানো হ'ল সত্য ব্যাপারটী জানবার জন্য। মিট্‌কার ঘুম গেছে ! সে পাগলের মত হয়ে পড়েছে—কোন কাজে মন বসাতে পারছেনা। ভাবতে ভাবতে মাথার চুল গেছে সাদা হয়ে। অবশেষে থাকতে না পেরে আবার এলেনার ওপর তম্বী করে—"এসব কথনোই মানুষের ছেলে হতে পারেনা—একজনের চারটে ছেলে, তুই নিশ্চয়ই শয়তানের সাথে রাত কাটিয়েছিলি। তুই সামগ্রিক চাষের ক্ষেতে যা। সেটাই তোর উপযুক্ত যায়গা। বছর বছর গরু ঘোড়ার মত দলে দলে ছেলে বিয়োবি। তোর জন্যে তারা আলাদা খোয়ার ক'রে দেবে। তাদের পঞ্চবার্ষিকী সংকল্প আছে। আর তা এক বছরেই পূর্ণ করতে হ'বে তাই বছর বছর অন্ততঃ পাঁচটী ক'রে ছেলে না বিয়োলে তোর চলবে কেন ? এখনি থামলি কেন ?

"এম্নি করলে কিন্তু তিনটের গলা টিপে খালি একটাকে বাঁচিয়ে রাখবো তখন দেখবে মজা......"

"ওদের গলা টিপে মেরে আমাকে জেলে পাঠাবি কেমন ? তা হবেনা—বিইয়েছিস যখন তখন তোকে পালতে হবেই......"

কাঁদতে কাঁদতে এলেনা বলে—"ওদের মারতেও পারবোনা—খাওয়াতেও পারবোনা......

কিন্তু একদিন সিভাসেভ এসে ভোরে তাকে ডাকলো—"কইগো আলাদা চাষী—হাত দাও দেখি।" মিটকা আশ্চর্য্য হয়ে কারণ খোঁজে…

"কই তোমার ছেলেদের দেখাও—কেমন হয়েছে সব—"

'আমার ছেলে—তাতে আপনার কী? ঐ ওর কাছে যান—' বলেই এলেনাকে দেখিয়ে দিল। এলেনার কাছে এগিয়ে এসে সিভাসেভ বললো "তোমার মত আমেরিকায় একজনের পাঁচটী ছেলে হয়েছে জানো?" সিভাসেভের কথায় মিট্‌কার বুকে সাহস এলো—তাহলে সেই একা এত যাতনা সহ্য করছেনা।

"আমেরিকায় তারা আমাদের মত সেই পাঁচটী ছেলেকে ঘেন্না করেনা। বরঞ্চ তাদের নিয়ে কেমন সুন্দর সুন্দর ছড়া কেটেছে। আমরাও এবার দেখবো। যাও তো আমার ঘোড়ার পিঠে থেকে বস্তাটা নামিয়ে নিয়ে এসো—" তারপরে মিটকা বস্তা আনতে গেলে—এলেনার পাশে বসে—"রাস্তা ঘাট একটু পরিষ্কার হলেই আমরা এদের নার্সিং হোমে পাঠাবো। আমরাই তোমার ছেলেদের যত্ন করবো। একজন ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে এদের ফটো নেব। তারপরে সেগুলো কমরেড ষ্ট্যালিনকে পাঠিয়ে দেবো! তিনি কি বলেন জানো—আমাদের একটি আইন করা দরকার যে প্রথম দুই ছেলে হবে মায়ের সান্ত্বনা—কিন্তু তৃতীয় ছেলে হলেই সরকার তিন হাজার টাকা দেবে তার জন্যে। চতুর্থ সন্তান হলেই সে সরকারের কাছ থেকে অন্ততঃ পাচ হাজার টাকা পাবে।"

সিভাসেভের কথা শুনে এলেনা আনন্দে বিগলিত হয়ে পড়লো। তাকে নিজের দুঃখের ও অন্য সকলের বিদ্রূপের কথা একে একে সব বলে চললো। সিভাসেভও তাকে যথোপযুক্ত সান্ত্বনা দিলো। মিটকা বস্তা নিয়ে এলে—সিভাসেভ তাথেকে চারটে কম্বল—বিছানার চাদর—নতুন পোষাক বের করে তাদের দিলো। মিট্‌কার জন্যেও একটী নতুন সার্ট দেওয়া হ'লো!

"তোমাদের ছেলেদের জন্যে জেলার পার্টি কমিটী তোমাদের এইসব উপহার দিয়েছে—আর এই নাও—এলেনা দুইশো টাকা—এদিয়ে আপাততঃ খরচ চালাও!"

(২)

রাতারাতি মিট্‌কা বিখ্যাত হয়ে পড়লো! মস্কোর খবর কাগজে শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো যে এলেনা একসঙ্গে চারটী শিশু প্রসব করেছে। তাথেকে সমস্ত জেলায় জেলায় তাদের খবর কাগজে ফটো উঠ্‌লো।

তখন গ্রামের সবাই তাদের সমীহ করতে সুরু করলো।

"কিন্তু কি করে তোমরা তাদের সব দেখা শোনা করো?—বিস্মিত গ্রামবাসীরা জিগ্যেস করে।

"কেন?—এলেনা তখন নরম বিছানায় শুয়ে থাকে। ছেলেদের জন্যেও তেমনি সুন্দর বন্দোবস্ত হয়েছে। আমরা একটা ভাল বাড়ীও পেয়েছি থাকবার জন্যে। আগে এখানে সব বড়লোকেরাই থাকতো!"

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিতেই যে আজ সে এত ভাগ্যবান এটা বুঝেই মিট্‌কা মনে মনে ঠিক করলো আর স্বতন্ত্রভাবে কাজ না করে সেও সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রে যোগ দেবে। তাই সে তার ঘোড়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হ'ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কৃষিক্ষেত্রের সভাপতি গ্রিসকা ঝেনকিন—তার ঘোড়াটাকে ততটা আমল দিলনা। তবে তারা একেবারে মিটকাকে নিরাশ না করে তার রুগ্ন ঘোড়াটাকেও নিয়ে নিল।

সেদিন বিকেলেই উল্লাসভরে মিটকা ছুটে গেল এলেনার সঙ্গে দেখা করতে। এলেনার কাছে যেয়ে ব্যাপারটাকে একটু রংচঙিয়ে বেশ ফলাও করে বললো। এলেনা তাকে জিগ্যেস করলো যে সে তাহলে কোন দলে যোগ দিয়েছে।

"নিকিটা গুরিয়ানভের—মাইরি বলছি সে নিজেই আমায় ডেকে নিয়েছে।"

"কিন্তু তাবলে শুধু শুধু কীড়া কাটছো কেন?"

এবার মিটকা একটু চমকে গেল। ঐ মাতৃসদনে আসবার পরও সিভাসেভের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে এলেনা যেন বগড়াটে হয়ে উঠেছে। মিটকার প্রত্যেক কাজেই এখন সে কৈফিয়ৎ চায়! বাধ্য হয়ে মিটকা উত্তর দেয়—

"ও কিছুনা—এমনিই বেড়িয়ে গেল।" কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে সে মনে মনে এলেনাকে ভয় করতে সুরু করেছে।

"অত সোজা নয়—কীড়া এমনি এমনি মুখ থেকে বেরোয় না!..." ভ্রূ-কুঁচকে এলেনা জানালো!

"তা হবে—আমি তাহলে নিকিটার দলে নাও যেতে পারি। কোন শালা মিথ্যে কথা বলে—তারা আমায় একটা দলের ভার দেবে—জানো?"

তার বলবার ভঙ্গীতে এলেনা গেল রেগে—সে খেঁকিয়ে উঠ্‌লো—"হুঁ, তারা তোমার দুই পকেট ভরে দেবে—আমি কিন্তু সামগ্রিক কৃষি ক্ষেতে যোগ দিতে পারবোনা।" বলেই সে বোতাম টিপে নার্সকে ডেকে পাঠালো। নার্স এলে তার সাথে মিটকাকেও বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে এলেনা শান্ত হ'ল।

মিটকা চলে গেলে—এলেনার মনে ভেসে ওঠে সমস্ত অতীতের স্পষ্ট ছবি! যতবারই মিটকা এসেছে—ততবারই এরকম অবস্থা হয়! সে হয়তো ফিরে এসেই মাতলামীর ঘোরে জিগ্যেস করতো—

"কে বাড়ীর কর্তা রে শালী?—"

"তুমি মিট্রী—!

"তবে—আমায় জিগ্যেস না করেই কেন অমুক কাজ করেছিস্?" বলেই হয়তো দুমাদুম এলেনাকে মারতে সুরু করতো! কখনো কখনো তার হাত

থেকে বাঁচবার জন্যে এলেনা বাপের বাড়ী পালিয়ে যেতো—কিন্তু তাতেও সে রক্ষে পেতো না। পেছনে পেছনে মিটকাও সেখানে যেতো! এলেনার বাবা হয়তো জামাইএর সঙ্গে ভড্কা খেতে খেতে বলতো—"মিট্রী এলেনাকে তোমায় ভগবান দান করেছেন। তুমিই ওর কর্ত্তা—ওকে বাড়ী নিয়ে যেয়ে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিও। শুধু মেরোনা—। না যেতে চাইলে··· গাড়ীতে বেঁধে নিয়ে যেয়ো।" মিট্রীও তাই করতো। তার পর থেকে এলেনা নিরীহ জীবের মত থাকতো। এর আগে তাদের কয়েকটী ছেলে হয়েছিল কিন্তু তার একটাও বাঁচেনি! এবার তাকে প্রসূতি আগারে আনা হয়েছে! বড় বড় সাজানো ঘর—সব খোলা মেলা! প্রচুর আলো বাতাস! কয়েকদিন আগেই—তরুণ পাইয়োনিয়াররা এসে 'সাম্যবাদী মাতা'কে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে!...

ক্রমেই এলেনার চোখে নতুন জগৎ খুলে যাচ্ছে! আগের সমস্ত কদর্য্য ভাব লোপ পাচ্ছে। তার যায়গায় দেখা দিচ্ছে মাতৃত্বের গর্ব্ব—সন্তান গর্ব্ব—নিজের ওপর প্রগাঢ় আকর্ষণ!

সেই বসন্তেই মিটকা যোগ দিল সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রে! বীজ বপনের সময় এসেছে। সকলে তাই নিয়ে ব্যস্ত। ষষ্ঠ দলের নেতা এপিথা চ্যাপ্ট্সেভ —কাউকে না বললেও নিজে মনে মনে ঠিক করেছে যে অন্ততঃ নিকিটার চাইতে বেশী ফসল করতে হবে। অনেক জমীতেই তখন বীজ বপন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু নিকিটা তখনও বীজ বপন না করে জমী চষছে! কেউ তাকে উপদেশ দিতে গেলে সে যায় রেগে······

"দেখো আমায় রাগিয়োনা। ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তামাসা করবার জন্যে আমি বলে আসিনি যে বিঘায় তিরিশ মণ ফসল ফলাবো! আমাকে নিজের মনে কাজ করতে দাও। আমি দেখেছি পরীক্ষা করে যে মাটী এখনো ঠাণ্ডা। এখন ফসল ভাল হতে পারেনা!" সে তাই দেরী করে।

*

পৃথিবী আচ্ছন্ন! নিটোল তরুণী প্রথম স্বামী-সঙ্গের পর যেমন অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ে বিছানায়—পৃথিবীও যেন তেমনি বিহ্বল! সে যেন নিকিটাকে আহ্বান করছে ইঙ্গিতে!…

(৩)

অনেক আগে কিরিল ভেবেছিল আলই নদীতে একটা বাঁধ দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে জল সেচনের ভাল বন্দোবস্ত করার কথা। লোকে তখন তার যুক্তিতে বেশী আস্থা স্থাপন করেনি। তবে আজ আর সেটা শুধু পরিকল্পনা নয়—প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আগে যেটা পড়ো চাষীর জমীই ছিল—আজ সেখানে বিরাট কলকারখানা গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার লোক খাটছে! একটু দূরেই চমৎকার উড়ো জাহাজের আড্ডা করা হয়েছে। তার পাশেই ইলিম সহরে বড় সিমেন্টের কারখানা। ফলে সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের উৎপন্ন ফল মূলের ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই কৃষিক্ষেত্রের কর্তাদের নজর দিতে হচ্ছে বেশী উৎপাদনের দিকে। জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করতে গেলে আলাই নদীর বাঁধ বিশেষ প্রয়োজন! তাই আবার সকলে উঠে পড়ে লেগেছে নদী বাঁধতে। কিন্তু তাতে প্রচুর খরচ। অন্ততঃ তিন হাজার শ্রমিককে খন্তা, শাবল, কোদাল নিয়ে কাজ করতে হবে! এছাড়া, ঘোড়া, সিমেন্ট—ইট-পাটকেল তো থাকবেই। মোট কথা সরকারী সাহায্য না পেলে সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রে নিজের ঘাড়ে এ দায়িত্ব নিতে পারেনা। শুধু তাই নয়। নানারকম কৃষিক্ষেত্রের দলের সবাই আবার একমতও নয়! যারা ডেয়ারী ফার্ম করে’ গরু ঘোড়া নিয়ে কাজ করে তারা দেখলো যে বাঁধ দিলে তাদের গরু-ভেড়া চড়াবার যায়গা নষ্ট হবে। তারা তাই চায় পুকুর—বাঁধ নয়! শুধু মাত্র যারা ফল মূল বিক্রী করতো সেই সামগ্রিক চাষীরাই বাঁধ দেবার স্বপক্ষে!

কিছুই সিভাসেভের নজর এড়ায়নি! সে তাই সমস্ত চাষীদের ধরে নানা রকমে বোঝাতে চেষ্টা করছিল—কেন এ বাঁধ দেওয়া ভাল! ফলে ক্রমে ক্রমে ছেলে বুড়ো সকলেই বাঁধের পক্ষে মত দিল। সকলের সমবেত চেষ্টায় সেই বাঁধ দেওয়া হয়ে গেলে—সেখানে দেখতে দেখতে ছয় সাতটা স্কুল গড়ে উঠ্‌লো। কেউই আর তাতে আপত্তি করলোনা। তুমুল আপত্তি উঠ্‌লো কিন্তু থিয়েটার ঘর করা নিয়ে।

প্রস্তাব ছিল—প্রায় তিন হাজার লোকের বসবার উপযুক্ত স্থান নিয়ে থিয়েটার ঘর করা হবে। এবং থিয়েটার ঘর করা সম্বন্ধে কোনও মতভেদ ছিলনা—তবে কোন গ্রামে করা হবে—তাই নিয়ে হচ্ছে বিরোধের মুল। সকলেই চায় তার গ্রামে হওয়া। সিভাসেভের বাড়ীর সভায় হয়তো পোল্ডোমালোভোর প্রতিনিধি বলছে—

"আমাদের গ্রামের অতীত ঐতিহ্যের দিকে নজর রাখলে—সেখানেই এটা করা উচিৎ! পারস্যের শাহ্ আমানুল্লা আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে গেছিলেন। শুধু তাই নয়—এখানের গর্কী পাহাড়ে ভাল মাটী পাওয়া গেছে। শীগ্‌গীরই এখানে বড় শিল্প গড়ে উঠবে—। তখন এর প্রতিপত্তি আরও বেশী হবে।"

তখন হয়তো আলাই এর প্রতিনিধি উঠে বলতো—"অনাদি কাল থেকে আলাই হচ্ছে বাজারের আড্ডা। এখানে সকলকেই আসতে হবে। এখানে শিল্প রয়েছে এবং এটাই সব যায়গার কেন্দ্রে অবস্থিত। অতএব এখানেই থিয়েটার ঘর হওয়া বাঞ্ছনীয়! এছাড়াও আলাইএর অতীত ঐতিহ্য আছে!"

অবশেষে এপিথা উঠে সব সমস্যার সমাধান করেছিল! থিয়েটার ঘর ত্রসকীতে করা হ'ক। আমাদের অতীত ঐতিহ্যের দরকার নাই। বিপ্লবী ইতিহাসে ত্রসকীর দান বেশী। সেখানে চমৎকার পার্ক রয়েছে। যায়গাও ভাল। দূরের গ্রামের লোকেরা মোটরে, বাসে যাতায়াত করবে—তাহলেই চলবে।

ফলে থিয়েটার ঘর ত্রসকীতে করা হ'ল। ত্রসকীর হ'ল রূপান্তর—ইয়োরোপের যে কোন প্রধান নগরীর সাথে তার তুলনা চলতে পারে।

চিত্ত-সংযম

(১)

"আচ্ছা প্রেম কাকে বলে? অস্তগামী সূর্য্যের ম্লানায়মান রশ্মি থেকে আহৃত প্রেম কণা দিয়ে পূর্ণ আমার বিরাট উদার প্রেম উপহার দিচ্ছি তোমায়। বসুন্ধরার মত নিরেট, ঊষার মত শুভ্র—এ প্রেম।"...

—জেলে গান গেয়ে গেয়ে নদী বেয়ে যাচ্ছিল! জলগায় জেলেকে রোজ গান গাইতে শুনলেই টৈকা বেড়িয়ে আসতো মোহাবিষ্টের মত! তার প্রেমেরই বর্ণনা করছে যেন জেলে! জেলে তাকে পাগল করে দেয়... তার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে ঐ দূরের নীলাভ জঙ্গলের মধ্যে—যেখানে গাছে গাছে ধরেছে অফুরন্ত ফুল—শাখে শাখে ডাকে পাখী! টৈকা এ নির্জ্জনতা সহ্য করতে পারেনা! তার ভয় হতো যে ছোট্ট কিরিলকে হয়তো পাড়ার ছেলেরা পিতৃ-পরিত্যক্ত বলে ক্ষ্যাপাবে! কিন্তু সুখের বিষয় তাতো হয়নি—বরঞ্চ সেই সকলের নেতৃত্ব করতে সুরু করেছিল। একদিন সবাই তাকে জিগ্যেস করে—"বাবা কি?"

ছোট্ট কিরিলও ঘাড় উঠিয়ে উত্তর দিলো—

"সেই তো ক্যাসিষ্টদের মাথা!" তাছাড়া কিরিলের গল্প করবারও ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। সন্ধ্যে বেলা হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ছেলেদের নানা গল্প শুনিয়ে এমন মশগুল করে রাখতো যে কিরিল না হলে তাদের এক দণ্ডও চলা ভার হয়ে দাঁড়ালো!

টৈকাকেও কেউ কোনওদিন অসম্মান করেনি। অথচ প্রথমে টৈকার কত ভয় হয়েছিল যে বোধহয় সকলে স্বামী পরিত্যক্ত বলে তাকে উপহাস করবে। বরঞ্চ পাড়ার সব মেয়েরা তার কাছে সকালে বিকেলে নানা রকমের

উপদেশ নিতে আসতো! কেবলমাত্র ট্রাক্টর চালকদের দৃষ্টির সামনে টৈকা একটু সঙ্কুচিত হ'ত। একদিন সে নিজের কানে শুনলো--কে যেন পেছন থেকে বলছে—

"হ্যাঁ এমি সুন্দরীর পেছনে ঘোরা যায়—একে নিয়ে আমি রাত কাটাতে রাজি!..."

কিন্তু অমি একজন তাকে ধমকে উঠ্লো—

"চুপ—ও তোদের কাট্কা নয়!" কাটকা হচ্ছে সব পুরুষদের রীরংশা জাগানো মেয়ে! মুখে কোনও কথা আটকায়না—কারণে অকারণে হাসে! একদিন টৈকা তাকে ধমকালো—

"কি করছো তুমি কাটকা? মাতালের মত এমন করে বেড়াচ্ছ কেন? এমন সুন্দর মেয়ে!"

সে তার উত্তরে কিছু না বলে পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলে স্তনযুগ বের করে দৌড়ে চলে গেল ট্রাক্টর চালকদের মধ্যে!—বলে গেল—"আমাদের কোনও তফাৎ নেই।"

"না নিশ্চয়ই আমরা এক নই..." টৈকা মনে মনে ভাবলো...

কিন্তু সেই জেলের গান? তাতো টৈকা ভুলতে পারছেনা!

(২)

হঠাৎ একদিন বরফ পড়ে সমস্ত জমীজমা সাদা হয়ে গেল। সেই বরফের চাপে যত চাষ করা ক্ষেতের এমন ক্ষতি করলো যে তা বলা যায়না।

টৈকা বিগ্রেড নিয়ে ছয়টী ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর দিয়ে জমী চষবার কথা। কিন্তু বরফগুলো তখনো ভাল ভাবে সারানো না হওয়ায় টৈকা আরও কিছুদিন দেরী করা সাব্যস্ত করলো।

এখন আর আগের মত প্রত্যেকের জমীর আলাদা আলাদা সীমানা নেই। সব আল ভেঙে দেওয়া হয়েছে ; শুধু কতগুলো বড় বড় ভাগে বিভক্ত রয়েছে সমস্ত জমীটা। এখন জমীতে ঢুকতে যেতেই সাইন বোর্ড টাঙানো—অমুক বিগ্রেডের এলাকা !

তারপরে বরফ গলতে সুরু করলে টৈস্কা মাথায় রুমাল বেঁধে তার দলবল নিয়ে চললো ক্ষেতে ! সেই জমাট শীতের মধ্যে ট্র্যাক্টর চালানো সোজা কথা নয় ; তবু টৈস্কার মনে হচ্ছিল যেন এই জীবনই এখন সে চায়—! তার প্রথম জীবনের সফেদার বৃত্তি—আর এখনকার ট্রাক্টর চালানোর মাঝে কয়েকটা দিন যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেছে সে দিনগুলো···। এখনই সে অনুভব করছে জীবনের বিরাট সার্থকতার উন্মাদনা !—

(৩)

টৈস্কা চলে যাবার একটু পরেই কিরিলের ঘুম ভাঙলো। অভ্যাস মত ঘুমের ঘোরেই সে টৈস্কাকে জড়িয়ে ধরতে যেয়ে হতাশ হয়ে জেগে উঠলো ! তখনো সে ভাবছিল যে হয়তো টৈস্কা পাশের ঘরে শুয়ে রয়েছে ! কিন্তু টেবিলের ওপর চিঠি পেয়ে আর কোনও সন্দেহ রইলো না ! কিরিল খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লো চিঠিখানা !

“তবে ফেনিয়ার সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা নিয়ে টৈস্কা রাগ করেনি। ‘কেন তুমি এমন করলে ?’—সত্যিই তো আমি হলেও কালকার অপরাধ জীবনে ক্ষমা করতে পারতাম না !”

টৈস্কা ঘর থেকে নিজের ছবিটা পর্য্যন্ত সরিয়ে ফেলেছে। সেখানে রয়েছে কিরিলের ফটো—আর তার নীচে লেখা—“এখনো তোমার চাষামী গেলনা কিরিল !”···

'সত্যিইতো কিরিলের ভেতরকার চাষা বোধহয় এখনো আগেরই মত ! না, এভাবে চলবেনা—চাষীমনের ধ্বংস করতেই হবে—' কিরিল ভাবে।

কিন্তু তবু কিরিলের সোয়াস্তি নেই। এক সময় লাঞ্ছিত আত্মাভিমান প্রবল হয়ে উঠ্ছে "কিরিল কারও কাছে ছোট হবেনা কোনও দিন !" আবার মনে হয়েছে "ক্লৈকা কেন এত দূরে চলে গেলে ?—তোমায় ছেড়ে থাকা যে কত কঠিন তাতো জানো !"

আন্নুস্কার ঘরে এসে কিরিল দেখলো যে সে লেপমুড়ী দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কিরিলের আসা_টের পেয়েই পাকা গিন্নীর মত আন্নুস্কা বলে উঠলো— "তোমার জন্যেইতো মা তার মার কাছে চলে গেলেন। আমরা তোমায় কত ভালবাসি আর তুমি কিছু করনা ! তুমি পেটী বুর্জোয়া নিশ্চয়ই !"

কিরিল তাকে বোঝায়—"না পাগলী তা নয়—এর জন্যে আমি বা তোর মা কেউই দায়ী নই।'

অবিলম্বে আন্নুস্কা উত্তর দেয়—"তাহলে কি কোন ভগবান ?" ঠাকুরমা যে সব সময় তার কথা বলেন ?"

—"তার চাইতেও খারাপ"—কিরিল উত্তর দেয় !

—"আমি কিন্তু বিয়ের সময় সোজা চুক্তি করে নেব—কেউ কাউকে খাঁটাতে পারবেনা। কেউ যদি খাঁটায় তবে তাকে বিদায় দিতে হবে—ওসব চালাকি চলবেনা !"

আন্নুস্কার ঘর থেকে বেরিয়ে কিরিল বেজায় দমে গেল ! মন ভাল করবার অন্য উপায় না থাকায় সে দ্বিগুণ জোরে কাজ করা ঠিক করলো।

তার হাতে তখন একটা কাজ ছিল। কয়েকদিন আগেই সহর পরিষ্কার করার পরিকল্পনা করা হয়—এবং ম্যুনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জীনীয়াররা যে সমস্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে তাতে অনেক টাকার দরকার। কিরিল তাই সব বাড়ীদারদের এক বৈঠক ডাকিয়েছিল। সেখানে নিজে খুব ফিটফাট হয়ে চলে যায়। বেশীর ভাগ বাড়ীদারই নোংরা কাপড় চোপড়ে, দাড়ি না

কামিয়ে এলে হাজির ! কিরিল তাদের সবাইকে কঠিন বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করে দেবার পরে—তারা আপনা আপনি সব বাড়ীঘর রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করতে থাকে ! ইঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পনার প্রয়োজনই হয়না !

কাজের মধ্যেই কিরিল শান্তি পেল ! ভাগ্যক্রমে বোগদানভ তখন ছুটিতে যাওয়ায় কিরিলের আরও সুবিধা হ'ল। সে দিন রাত কাজে ডুবে থাকলো। এমন কি কেনিয়াকে দেখলেও সে এড়িয়ে যেতে লাগলো—তার সামনে পড়লে কিরিলের নিজেকে অপরাধী মনে হয়। একদিন কেনিয়া কাজকর্ম্মের অবকাশে কিরিলকে সান্ত্বনা দেবার ছলে জানিয়েছিল—

"দরকার হলেই আমি তোমার পাশে দাঁড়াবো—কিরিল তুমি কিছু ভেবোনা—আমায় ডাকলেই আসবো !"

কিন্তু কিরিল তাও চায়না !···

(৪)

ঠিক সেই সময় চিত্রকর আরণভোভ সেখানে এলো ! সমস্ত রাশিয়া জুড়ে তার জয়গান ! তাকে নিয়ে কয়েকদিন কিরিলের বেশ কেটে গেল ; কিন্তু তারপরে আবার অবসাদ !

একদিন আরণভোভের ঘরে যেয়ে কিরিল বসলো। সে তখন আঁকছিল ! পাহাড় ঘেরা বনের পথে কয়েকটা নগ্ন রমণী চিত্র ! সবাই ঘাসের উপর শুয়ে রয়েছে। এক একজন এক এক ভঙ্গীতে আছে—আর খুব ভীষণ ভাবে কোনও বিষয় বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে । একটু দূরে একটা আরাম কেদারায় অন্য একটী অস্পষ্ট চিত্র। সে ছবিগুলোর ভাব কিরিলের বড় চেনা মনে হল—

"কেনিয়া না ? তাকে তুমি দেখলে কেমন করে ?"

"তাকে পেয়েছি নদীর ধারে। শিল্পীদের অনেক দোষই কমার্হ। তিনি যখন নাইতে জলে নামবেন ঠিক করে পাড়ে একটু শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময় আমার নজরে পড়ে যান। তাই অপূর্ব্ব সুযোগটা না হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনে করে রেখেছি। তাকে দেখে আমি তারদিকে এগিয়ে যাই কিন্তু তিনি লজ্জিত না হয়ে আমার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে ঠিক এমনি করে তাকালেন। সে দৃষ্টি কিন্তু আমার জন্তে ছিলনা। যার স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন—তার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আমার দিকে তাকালেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী—কিন্তু কেমন যেন নির্জ্জীব! বোধহয় আজ পর্য্যন্ত কোনও যাদুকরের দেখা পাননি যে তার মনের কোঠায় ঢুকতে পেয়েছে।

হতে পারে···তবে আমিতো জানি তার কুমারীত্ব নেই।

"তা হলোইবা!—প্রথম প্রণয় পাত্রই সব সময় জীবন সঙ্গী নাও হতে পারে!—

"সে যাকগে—ঐ আরাম কেদারায় কে?

"ওটী হবে কোনও 'মা'—'মাতৃত্ব' বুঝলে?

"ঠিক না—"

"দেখছোনা এত বিল্পব—ধ্বংস টাইফান, দুর্ভিক্ষের চাপে পড়ে আমরা ভুলে গেছি যে রাজনৈতিক জগত ছাড়াও মেয়েদের অন্ত জগত রয়েছে—তাহচ্ছে মাতৃত্বের জগত—মেয়েদের সবচেয়ে সেরা কর্ত্তব্য!

"ওঃ ওটা যে তোমার অটো ভাইনিঙ্গেরে মত কথা হ'ল?"

"না—ঠিক তা নয়—সে বলে যে মেয়ে মাত্রেই পুরুষের চেয়ে হীন তাই তার ক্ষেত্র হচ্ছে একমাত্র ঘর বাড়ী, রান্না করা আর স্বামীর যৌণ ক্ষুধা মেটানো! কিন্তু আমি তা বলছিনা! তোমার মনে নাই? রোমে যেয়ে ধ্বংসাবশেষের ভেতর কেমন দেখেছিলাম অতীতে তারা মেয়েদের মাতৃত্বের কি স্তুতি করতো? জগতের অন্ত সব জিনিষের চেয়ে যৌণ ক্ষুধা ছিল

উঁচুস্তরের জিনিষ। সেটাই আমাদের আদর্শ! আমি চাইনে অন্য সব জিনিষের সঙ্গে মেয়েদের মাতৃত্বের পূজা—'এই মাতৃত্বই তাদের কুকুর বেড়াল থেকে তফাৎ করে। আমি এই ছবিটা আঁকবো গর্ভিনী মাতার। বুর্জোয়া সমাজে গর্ভবতীকে সবাই দেখে বীভৎস দৃষ্টিতে! সমাজের পরিবর্ত্তনের—সঙ্গে সৌন্দর্য্যের ধারনাও বদলায়! আমাদের সাম্যবাদী সমাজে গর্ভবতীই হবে সুন্দরী!······তবে আমি এখনো "ঠিক তেমন মেয়ে দেখিনি—যাকে কল্পনা করে ছবি আঁকবো! অনেক গর্ভবতী মহিলাকে দেখেছি—তবু তাদের ভেতর আমি যা চাই তা পাইনি!—"

কিরিলের মনে পড়লো ষ্টেকার কথা। 'বন্ধু তুমি সোজা সেরকী বুয়েরাকে যাও—সেখানে ট্রাক্টর পরিচালকের কাছে চিঠি দিয়ে দেব। সে তোমাকে কয়েকটা চমৎকার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।"

আরণভোভ তাই করলো।

(৫)

আরণভোভ সেরকী বুয়েরাকে চলেছে। মস্কো থেকে অস্ত্রাখানে যাবার জন্য সত্তর ফিট চওড়া রাস্তা। দুপাশে আল ভাঙা শ্যামল শস্য ক্ষেত্র—বাধা বন্ধ হারা! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! শিল্পীর চোখে শাশ্বত সৌন্দর্য্য!

কিছুদিন আগেই মস্কোর বিতর্কের কথা তাঁর মনে পড়লো। সেই সঙ্গে ইয়েভগ্রাফ এর উপদেশ—"বন্ধু পালাও এদের বক্তৃতার কাছ থেকে যেয়ে দেশের সামগ্রিক কৃষি ক্ষেত্র—কারখানা—মাঠ ঘাট থেকে তোমার আদর্শ যোগার কর! এখানে থাকলে মারা যাবে।—" তারই যুক্তি নিয়ে সে বেড়িয়েছে।

দেখতে দেখতে আরণভোভ সেরকী বুয়েরাকের কৃষিক্ষেত্রে এসে পড়লো।

কাটকা একটা বিরাট 'স্টালিনাইট' ট্রাক্টর চালাছে!—আরণভোভকে দেখেই তার উচ্ছ্বাস বেড়ে গেল!—কাটকা তাকে ডেকে পাশে তুলে নিল।

আরণভোভ জিগ্যেস করলো—

"কদ্দিন তুমি ট্রাক্টর চালাচ্ছো?"

"ক্যাথা বোড়া অবস্থা থেকেই।"

"মানে?"

"মানে বুঝলেন না—মায়ের দুধ যখন থেকে খাচ্ছি তখন থেকেই আমি ট্রাক্টর চালাই—এবার বুঝলেন?—বলেই কাটকা হেসে উঠলো। কিন্তু আরণভোভ ঐ হাসিতে যোগ দিলনা। একটা অন্য জিনিষের ওপর তার দৃষ্টি। কাটকার নজর তা এড়ালেনা···

"ঠিক নজর করেছেন দেখছি! এইতো আমাদের ব্রিগেড নেত্রী! বেশ টাট্‌কা মাল অনেক দিন মানুষের ছোঁয়া খায়নি—যাননা একহাত দেখুন গিয়ে।"······

"কি অসভ্য তোমার কথা গো?"

"আমি খারাপ তাতে আপনার কি? আপনি ও তো চাচ্ছেন একটি কোনও সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে মজা করতে? সত্যি না? যাননা তবে এর কাছে বেশ টাট্‌কা।"···

টেকা তখন পুরুষের পোষাকে পুরুষালী ঢঙে পথ দিয়ে এগোচ্ছিল। আরণভোভ থাকতে না পেরে এগিয়ে যেয়ে অভিনন্দন করলো—। কিন্তু প্রথম প্রণয় জানাতে যেয়ে যেমন প্রণয়ী কথা হারিয়ে ফেলে, ঘাবড়ে যেয়ে ঘামতে লাগে সেও তেমনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আর তার মনে হতে লাগল—এই আমার ছবির মা হবে। এতেই আছে খাঁটী মাতৃত্ব। এই আমার আদর্শ।

(৬)

ট্রৈকা চলে যাবার পর থেকে কিরিলের মা ট্রৈকার সব দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার চেষ্টা করলো! বাড়ীটাতে অনেক ঘর হওয়ায়—বুড়ো বয়সে তিনি সব দিক সামলাতে পারছিলেন না! ক্রমে ক্রমে কিরিলের ঘরে নানা অপ্রয়োজনীয় জিনিষের ভীড় জমতে থাকে!—গোটা বাড়ী যেন কেমন অপরিচ্ছন্ন আকার নেয়! তবু কিরিল সাহস পায়না বাইরের কাউকে ডেকে কাজ করাতে। তার ভয় হয় পাছে সে যেয়ে তাদের গোপনকথা সবাইকে বলে হাস্যাস্পদ করে তোলে!

নতুন কাজের চাপ কমে গেলে কিরিলের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌লো। আমুকাকেও এখন বাড়ীতে পাওয়া ভার। সে তার তরুণ পাইওনীয়ার দল নিয়ে ব্যস্ত। বেচারা কিরিলকে বাধ্য হয়ে মনমরা দিন কাটাতে হচ্ছে।

একদিন সে বসে খবর কাগজ পড়ছে। চারিদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে যেন প্রতিযোগীতার মহড়া লেগে গেছে। ভলগা উপত্যকায় ব্রিগেড নেতা পোলাগুটীন সতেরশো বিঘা জমী চাষ করেছে এক ট্রাক্টর দিয়ে। কে বিঘায় তিনশো কুড়িমণ ফসল ফলিয়েছে এই সব! তাদের সবাইকে ছাড়িয়েছে নিকিটা গুরিয়ানভ। সে করেছে তিনশ তেতাল্লিশ মণ।

একটু ওল্টাতেই নজরে পড়লো ট্রৈকার প্রশংসা। সেও অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। গোটা সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে তার প্রশংসা হচ্ছে। এমনকি সেও সেই সমস্ত প্রশংসা পত্রের উত্তর দিয়েছে! এক আর্ম্মেনিয়ান সামগ্রিক কৃষিক্ষেত্রের নারীর চিঠির উত্তর দিচ্ছে ট্রৈকা—

"অন্য সবাইর মত আমিও মানুষ। সকলেই আমার মত কিংবা [illegible] চেয়ে বেশী খাটতে পারে। আমিও অন্য সবাইর মত পার্টি, দেশ[illegible] কম্যুনিষ্টদের ভালবাসি। আমার একটী ছেলে আর একটী[illegible] আমি সংসারও করি এবং কাজও করি তাই দেশের [illegible]

সম্মান করছে। কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা জীবনকে অনুভব করতে পারি”……।

চিঠি পড়ে কিরিলের মন খারাপ হয়ে গেল। সে বুঝল যে এ ষ্টেকাকে ফেরানো অসম্ভব। তবু সে তাকে ভুলতে পারে না।…

হঠাৎ কাগজের কোণের একটা খবরে তার মনটা অন্য দিকে ফিরলো—প্যাভেল ইয়াকুনিন, নিকিটা বেলভ ও আইভান সিরোডিন তিনজনে মিলে বহুদূর এরোপ্লেনে সফর দেবে। তাতে নতুন করে প্যাভেলের কথা মনে পড়লো। নাটশা মারা যেতে প্যাভেল পাগলের মত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় কিরিলের সঙ্গে দেখা হয় হোটেলে।—তখন প্যাভেল বলেছিল—

“একবার কোনও বক্তৃতায় এক সাহিত্যিক প্রেমের কথা তুলতেই আমি তাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা বুর্জ্জোয়া সমাজের ধ্বংসাবশেষ; কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি অন্য জিনিষ। নাটাশাকে আমি ভুলতে পারছিনা—এটাকি অন্যায় হচ্ছে আমার? আমায় ছুটী দিন—আমি একটু আকাশে উড়বো।—”

কিরিল সেই অনুরোধ রেখেছিল। তাই প্যাভেল লেনিনগ্রাডে শিক্ষা নিয়ে আজ দূরপাল্লায় উড়তে যাচ্ছে। কিরিল তৎক্ষণাৎ তাকে টেলিগ্রাম করলো—

“প্যাভেল যাবার আগে নিজের দেশে এসো—”

ঠিক তখনি ইগার কুভায়েভ এসে তাকে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে ইতস্ততঃ করছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সে বললে যে পরদিন জিক্কা সঙ্গে তার বিয়ে।—তাতে কিরিলকে না থাকলে চলবেনা। কিরিল রাজী হ'ল।

কিন্তু সে চলে গেলে কিরিল ভাবতে লাগলো জগতে তো সবাই সব নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।—সে কেন তা পারছেনা। কিরিল ভাবে ফেনিয়াকে ডাকলে কিরকম হয়—কিন্তু মন থেকে সাড়া পায় না।

নির্দিষ্ট দিনে কিরিল ইগরের বিয়েয় এসে হাজির হ'ল। আরও বহু লোক এসেছে সে বিয়েয়। ঘরের এক কোণে জিকা ও ইগর বসে রয়েছে। ভাল সাজ পোষাকে জিকাকে বেশ দেখাচ্ছিল। সেই ভোজে কিরিল পেট ভরে মদ খেল। তারপরে গাড়ীতে উঠে সফেয়ারকে বললো যেদিক খুশী চল! কিছুক্ষণ পরে আবার বললো "না—সেরকী বুয়েরাকেই চল—।" বলেই সে সোজা হয়ে বসলো গাড়ীতে!······

(৭)

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পিপলস্ কমিশার কর্তৃক প্রদত্ত উপহার দেওয়া সেই বড় নীল গাড়ীখানা ক'রে অন্ধকারের বুক চিড়ে কিরিল সেরকী বুয়েরাকের পথে চলেছে। ঐ পথেই প্রথম পিটারের সময় ক্যাপ্টেন তাতিশচেভ ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতো। প্রথম পিটার যখন রাশিয়াকে গালিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছিলেন, তখন এই ক্যাপ্টেন তাতিশচেভ এখানে এসে এক তামার কারখানা খুলেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে উপযুক্ত বেতন রীতিমতভাবে পাওয়া সত্ত্বেও সমস্ত সৈন্যরা তামার কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে ডাকাতি সুরু করে দেয়। তখন ক্যাপ্টেন তাতিশচেভ তাদের ধরে হাল্কা শাস্তি দিতেন 'ফাঁসি' দিয়ে; আর ভয় দেখাতেন আরও ভয়ঙ্কর শাস্তির—অর্থাৎ নাক কান কেটে জ্যান্ত মানুষকে মাটীতে পুতে ফেলা! সেদিন্—নূতন কারখানা করতে যেয়ে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে অগণিত মানুষের হাড় বেড়িয়ে তার আমলের নিষ্ঠুর অত্যাচারের সাক্ষী দিল!

কিরিল এই সমস্তই ভাবছিল শুধু নিজের ভেতরের অহর্নিশ সেই এক চিন্তা চেষ্টার কথা চাপা দিতে! কিন্তু সে যাই ভাবুক, না কেন—যাই

করুক না কেন—ঘুরে ফিরে সেই টৈকার ভাবনাতে তাকে আসতেই হয়। এখনো তার মনে হ'ল একবার যদি টৈকার দেখা পাই—যতদূরে থেকেই হ'কনা কেন—তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবোই। সে কথা মনে হতেই কিরিলের কল্পনা পাখা মেলে। সে কল্পনা করে যে টৈকাকে পাশে বসিয়েই সে গাড়ী চালাচ্ছে।

আঁকা বাঁকা পথের ওপর দিয়ে কিরিলের গাড়ী চলেছে। পেছন থেকে শুধু পিচের রাস্তার উপর গাড়ীতে চাকার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভোরের আঁধার কেটে আস্তে আস্তে দিনের আলো দেখাচ্ছে। দূরে একপাল বন্য পাখী উড়ে এসে পাশের বিলে বসলো! আর সামনেই বিশাল জল রেখা!

কিরিল অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো সফেরারকে—"এ কোথায় নিয়ে এলে আমায়?"

"কেন? সেরকী বুয়েরাকের পথে? সামনের এটা যে আলাই নদীর ওপরে বাঁধ বেধে করা হয়েছে!

"তাই বল—এটা তো আমারই যুক্তি"—কিরিল মনকে প্রবোধ দেয়! সেই স্বচ্ছ জলাধারে চড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য পাখী! কিরিল শিকারের জন্ত পাগল হয়ে উঠলো। কিন্তু উপায় নেই!

আশে পাশের কেউ কখনো এতবড় গাড়ী ওপথ দিয়ে যেতে দেখেনি! তাও এত জোরে, সবাই তাই ভাবছিল—কে এমন পাগলের মত গাড়ী চালাচ্ছে!"

কিরিল জানতোনা যে সে ভোরেই জেগে আবার গান ধরেছিল—কেমন করে দয়িত ফিরে এসেছিল তার কাছে। সে তখন জাল টেনে অবসন্ন হয়ে পড়ে শুয়ে পড়েছে আর দয়িত আসছে সেই সময়ে। প্রিয়ার পদাঘাতে ফুটে উঠেছে ফুল—বাড়ছে সৌরভ!

*　　*　　*

টৈকা তার পুরুষালী পোষাক ছেড়ে তন্বী তরুণীর কোমল ফ্রক পরেছে। চোরের মত চুপি চুপি সে অভিসারে চলেছে গানের আকর্ষণে! মনে মনে গুঞ্জন করছে—

"যোসিক! আমার কোনও দোষ নেই—তবে? কিরিল—হ্যাঁ—

দুটো নামই তার মনে গুলিয়ে যাচ্ছে—আর ঐ জেলে অনবরত কি সর্ব্বনেশে গান গেয়ে যাচ্ছে! টৈকা পাগল হয়ে যাচ্ছে! আত্মহারা টৈকা চলেছে! সামনে খোলা যায়গায় চেরী গাছের তলে একটা কুঁড়ে—সেইখানে রয়েছে আরণল্ডোভ! কালই সে টৈকাকে বলেছে—"তোমার মত মেয়ে কোথাও নজরে পড়েনি—আমি তোমাকে দিয়েই মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি আঁকবো।"

সে তাকে আরও কত কথা বলেছে—শিল্পকলা, বিদেশের কত গল্প! আরণল্ডোভের গল্প শুনতে শুনতে টৈকা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে! গল্পের ঝোঁকে দুজনে চলতে আরম্ভ করলে আরণল্ডোভ সাহস না পেয়ে শুধু টৈকার একটা আঙুল হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছে। আর টৈকা ভেবেছে—

"কি লাজুক!"

আর "কি চমৎকার" ভেবেছে আরণল্ডোভ!

তারপর তারা কিরিলের গল্প বলেছে! টৈকা তার ভেতরে দেখতো জগৎ জানা লোকের প্রতিচ্ছবি! কোমলে কঠোরের অদ্ভুত সংমিশ্রণ—যে তাকে নিজের পর্য্যায়ে সমান করে দেখে! সে মাতৃত্বের পূজা করতে সুরু করলেই কতবার টৈকার মনে হয়েছে তার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে!

কিন্তু এখন সে তার কাছে যাচ্ছে কেন? যোসিককে শুধু বারণ করতে—যে তাদের দেখাশোনা বেশী না হওয়াই ভাল—কারণ কে জানে কখন কোথা থেকে কি হয়ে দাঁড়ায়!"

দূরে ভলগার পার ধরে কে যেন এগিয়ে আসছে। প্রথম প্রভাতী আলো পড়েছে তার গায়! ষ্টেস্কা দৌড়ে গেল তারদিকে এগিয়ে—"বোগিফ! আরণভোভ্! তুমি তাহলে ঘুমোওনি!"

"না"—ঐ ছেলেটার গান শোন, ষ্টেস্কা" ষ্টেস্কার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে সে গান শুনতে লাগলো! ষ্টেস্কার অজ্ঞাতে অন্ত হাত দিয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরলো!

ঠিক সেই সময় নীচে বিরাট নীল গাড়ীটা এসে মুহূর্ত্তের জন্ত থেমেই আবার হু হু শব্দে বেড়িয়ে চলে গেল! সেই দৃশ্য কিরিলের মনে এঁকে রইলো চিরদিনের জন্তে!

পাগলের মত কিরিল কারখানার কাছে এসে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের ধারে চলে গেল—সেখানে যেয়ে আগের অভ্যেস মত ঘোড়া সমেত পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো!······

(৮)

অতর্কিতভাবে লাফ দেওয়ায় ঘোড়ার পাঁজর ভেঙে সে মারা গেল। কিরিল ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর তাকে পুরো সাতদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়! তখন সারা সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে সহানুভূতি এসেছে! মস্কোর সরকারী দপ্তর জানতে চেয়েছে যে ভাল ডাক্তারের সাহায্য প্রয়োজন কিনা! তাহলে উড়ো জাহাজে করে ডাক্তার পাঠান হবে। তরুণ পাইয়োনীয়ারদের নিয়ে আনুস্কা এসেছে কিরিলকে ধমকাতে! ফেনিয়াও এসেছিল তাকে দেখতে। সে ঠাট্টা করেছে কিরিলের পাগলামীকে!

"এসবের কিছু দরকার ছিলনা" সে বলে! "আমি ষ্টেস্কাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি আসবার জন্তে!"

"না সে আসবেনা" কিরিল সর্ব্বজ্ঞের মত জবাব দেয় !

কেনিয়া চলে গেলে কিরিল তার মাকে জিগ্যেস করে—"মা তুমি বাবাকে ভালবাসতে ?"

"তা না তো কি ? সে যে তোর বাবা !"

"না মা আমি তা বলিনি, আচ্ছা তুমি কি বাবাকে এত ভালবাসতে যে তাকে না দেখলে একদিনও থাকতে পারতে না ?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মার চেহারা বদলে গেল। তিনি অতীতের রহস্যঘন জগতে প্রবেশ করে লুকানো জিনিষ বের করে আনছেন ! দুই হাঁটুতে রয়েছে দুই হাত ! দূরে কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন—

"কি হয়েছিল জানিস—তোর বাবা ছিলেন সৈনিক ! গোটা গাঁয়ের ভেতর তার নাম ডাক ! সব মেয়েরাই তাকে বিয়ে করতে চায়। আমরা তখন দুর্থাকার সাথে একই ঘরে থাকতাম। তোর বাবা সেখানে আমার কাছে যেতনা, তারপরে তিনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করলে আমি আপত্তি করিনি।"

কিরিল বললো—"তা হবে—তখন মন বলে কিছু তো ছিল না ! টাকা ধার দিয়ে মন কেনা বেচা হ'ত" !

এবার সে ঠিক করলো যে আর এভাবে থাকলে চলবেনা। প্যাভেল আসছে। তার জন্ত চড়ুই ভাতির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে সে থাবে। তাই বিকেলে সেখানে যাবার জন্ত কিরিল প্রস্তুত হতে লাগলো।

এমন সময় দরজা খুলে আরণড্রোভ ঘরে ঢুকলো ! আশ্চর্য্য, আজ তাকে দেখে কিরিলের একটুও ভাবান্তর হ'ল না। সে বেশ সহজ ভাবেই তাকে অভ্যর্থনা করলো। অথচ এই হাত দিয়েই সে তার স্তেঙ্কাকে জড়িয়ে ধরেছিল ! তবু সম্পূর্ণ সহজ ভাবে সে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলো—

"তোমায় দেখে সত্যি খুব খুশী হলাম"।

উত্তরে আরণভ্তোভ বেশী বাগাড়ম্বর না করে তার নতুন আঁকা ছবি একের পর এক কিরিলকে দেখিয়ে চললো। কিরিল মন্ত্রমুগ্ধের মত তাই দেখছিল। দেখা হয়ে গেলে দুজনে কিছুক্ষণ ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করলো। তারপর আরণভ্তোভ সেরকী বুয়েগ্রাকের গল্প করে—কিন্তু কিরিল দেখে সে টেস্কার কথা এড়িয়ে যাচ্ছে! সে চায় কিরিল তাকে জিজ্ঞেস করুক। আর কিরিল ভাবছে আরণভ্তোভই কথাটা পারুক। কথাটা আরণভ্তোভেরও মনে উঠেছে। সে তাই নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সে ক্রমাগতই কিরিলের কাছ থেকে আত্মগোপন করছে······

"আমার কি দোষ? সে যে কালবৈশেখী! সে ঝড়ের তাড়নে কে কোথায় গিয়েছে কে জানে—। সবারই জীবনে এ কালবৈশেখী এসেছে—কে তাতে বাধা দিতে পারে?" বলি বলি করেও সে কিরিলকে সব কথা বলতে পারেনি। অবশেষে কিরিল তাকে ডেকে নিয়ে প্যাভেলের চড়ুইভাতিতে যোগ দিতে গেল।

(৯)

আরণভ্তোভের সঙ্গে পথে যেতে যেতে কিরিল বললো—

"দেখো বন্ধু আমরা বাঁচতে জানিনা ঠিক করে', আমরা কি যন্ত্রের মত শুধু কাজই করবো? কাজ, কাজ আর কাজ!—আরও পরিপূর্ণভাবে আমরা বাঁচতে চাই। তাই না করে—ফূর্তি করতে এসে আমরা জুড়ে দেই কাজের গল্প!

"ষ্ট্যালিনও তো তাই করেন! একবার একদল লেখকের মধ্যে ষ্ট্যালিনকে দেখেছিলাম। তিনি গাজী-গাথা গেয়ে গেয়ে ফূর্তি করছিলেন—কিন্তু তিনি গান করতে করতেই মন্তব্য করছিলেন—"এবার মেয়েটি ট্রাক্টর চালাচ্ছে—তাকে নামাতে চেষ্টা কর—দেখবে সে ক্ষেপে গিয়েছে"—

সুতরাং দেখলে তিনি স্ফূর্তির সময়ও দেশের কথা তোলেন না! কিরিল কোনও উত্তর করলোনা।

তারা ধীরে ধীরে এক ক্যাম্প ফায়ারের পাশে এল। সেখানে সব মেয়েরা জটলা করছিল। তারা কিরিলকে দেখেই উল্লাসভরে এগিয়ে এল। কিরিল অনেক কষ্টে তাদের কবল থেকে এগিয়ে গেল অন্য দল পুরুষের কাছে! সেখানেও হৈ চৈ। সেখান থেকেও উঠে আস্তে আস্তে কিরিল প্যাভেলের দিকে চললো! দূর থেকে তারা দেখতে পেল যে একটা বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের ম্যাপ নিয়ে প্যাভেল কেনিয়াকে বোঝাচ্ছে—কেমন করে কোনদিক দিয়ে সে তার হাওয়াই সফর সুরু করবে। আর কেনিয়া আত্মবিস্মৃত হয়ে তা শুনছে! আয়রনস্রোত এদৃশ্যে চঞ্চল হয়ে বললো—"এবার কেনিয়া জেগেছে!" তারা এগিয়ে এল তাদের দিকে! তখন ভোর হব হব হয়েছে। প্যাভেল শোনাচ্ছে তার স্বপ্নের কথা—জুলে-ভারনের মত সে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে যাবে এবারের সফর শেষ করে! তার আবেগময়ী বক্তৃতায় সবাই যেন অনুভব করছিল তারা আর এ জগতের মানুষ নয়—তারাও ততক্ষণ চাঁদের রাজ্যে চলে গিয়েছে।

কেনিয়ার চোখ দুটো ভোরের আলোয় জলছে! প্যাভেল ও অনুভব করলো তার ভেতরে যেন কিসের আগুণ ধিকি ধিকি করে এতক্ষণ জলছিল—কিন্তু এখন তা লেলিহান শিখা মেলছে—হটাৎ আবেগভরে সে কেনিয়ার হাত ধরে উঠে গেল—উপত্যকার পথে! দুজনে সেখানে বেড়াতে লাগলো! ভীরু কপোতীর মত কেনিয়া চলেছে প্যাভেলের পাশে পাশে! নিস্তব্ধভাবে দুজনে চলেছে—যেন এ চলার শেষ নাই।

কেনিয়া গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে ডাকলে—"প্যাভেল"—তার গলা কাঁপছে—যেন স্বর বেরোচ্ছেনা—'প্যাভেল'। সে আর থাকতে পারলোনা! বসে পড়লো ঝোপের পাশের নরম ঘাসের ওপর!

"প্যাভেল—শোনো—তুমি আমার সব কল্পনা আর মতবাদ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছো—এখন আমি চাই······বুঝেছো?······আচ্ছা কম্যুনিষ্ট-ভাবে স্পষ্টই তোমায় জানাচ্ছি······আমায় তুমি উপহার দাও······ছোট্ট একটী খোকা" !—তার চোখ মুখ থেকে যেন আগুণ বেরোচ্ছে। সে দুই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলো। বলেই প্যাভেলকে টেনে নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়লো !······

অনেকক্ষণ পরে প্যাভেল বললো—"এবার আমি যাই কেমন? আমার সময় হ'য়ে গেছে! তুমি কিন্তু সাবধান—এখন আর একলাটী নও—!"

ফেনিয়া তার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—"তুমিও কিন্তু ভুলোনা যে এখন একলাটী নও—এখন তিনজনে মিলে আমাদের সংসার।"

সফল-স্বপ্ন

(১)

জয়োল্লাসে গোটা ঘর ভেঙে পড়বার জোগাড়! সে জনসমুদ্রের উল্লাস ধ্বনি যে কখনো থামবে তা মনে হ'লনা! ষ্ট্যালিনকে দেখে বিরাট হাততালি—জয়ধ্বনিতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে!

সভাপতি মণ্ডলীর টেবিলের পেছনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। পিপলস্ কমিসার ভরোশিলভের পেছনে তিনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অগণ্য লোকের জয়ধ্বনি থেকে যেন আত্মরক্ষার জন্যে ভরোশিলভের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন! কিন্তু ভরোশিলভ নিজেই হাততালি দিচ্ছিলেন। ষ্ট্যালিন পিছনে দাড়িয়েছেন জানতে পেরেই তিনি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন—! তখন সেই জনসমুদ্র থেকে গগণভেদী জয়ধ্বনি উঠ্‌লো—

'জয় ষ্ট্যালিনের জয়!'

কিছুক্ষণ পরে জনসমুদ্র একটু শান্ত হলে "আন্তর্জ্জাতিক" গান সুরু হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার সেই জয়োল্লাস! ষ্ট্যালিন দুই হাত উঁচু করে সবাইকে শান্ত করতে চাইলেন। প্রতিনিধিরা আন্তর্জ্জাতিক গাইবার প্রচণ্ড চেষ্টা করছেন। কিন্তু সবই বিফল!

অনেকক্ষণ পরে ষ্ট্যালিন এগিয়ে এসে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সবাইর দিকে ধরলেন—।

"সময় বয়ে যাচ্ছে কাজ আরম্ভ করা যাক।"

নিকিটা গুরিয়ানভ ও ষ্টেক্কার আসতে একটু দেরী হয়েছিল। তারা এসে দেখে যে সমস্ত ঘরের লোকই জয়ধ্বনিতে মগ্ন! তারা দুজনেই হাততালি দিতে সুরু করলো। নিকিটা তো এমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল যে—তার

নাম যখন ডাকা হ'ল সভাপতি মণ্ডলীর সভ্য হতে—তখনো সে হাততালি দিচ্ছে! টৈকা তাকে সাবধান করে দিল! নিকিটা এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় আবার টৈকারও ডাক পড়লো—

"আমরা সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ট্রাক্টর চালিকা টৈপানিডা টৈক-নোগুনা ওগনিভাকে সভাপতি মণ্ডলীর সভ্যা করলাম। তারা দুজনেই তখন সভাপতি মণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার দখল করে বসলো! কিন্তু দেরী করার তাদের পেছনের সারিতে বসতে হ'ল। নিকিটার তা পছন্দ না হওয়ায় সে এগিয়ে গেল। সেই সময় সার্জ্জী পেট্রোভিচ্ পোড্রুকেটনাভ তার হাত ধরে ষ্ট্যালিনের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দিল—

"ইনিই হচ্ছেন আমাদের সেরা কৃষক!" তার পিঠচাপড়ে দিয়ে ষ্ট্যালিন বললেন—

"হ্যাঁ আমি একে চিনি—এসে বসো" বলেই তিনি তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন! নিকিটা একটু পরেই বলে উঠ্লো—

"আমিতো বিঘায় চল্লিশ মণ ফসল ফলিয়েছি! আপনাকে ত্রিশ মণের কথা বলেছিলাম—সেখানে—চল্লিশ মণ করেছি! এবার কি পুরস্কার দেবেন—দিন।"

"পুরস্কার? এ সবই তো তোমাদের, যা ইচ্ছে নাও—"

"তবু আপনার শুভেচ্ছা চাই বইকি?"

"তা বেশ"—ষ্ট্যালিন হাসতে হাসতে বললেন—"তোমার সঙ্গে এপিথা চাপ্টসেভের ঝগড়া কি মিটেছে?"

"তাকে চিনলেন কেমন করে?—" আশ্চর্য্য হয়ে নিকিটা জিজ্ঞেস করলো।—মৃদু হাসির সঙ্গে ষ্ট্যালিন উত্তর করলেন—

"তোমাদের মত সবাইকে না চিনলে কি আমি চালাতে পারি! আচ্ছা এপিথাকে আনবার জন্যে এরোপ্লেন পাঠালে কেমন হয়?"

দূরে থেকে টৈকা লক্ষ্য করলো ষ্ট্যালিন এবং কালিনিন দুজনেই যেন নিকিটাকে কি বলছে! এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ হল।

"বেশ তাই হ'ক—আমিই সভাপতিত্ব করবো"—নিকিটা ভুলে গেছিল যে মাইক্রোফোনে তার ছোট্ট কথাটাই গোটা ঘরের লোক শুনতে পাবে! সে বিব্রত না হয়ে সোজা টেবিলে এসে বসলো—

"নাগরিকগণ, ক্ষেতের বন্ধুরা এবং অন্যান্য সকলে! মিখাইল আইভ্যানো-ভিচ কালিনিনের অনুরোধে আমি সভাপতির গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। এবার কনস্টানটাইন পেট্রোভিচ কাব্‌লেভ বলবে।—"

কনস্টানটাইনের বয়স মাত্র উনিশ কি কুড়ি বছর। সে গোটা দিন ভেবে এসেছিল কি বলবে। কিন্তু অত লোকের ভীড় দেখে তার সব গুলিয়ে গেল। যে কথা সবার শেষে বলবে ঠিক করেছিল তাই দিয়ে সে সুরু করলো—

"দেশবরেণ্য নেতা কমরেড মলোটোভ, কমরেড ষ্ট্যালিন—এদের সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি—"! চারিদিক থেকে সকলে তাকে সাহস দিয়ে উঠ্‌লো। নিকিটা উৎসাহ দিলো—"বেশ বলে যাও—কোনও ভয় নাই—আমরা সবাই তো জানা শোনা—বন্ধুর মত!"

সে তখন সুরু করলো—কেমন করে সে কষ্টের ভেতর দিয়ে চাষবাস করে এখন বিখ্যাত হয়েছে। আগে লোকে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতো আর এখন সবাই কেমন তাকে সমীহ করে—এই সবের লম্বা কাহিনী! গোটা ঘর তার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে সমর্থন জানাচ্ছিল! একে একে আরও অনেকে বক্তৃতা করলো। কিন্তু টৈকার মনে হয়েছে—"এরা কেন তাকে ডাকছেনা? সে কি এতই হেয়?"

ঠিক সেই সময় কে যেন তাকে ডাকলো

"নমস্কার কমরেড ওগনিভা"

টৈকা দেখতে পারনি লোকটা কে। তার মনে হল যেন সেই আরমেনীয়ান কৃষকটী যার চিঠির উত্তর সে দিয়েছিল—হয়তো তাকে বিরক্ত

করতে এসেছে। কিন্তু মাথা তুলেই সে চমকে গেল। সামনে ষ্ট্যালিন রয়েছে দাঁড়িয়ে। ষ্ট্যালিন তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন—

"এখানে একা একা এভাবে বসে রয়েছো কেন? চল তুমিও কিছু বলবে! তোমারও কথা শোনবার জন্তে সারা দেশ উদগ্রীব!"

ষ্টেস্কা ঘাবড়ে গেল। চারিদিকের ফটোগ্রাফারেরা তখন তাদের দুজনের ফটো নিতে ব্যস্ত। ষ্ট্যালিন বলে চলেছেন—"আমাদের মেয়েদের কাছে তুমিই আদর্শ! তুমিই দেখিয়েছো কি করে মেয়েরা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারে। অন্যান্য দেশে এখনো তর্ক চলেছে যে মেয়েদের রাষ্ট্রিক অধিকার দেওয়া উচিৎ কিনা! কত বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামাচ্ছে এ নিয়ে! আর আমরা তাই কাজে দেখাচ্ছি! আগের দিনে লোকেরা জানতো না যে মেয়েদেরও প্রাণ আছে! আমরাই দেখালাম যে মেয়েদের প্রাণেরও দাম রয়েছে!" অন্য একজন এসে ষ্ট্যালিনকে তখন ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ষ্টেস্কা বিখ্যাত হয়ে পড়েছে! তাকে প্রথম সারিতে নিকিটার পাশেই বসান হ'ল। ক্রমে মিটিং বন্ধ করে নিকিটা কালিনিনের বাড়ীতে চা খাবার বন্দোবস্ত করে নিল!

(২)

অনেক আশা করে নিকিটা কালিনিনের সঙ্গে চা খেতে বসলো! কিন্তু বেচারা নিকিটা! সে দেখে যে বহু লোক অপেক্ষা করছে কালিনিনের জন্য। সে বিরক্ত হয়ে বললো—

"আপনার কি নিজের বলতে এতটুকু সময় থাকতে নেই—সব সময় কেন সবাই বিরক্ত করবে?"

"ফসল কাটার সময় হয়েছে কিনা তাই" নিকিটা বুঝতে পারেনা! কারণ ফসল কাটার সময় তো চলে গেছে। কালিনিন বুঝিয়ে বলে—

"মানুষ ফসল—বুঝলে? এতদিনে আমরা আমাদের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি! ষ্টালিনকে দেখছো না কেমন হাসি হাসি ভাব নিয়ে পাইপ টানছে! এতদিনে যে আমাদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।" বলেই অপেক্ষা না করে কালিনিন বিদায় নিলেন!

নিকিটাকে তাই বাধ্য হয়ে চলে আসতে হ'ল। অধিবেশনের কটা দিনই সে ভোরে উঠে মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। তখন ক্রমে ক্রমে দুএক জনের সঙ্গে তার আলাপও হলো! কিন্তু অধিবেশনে তার বক্তৃতার পালা আসতেই সে সব ভুলে যাবার উপক্রম করলো। কোনও রকমে মরিয়া হয়ে সুরু করলো—

"সমাজতন্ত্র কাকে বলে জানো? আমরা তোমরাই সমাজতন্ত্র! আগের রাশিয়ার সঙ্গে এখনকার তুলনা করলেই বুঝবে সমাজতন্ত্র কাকে বলে! আগে আমরা যতই খাটিনা কেন—তার ফল ভোগ করতো বড় লোকেরা! আর আজ আমরাই চিরযুগের স্বপ্নকে সার্থক করেছি!"

"ঠিক কথা—" ষ্ট্যালিন মন্তব্য করলেন!

"শোনা যায় যে শয়তানী ক্যাথেরাইনের আমল থেকেই নীপার নদীতে বাঁধ দেবার পরিকল্পনা হয়েছিল। আর এ পর্য্যন্ত নাকি নয়শো মণ কাগজই খরচ হয়েছে সরকারী দপ্তরে ঐ পরিকল্পনার পেছনে। অথচ সেই স্বপ্ন সার্থক করলো কে? এই আমাদের কমরেড ষ্ট্যালিন।

"কিংবা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কিরিল ঝ্দারকিনকে দেখনা কেন? সর্টভ ওগল উপত্যকাকে সে কিসে দাঁড় করিয়েছে! কত বড় বড় ফ্যাক্টরী সেখানে সে সৃষ্টি করেছে? আগের যুগের লোকেরা বলতো—সামগ্রিক কথা আকাশ কুসুম মাত্র। আর আমরা গায়ের রক্ত জল করে আজ তাকে সত্যে পরিণত করেছি!"—চারিদিকে করতালিতে কানে তালা লাগার উপক্রম হ'ল! অবশেষে ঘামতে ঘামতে নিকিটা বসে পড়লো!—

(৩)

সেদিন পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া ছাড়া কিরিলের গত্যন্তর ছিলনা। আর তার ফলও ভালই হ'ল। এক এক সময় ঐ ছেলেমানুষীর কথা ভেবে কিরিল লজ্জা পেয়েছে—তবু এটাও ঠিক যে ও ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিলনা! যখনই কোন দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যার মুখে সে পড়েছে তখনই হয় বোগ্‌দানভ—নয় অস্কেউ—নয়তো অবশেষে স্বয়ং ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সে পরামর্শ করেছে। কিন্তু এসব অদ্ভুত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব নিয়ে সে কার সঙ্গে আলোচনা করবে? তার ওপর তখনকার দিনে সবাই কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে ঐ সব তুচ্ছ (!) মনোভাবকে হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছে! কারুর কাছে কিরিল এবিষয়ে সহানুভূতি পাবেনা! এসব সমস্যায় জোর দিলে তাকে হয়তো ঠাট্টা করবে পেটী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি বলে! তাই সে একা একাই সমস্ত সংঘাত নীরবে সহ্য করে যায়! যখন সেটা একেবারেই অসহ্য হয়েছিল তখনই সে লাফিয়ে পড়েছিল। তারপর থেকে কিন্তু সে আবার অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা পেয়েছে!

আবার কিরিল কাজে আনন্দ পাচ্ছে। নিত্যনতুন কাজে হাত না দিলে তার ভাল লাগেনা! কি করে চারপাশের জনসাধারণের নানা বিষয়ে উপকার হবে তারই নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করতেই সে ব্যস্ত! এই সেদিনও তাই সে একটা সমিতি স্থাপন করলো—তাতে যোগ দেবে শুধু যত বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তাদের স্ত্রীরা। ষ্টেফাকে করা হ'ল অধিনায়িকা এবং কেনিয়া হ'ল তার সহকারী।

এতে অনেক স্বামীই অবশ্য কিরিলকে অলক্ষ্যে গালাগালি করলো। কিন্তু মেয়েরা সব যেন নতুন জীবনের স্বাদ পেল! মেয়েরা নিজেরা চট্‌করে দলবদ্ধ ভাবে সংস্কৃতিমূলক কাজ সুরু করলো। তারা নিজেদের হাতে শিশুদের শিক্ষার ভার নিল। ছোট ছেলেদের থাকার বন্দোবস্ত প্রভৃতি নানা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। দেখতে দেখতে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের

চারিদিক থেকে এ আন্দোলনের প্রশংসা উঠ্‌লো! আর কিরিলকে রোজ একতাড়া করে চিঠির জবাব লিখতে হ'তো।

সে সব চিঠির উত্তর দেবার সময় কিরিল স্পষ্ট বুঝতে পারে টৈকার কাছে তার অপরাধ কি! তার দৃঢ় ধারণা হ'ল যে কেনিয়াকে নিয়ে থাকা বা যাবার আগের দিন জোড় করে টৈকার সময় ভোগ—এসব কিছুই বিচ্ছেদের প্রধান কারণ নয়! সব চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে সে টৈকাকে ঘরের কোণে আটকে রেখেছিল! তাকে রান্নাঘরের দায়িত্ব দিয়ে কিরিল বন্দী করেছিল বলেই আজ সে স্বাধীনতা সুখ উপলব্ধি করতে চলে গেছে!

এসব কথা মনে হতেই কিরিল যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। তার মনে হল যে টৈকাকে এসব কথা খুলে বলতে পারলে কখনোই সে আর রাগ করে থাকবেনা। এবার সে পরিষ্কার করেই সব কথা বলতে পারবে। এখন সে বুঝেছে যে তার এই ব্যবহারের পেছনে অতীত সমাজের প্রভাব একটু রয়েছিল। আবার নতুন করে তাই কিরিল মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিন, ষ্ট্যালিনের নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে সব লেখা পড়তে লাগলো।

ইতিমধ্যে টৈকার সঙ্গে ষ্ট্যালিনের দেখা—সেই সময় টৈকার বক্তৃতার সমস্ত খবর কিরিল পেল। ষ্ট্যালিনের সেক্রেটারী পোভক্রেটনভ তাকে টেলিফোনে জানালো—"আজ টৈকা বক্তৃতা করলো! চমৎকার বক্তৃতা! তোমার সাংসারিক খবর আমি পেয়েছি। তাই সব মিটমাটের চেষ্টা করছি! কিছু ভেবোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। ষ্ট্যালিন তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন।"

—এই প্রথম ষ্ট্যালিনের অভিনন্দনেও কিরিলের আনন্দ হ'লনা! সে তন্ময় হয়ে টৈকার কথা ভাবতে লাগলো। আনন্দের আতিশয্যে কিরিল আরখন্ডোভের ঘরে চলে গেল! কিরিল ঘরে ঢুকতেই তার ছবি বন্ধ করে সে বলে উঠ্‌লো—"সত্যি টৈকা আশ্চর্য্য মেয়ে! কিন্তু তার পরে আর তাদের কোনও আলোচনা হ'লনা টৈকা সম্বন্ধে!

(৪)

কয়েকদিন আগেই প্যাভেলের খবর পাওয়া গেছে। একটী বেত টেলিগ্রাফ ছাপা হয়েছিল—

"আজ আমরা আর্কটিকের কষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা ষ্ট্যালিন-নির্দিষ্ট কাজ করবোই—যত কষ্টই আসুক—সব বাধা আমরা অতিক্রম করবো।"

সেদিন ফেনিয়াকে চেনা যাচ্ছিলনা। চোখ দুটো যেন গর্ত্তে বসে গেছে—আর কেমন উদ্বিগ্ন চাহনী। কিরিলের ঘরে এসেই সে ভেঙ্গে পড়লো—

"কিরিল……আমিতো আর পারছিনা!"

"কেন কি হয়েছে" কিরিল জিজ্ঞাসা করে। একটু এগিয়ে কিরিল তাকে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। কাঁদকাঁদ স্বরে ফেনিয়া বললো—

"প্যাভেলের এরোপ্লেন বরফে ভরে গেছে জানো?"

"তাতে কি হয়েছে? তুমি কিছু ভয় পেয়োনা—আজই তো খবর পেলাম যে তারা পরিকল্পনা মতই অগ্রসর হচ্ছে।"

"তাতো হ'ল—তবু প্যাভেল আমায় সব খবর সত্যি জানাবে বলেছিল এই তার চিঠি—এর পরও তুমি কি আমায় মিথ্যে ভোলাবে?—" এই বলে ফেনিয়া প্যাভেলের বেতার টেলিগ্রাম দেখালো—

"আমরা নীচে নামছি! সমস্ত এরোপ্লেনটা বরফে ভ'রে ভারী হয়ে গেছে। সামনেই অনন্ত আর্কটিক মহাসমুদ্র ও বরফের তীব্র ঝড়! আমরা তবু চলেছি—সব তুচ্ছ করে! যদি সফল হই তাহলে সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা বিখ্যাত হয়ে পড়বো। তোমার ভেতরে যে রয়েছে তার যত্ন করতে ভুলোনা!"

সেদিন কিরিল তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। কিন্তু ফেনিয়াকে দেখে তার ক্রমাগতই মনে হয়েছিল—আরণভোভের কথা। প্যাভেলই তার যৌবন

[illegible]ব্ধি করিয়েছ! আজ তার সমস্ত চেতনা মুখর হয়ে উঠেছে—একই [illegible]! আশ্চর্য্য! মানুষের সমগ্র চেতনার বিকাশ হলে বোধহয় কোনও [illegible]াকেনা!

(৫)

প্রাভ্দা পত্রিকায় প্রকাশিত ষ্টেস্কার গোটা বক্তৃতাটুকু কিরিল মন দিয়ে পড়লো! ষ্টেস্কা বলেছে—

"আমাদের মেয়েদের মন গড়া হয়েছে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে! স্বামী, পুত্র, পরিবার এদের কেন্দ্র করেই আমাদের স্নেহের গণ্ডী! আমাদের এ স্নেহের আকর্ষণ প্রচণ্ড—তাতে সারা পৃথিবীর টনক নড়িয়ে দেওয়া যায়। তবে মাঝে মাঝে—এসবের ভেতরেও আমরা একটু মমতা বোধ করি—আমাদের স্বামীর জন্যে—যার সঙ্গে সমস্ত জীবন আমাদের ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা—সেই মমত্ববোধের ফলে আমরা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করিনা —সমস্ত সমাজেরও ক্ষতি করি অনেক সময়!...

"আমি আজ সব মেয়েদের বলছি—আমরা চাই গৃহিণী হতে—মা হতে —চাই উপযুক্ত স্ত্রী হতে। কিন্তু তারজন্যে সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্র ছেড়ে ঘরের কোণে ঢোকবার কোনও প্রয়োজন নেই। এ দুটো জীবন আমরা পাশাপাশি রাখতে পারি। অন্য সব ধনতন্ত্রী সমাজে যা সম্ভব নয়—আমরা তো সেই অধিকার এখানে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করি!"

ষ্টেস্কার বক্তৃতা পড়ে কিরিলের খুব ভালো লাগলো এর ভেতরে সে তার সত্য প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল! বক্তৃতায় তাকে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার করা হয়েছে সত্যি—কিন্তু সে এতে দমে যাবে না!—

(৬)

প্যাভেলের বেতার টেলিগ্রাম দেখে দেখে বৃহৎ শিল্প বিভাগ ক্রমশঃই শঙ্কিত হয়ে উঠ্ছিল। আর্কেঙ্কেলের কাছে গিয়ে প্যাভেল তার পাঠালো:

"আমরা উড়ছি—কিন্তু এরোপ্লেন বরফে ভরে গেছে!" পিপলস কমিশনার উত্তরে আদেশ দেন—

'তোমাদের জীবন আমাদের কাছে রেকর্ডের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। ওড়া থামিয়ে এখন নেমে পড়! সমস্ত দেশ তোমাদের জয়গানে মুখরিত!'

সেদিন পাঁচটায় তাদের মস্কো নামবার কথা। সমস্ত মস্কো জুড়ে প্রবল উত্তেজনা। পাঁচটা বাজতে না বাজতে সমস্ত মস্কোর লোক রাস্তায় জুটেছে। প্যাভেল ষ্ট্যালিনকে জানালো—

"কমরেড্ ষ্ট্যালিন—আমরা রাজধানীতে ফিরে আসছি—আমাদের জীবন দেশের কাজে উৎসর্গ করলাম।" কিন্তু টেলিগ্রাম করেই তার মনে হ'ল ফেনিয়ার কথা। সে তখনি তার পাঠালো—

"ফেনিয়া—মস্কোর ওপর একটু ঘোরবার অনুমতি নিয়ে আমাদের জানাও!"

তার উত্তর এলো—"ইচ্ছেমত তোমরা মস্কোর ওপরে ঘুরতে পার কিন্তু ঠিক পাঁচটায় সময় এরোড্রোমে এসে নামতে হবে।"

প্যাভেল মস্কোর ওপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো! উড়োজাহাজ থেকে এই বিরাট সহর কতটুকু দেখাচ্ছে! নীচে যানবাহনের চলাচল—অগণিত নরস্রোত পিঁপড়ের সারির মত! ক্রেমলিনের ওপর দিয়ে প্যাভেল ঘুরলো! রেড স্কোয়ারে এসে তারা নতি জানালো! নামবার সময় এতক্ষণে প্যাভেলের হাত কেঁপে উঠ্লো! নেমেই দেখতে পেলো—সারবাধা মোটর গাড়ী তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্তে রয়েছে!

ষ্ট্যালিন্ এগিয়ে এসে প্যাভেলকে জড়িয়ে ধরলেন! পকেট থেকে একতাড়া রিপোর্ট বের করে প্যাভেল কি যেন বলতে গেল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ষ্ট্যালিন বললেন—

"এখন ও সবের দরকার নেই। যাও খুব ভাল করে বিশ্রাম করগে। পরে রিপোর্ট পাঠালেই চলবে।"

ষ্ট্যালিন চলে যাবার একটু পরে ফেনিয়া এগিয়ে এল প্যাভেলের কাছে। তার হাতে ছিল চমৎকার একটী ফুলের তোড়া। কিন্তু কাছাকাছি যেয়ে আর সেটা দেবার কথা মনে হ'ল না! সে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাভেলের মুখের দিকে। তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল!

তাকে জড়িয়ে সবার সামনেই একটা গভীর চুমো খেয়ে প্যাভেল জিগ্যেস করলো—

"কেমন আছ ফেনিয়া?"

"তোমার কথাই শুধু মনে হয়েছে"—ফেনিয়া আস্তে আস্তে বললো! "আর কিছু চাইনা—চল তোমার জন্যে এ ফুলগুলো এনেছিলাম।

"তাহলে তুমিই রাখ—আমি সকলের সঙ্গে দেখা করে আসছি। আমার খোঁজ করো!"

(৭)

ভলগার তীর ধরে ষ্টেকো বেড়াচ্ছিল। মাথায় নীল রুমাল বাতাসে উড়ছে। মাথাটা সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। সে গভীর চিন্তামগ্ন!... ষ্টেকো প্রায় সব সময়েই আরগন্ডোভের কথা ভাবছে। এক এক সময়ে তার মনে হয়েছে যে হয়তো সে সত্যি আরগন্ডোভকে ভালবাসে। তাকে ছাড়া বোধ হয় ষ্টেকো বাঁচবে না—অথচ প্রত্যেক বারই একটা অজানা বাধা এসে তাদের ভেতরে দাঁড়িয়েছে। ষ্টেকো কিছুতেই আরগন্ডোভের কাছে দেহ সমর্পণ করতে পারেনি। এমন কি মস্কো থাকতে প্রত্যেক দিনই

তার মনে হয়েছে আরণল্ডোভকে চিঠি লেখার কথা—অথচ একদিনও সে লিখতে পারেনি। ষ্টেঙ্কা বিশ্লেষণ করতে বসে নিজের মনকে! কেন আরণল্ডোভকে তার ভাল লাগে! সে সুন্দর—সুপুরুষ! চোখে তার জ্বলন্ত প্রতিভা—! কিন্তু তাতো অনেকেই থাকে! তবে? কি তাকে এতো আকর্ষণ করছে? আজ ষ্টেঙ্কা বুঝতে পারলো তার সম্মুখে দুইটা বিরাট সমস্যা—কাকে গ্রহণ করবে সে—আরণল্ডোভকে না—কিরিলকে? ইদানীং কিরিল যেন কেমন রুক্ষ মেজাজী হয়ে পড়েছে! কিরিলের সামনে নিজেকে সে সঙ্কুচিত মনে করতো। কোন কথাই ঠিক মত জবাব দিতে পারতো না! তাতে আবার কিরিলও রেগে যেতো!

কিন্তু তবু ষ্টেঙ্কা নিজেকে আরণল্ডোভের অঙ্কশায়িনী রূপেও কল্পনা করতে পারে না! যদিও আরণল্ডোভের কাছে সে অনেক স্বাধীন আচরণ করতে পারে—তবু তার মনে হয় না যে ঠিক কিরিলের মতই সে আরণল্ডোভের আদরে আত্মসমর্পণ করতে পারে!

এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মাঝে ষ্টেঙ্কা আহ্বান পেল কিরিলের কাছ থেকে:

"অন্ততঃ দু-তিন দিনের জন্যে তুমি আর ছোট কিরিল এখানে এসো। কয়েকদিনের ভেতরেই আমি মস্কো রওনা হব। যতদূর মনে হয় বলখাস কারখানা গড়বার ভার বোধ হয় আমাকেই নিতে হবে!"

কিরিলের গাড়ী ক'রে আরণল্ডোভই তাকে নিতে এলো!

(৮)

ষ্টেঙ্কা তার পুরোনো সংসারে ফিরে এসেছে। সেখানে সবই বিশৃঙ্খল। কিরিল সাহস ক'রে তার সামনে দাঁড়ায়নি। সব সময় আড়ালে থেকেছে। সেই ঘর, সেই আসবাব পত্র; সব যেমনকার তেমনি আছে—কিন্তু শ্রীহীন। ষ্টেঙ্কার বুক কেঁপে উঠলো! কিরিলের ঘর গোটাটাই তার ছবিতে বোঝাই!

বাড়ীর সবাইকে নিয়ে ষ্টেস্কা লেগে গেল প্রথমে সব পরিষ্কার ক'রে গোছাতে। গোটা দিনটাই প্রায় ঐভাবে কেটে গেল। আরণল্ডোভও তাকে প্রতি কাজে সাহায্য করছে। ক্রমে রাত্তিরে খাবার সময় হল। টেবিলের একপাশে বসেছে ষ্টেস্কা, তার ডান দিকে আরণল্ডোভ। বাঁ দিকে আনুস্কা। অন্য ধারে বসেছে কিরিল। তার দুপাশে ছোট্ট কিরিল আর বোগদানভ!

খেতে খেতে ষ্টেস্কা লক্ষ্য করলো—কিরিল একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অনুশোচনা মেশানো সে দৃষ্টি থেকে প্রচণ্ড ভালবাসা ঠিকরে বেরুচ্ছে! কি করুণ আবেদন!...

ষ্টেস্কা ভাবলো—"আমি কি করবো? যার কাছে কিছুতেই যেতে পারছি না—তাকে কেমন করে ভালবাসবো—আমার কি দোষ?" নিজের মনের সংঘর্ষ কিরিলের কাছে গোপন রাখবার জন্যে—ষ্টেস্কা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বোগ্দানভের সঙ্গে গল্প করতে লাগলো।

পরের দিন তারা কিরিলের নতুন বাড়ীতে গেল। সেলিগার হ্রদের পাশে সে বাড়ী। সেখানেও কিন্তু কিছুই ষ্টেস্কার নজর এড়ালো না। যতদূর সম্ভব তার আগমনের জন্যেই যেন কিরিল বাড়ী ঘর তার পছন্দমত করতে চেয়েছে! গোটা বাড়ীতে সাদা রং মাখানো—সামনে চওড়া বারান্দা। মাঠে টেনিস ও আরও নানা রকম খেলার বন্দোবস্ত। কিন্তু যতই সে কিরিলের আকর্ষণ অনুভব করছিল ততই তার মন বিরূপ হচ্ছিল। অনাহুত পুরুষের অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততাতে শুধু বিরক্তিই জন্মায়—বোধহয় নারী হৃদয় তা দিয়ে জয় করা যায়না! তার ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে আরণল্ডোভ আর আনুস্কাদের নিয়ে সে থাকে। এখানে সে রোজ আরণল্ডোভের জন্য অপেক্ষা করে। তার সঙ্গে গল্পে গল্পে ষ্টেস্কা নিজেকে ভুলে যেত। আরণল্ডোভ কথনো তার ছবি আঁকতো! একদিন সে বলেছিল ষ্টেস্কাকে সূক্ষ্মতম পোষাক পড়তে যেন শরীরের প্রতিটি রেখা চিত্রকরের তুলিতে

ধরা পড়ে। ষ্টেস্কাও আত্মহারা হয়ে বসেছিল আরণস্তোভের সামনে! কিন্তু অনেকক্ষণ পরে হটাৎ যেন কি হ'ল সে পাশ থেকে শালটা নিয়ে সমস্ত দেহ জড়িয়ে একদৌড়ে চলে গেল! অথচ রোজ ষ্টেস্কার মনে হয়েছে যে ষ্টুডিয়োতে এসে আরণস্তোভের কথায় সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে শিল্পীর তুলির দাসী হতে পারে! আশ্চর্য্য!......

(৯)

কিরিল তার পড়বার ঘরে বসে রয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকী উৎসবের আগের দিন সে ঠিক করেছে পূরোপূরি বিশ্রাম করতে! তবু একেবারে চুপ করে থাকা যায় কি? কতদিকে তাকে মাথা খেলাতে হচ্ছে! সার্জ্জী পেট্রোভিচ বলেছে উৎসবের দিন সেখানে আসবে।

জানালা থেকে দেখা যায় যে নীচে ষ্টেস্কা আর আরণস্তোভ টেনিস খেলছে। কিরিল যেন নিজের বাড়ীতেই অতিথি! না, এভাবে চল্‌তে পারেনা। এ ব্যবধান দূর করতেই হবে।

ছোট্ট কিরিল এসে নানা প্রশ্নে তাকে বিব্রত করে তুল্‌লো। ষ্টেস্কার গল্প, যোসিফ কাকার গল্প, কিছুই যেন শেষ হয়না! থাকতে না পেরে কিরিল তাকে জিগ্যেস করলো:

"আচ্ছা কাল যোসিফ কাকা আর মা ঐ ঘরে ছিল—না?"

"হ্যাঁ—আমি তো কতক্ষণ কাকার সঙ্গে খেল্‌লাম। আমরা বিলিয়ার্ড খেল্‌ছিলাম। যে বাজী হেরে যাবে—তাকেই টেবিলের নীচে চারপায়ে হাঁটতে হবে! কতবার যে কাকা হেরেছে তার ঠিক নেই—আর মার কি হাসি—জানো?"

তাকে কাছে টেনে নিয়ে কিরিল জিগ্যেস করলো—

"আর কী কথা তারা বল্‌ছিল রে?"

"দাঁড়াও" হাতনেড়ে কিরিল বল্‌লো—"কি একটা ঘড়ির কথা! তুমি নাকি একটা ঘড়ি কাকে দিয়েছিলে তাতে যার মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল!"

ছোট্ট কিরিল চলে গেলেই—তার আবার মন খারাপ হয়ে গেল! ষ্টেস্কার ভালবাসা আবার আরণল্ডোভকে ঘড়ির কথা বলায় ঘৃণা এবং নিজেরই ছেলেকে খুঁটীয়ে সব জিগ্যেস করায় এক অদ্ভুতভাব কিরিলকে পেয়ে বসলো!

ষ্টেস্কাদের খেলবার যায়গায় গিয়ে কিরিল বসলো! কেমন অবসন্ন ভাব। দেখলেই বোঝা যায়! ষ্টেস্কা তাই জিগ্যেস করলো—

"তোমায় বড্ড পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে—খুব খেটেছো বোধহয় না?"

তার কথার জবাব না দিয়ে কিরিল বল্‌লো—

"চল তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে ষ্টেস্কা বড্ড জরুরী!"

আরণল্ডোভের দিকে তাকিয়ে ষ্টেস্কা উত্তর দিলো—

"তা বেশ বাড়ীর কর্ত্তা যখন বল্‌ছেন তখন আর অন্যথা করি কেমন করে, চল।" বলেই ষ্টেস্কা কিরিলের পাশে বেড়াতে বেড়াতে পাইনঝাড়ের দিকে চল্‌লো।

কিন্তু তার কথার ভঙ্গীতে কিরিলের আর কোনই সন্দেহ রইলোনা যে ষ্টেস্কা তার নাগালের বহুদূরে চলে গেছে। এ ষ্টেস্কা সম্পূর্ণ অপরিচিত! দুজনে অনেকক্ষণ চলবার পরেও কিরিল কিছু বলতে পারছিলনা। অবশেষে এক রকম মরিয়া হয়েই সে বল্‌লো—

"আচ্ছা ষ্টেস্কা, সত্যিই কি তুমি ওকে ভালবাস?"

"কাকে?"

বিষম্ রেগে গিয়ে কিরিল বল্‌লো "কে কেমন? বুঝতে পারছোনা—না? ঐ তোমার আরণল্ডোভকে—আর কাকে? এখন সোজাসুজি স্পষ্ট কথা বলবার সময় এসেছে। আমি তো তখন তোমায় সব সত্যি করে বলেছিলাম।"

তার কথায় ষ্টেস্কার যেন চমক ভাঙ্‌লো—কিন্তু তবু সে নূতন চিন্তাস্রোতে ডুবে গেল। অনেকক্ষণ পরে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—

"হ্যাঁ তাকে তো আমি ভালবাসিই"—বলে কয়েক পা দূরে সরে গেল!

কিরিলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ষ্টেস্কার দিকে এগিয়ে এসে সে করুণ স্বরে বল্‌লো—

"সত্যি? তাহলে আমাদের মধ্যে এই শেষ—সব শেষ হয়ে গেছে?"

আবার ষ্টেস্কার বাঁকা কথা—"কিসের শেষ?"

কিরিল ফেটে পড়লো—"কেন? এর পরেও কি তুমি ভাব যে আমরা দুজন একসঙ্গে থাকতে পারবো?" আবাব পরক্ষণেই রুক্ষতার জন্যে অনুশোচনা হচ্ছে তার মনে—কেন শুধু শুধু চটে উঠ্‌ছি বলে কিরিল নিজেকেই ধমকালো!

"কিন্তু কেন তা হবেনা? আমি তো তাকে ভালবাসি—মানুষ হিসেবে!"

এবার কিরিল অপ্রস্তুত হবেনা! সে বোকার মত জিগ্যেস করলো—"তা তুমি তাকে যেভাবেই ভালবাস সেও কি তোমাকে ভালবাসে? পরশুদিন দেখলাম—সে তোমার ঘাড়ে হাত দিয়ে চলছে—তার মানে কি?"

"ও! সে কিছুনা—ও বড্ড সরল কিনা—আমার তো সে কথা মনেও নাই!"

"আমি কি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি?" এবার কিরিল আবার রাগছে।

"ভুলও তো হতে পারে! মিথ্যেই যে হবে তার কি মানে?"

"কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলাম—তোমার চোখ দুটোও জ্বলে উঠলো সে স্পর্শে?"

"কি জানি মনে পড়ছেনা—যাক, অন্য কিছু বলবার থাকলে বল!"

ষ্টেস্কার সেই অনাসক্ত ভাবে কিরিল রাগে আগুন হয়ে গেল—অথচ নিরুপায় সে। এক একবার তার মনে হচ্ছিল—ষ্টেস্কার গালে প্রচণ্ড চড় মারতে কিন্তু সে অনেক কষ্টে আত্ম সংবরণ করে জিগ্যেস করলো—

"তুমি ওর সঙ্গে থাকতে পারো ?"

"কেন পারবোনা ? একা তোমাকে সামলাতে পারবোনা বলেই তো তাকেও এত কাছে রাখছি !"

হঠাৎ কিরিল ভেঙ্গে পড়লো—সে বলে উঠ্‌লো—

"না না ষ্টেস্কা আমার সঙ্গে ঠিক ওভাবে বাঁকা কথা বলোনা—আমি একটু সান্ত্বনা চাই—অযথা দুঃখ দিওনা..."

"কিন্তু আমি তো দুঃখ দেবার জন্যে কিছু বলিনি ? ওটা আত্মরক্ষারই একটা কৌশল। আমার বক্তব্য না শুনেই তুমি যেমন ক্ষেপে উঠলে তখন আর আমার গত্যন্তর রইলোনা। তুমি গর্ব্ব করে উঠ্‌লে—"আমি তো তখন সব বলেছিলাম।" "কিন্তু আমি সে কথা বললে তখন আমার কি দশা হতো—কমরেড ঝ্‌দারকিন ?—চুপ করে কেন ? উত্তর দাও।" বলে ষ্টেস্কা একটু চুপ করে আবার সুরু করলো—এবার সত্যি কথাটা শোনো—

"আমি সত্যই ওকে ভালবাসি !" বলেই সে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল ! কিরিল অন্যমনস্কভাবে তার পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

(১০)

সেদিন অনেক রাত্তিরে কিরিল বাড়ী ফিরলো। সে মনস্থির করে ফেলেছে—আর কথনো রাগ করবেনা। কিন্তু যতবারই সে প্রতিজ্ঞা করে তা রাখতে পারে কই ?

বাড়ী ঢুকতেই দেখে দূরে বারান্দায় আলো জ্বলছে—আর তার সামনে সবাই বসে রয়েছে আরশন্ডোভকে ঘিরে—ফেনিয়া—প্যাভেল—ষ্টেস্কা—বোগ্‌দানভ ! একটা ছবি নিয়ে তারা গভীর আলোচনায় মগ্ন। কিরিলের আসা কেউ জানতেই পারলোনা—তখন বোগ্‌দানভ বলছে—

"শিল্পীরাই শুধু স্রষ্টিকর্ত্তা নয়! আমরা সবাই এক ...
ষ্টেস্কার কথা ধর—সেও কি নূতন সৃষ্টি করে নাই ব্রিগেডে ...
কিরিল—প্যাভেল? এদের কার সৃষ্টি কম? সবার ওপরে ...
সেই তো নিত্য নূতন প্রতিভা সৃষ্টি করছে। মার্ক্স শুধু এ...
স্বপ্নই দেখেছেন—লেনিন সে সৃষ্টি সুরু করে যান—তা পরিপূর্ণ কর...
পড়ে ষ্টালিনের উপর। কমরেড আরণভোভ! তোমার ছবি সত্যিই চম...
সত্যকার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যেই এর এত দাম!"

কিরিল দূরে দাঁড়িয়ে ষ্টেস্কাকে লক্ষ্য করছিল। সে যেন অন্যমনস্ক!" সে তাদের এড়িয়ে যাচ্ছিল—এমন সময় ষ্টেস্কা ডাকলো—

"কিরিল এসেছো"

"সবাই ফিরে তাকালো। বোগদানভ চেঁচিয়ে উঠলো—"কিগো বন্য দেবতা কোথায় ছিলে—সারা গা যে কাদায় ভরা?"

ষ্টেস্কা একপাশে সরে এসে আস্তে আস্তে বললো—"তখন তুমি অমন করে চলে গেলে কেন? ওটা তো একেবারে শেষ কথা নয়। এস চা খাও অনেক রাত হয়েছে!"

কিরিল কথা ঘোরাবার জন্যে বললো—

"আমি প্রস্তাব করছি যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা সবাই শিকারে বেরোবো—কে কে যাবে?"

আরণভোভ সবার আগে বললো—'আমি রাজী' পরে বোগদানভ ও ষ্টেস্কা সকলেই যেতে রাজী হল। তারা ধীরে ধীরে প্যাভেল ও ফেনিয়াকে বাড়ী পৌছে দিয়ে শিকারে চললো সেই বাঁধের কাছের বিলে।

নিশীথ প্রশান্তি কেটে দূরে দিগলয়ে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে! সেই আলো-আঁধারিতে আকাশে এক ঝাঁক হাঁস উড়ে চললো তাদের মাথার ওপর দিয়ে! কিরিলের বন্দুক গর্জ্জে উঠলো—। একেবারে সে গুলি বৃথা গেলনা। একটি হাঁস ছিটকে পড়লো তার পায়ের কাছে!

...ঙ্গেই বোগ্দানভের দিক থেকে আওয়াজ শোনা গেল !
... দিকের কোনও আওয়াজ তার কানে এলনা ! আরণন্ডোভও
...টু পরেই আবার আওয়াজ শোনা গেল। তখন সবাই উন্মত্তের
...মারছে।

... লক্ষ্য করলো দূরে পাহাড়ের ধারে বোগ্দানভ বসে রয়েছে। সামনে
...গড়ার ভেতর দিয়ে কিরিলের মাথা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আরণন্ডোভ
... সজে দূরে পায়চারী করছে। তার বোধহয় সর্দ্দি লাগবার ভয়
...চ্ছে।

হঠাৎ তাদের মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক স্টারলিং পাখী উড়ে চল্লো।
...রলের অব্যর্থ সন্ধানে একটী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—কিন্তু আর
একটী পাখীর ভাল মত না লাগায় সে ঝটপট করতে করতে উড়তে লাগলো !
ষ্টেঙ্কা ভেবেছিল যে হয়তো কিরিল আবার গুলী করবে। কিরিল মোটেই
গুলী করলো না। সে হেসে উঠ্লো—"না ওকে আর মারবোনা বড্ড
সুন্দর দেখাচ্ছে !"

ষ্টেঙ্কার মনে হ'ল—এ সেই আগেরই কিরিল। তখন থেকেই ষ্টেঙ্কা
একদৃষ্টিতে কিরিলের প্রত্যেকটী গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো ! কিরিল
তখন আস্তে আস্তে সব মরা পাখী কুড়োচ্ছে। দূরে একটী পাখী কুড়োতে
যেয়ে কিরিল যেমন পা দিয়েছে—অমনি চোরা বালিতে তার পা ডুবে
যাচ্ছিল ! ষ্টেঙ্কা ভয় পেয়ে গেল। কিরিল না থেমে একমনে এগিয়ে যাচ্ছিল
—হটাৎ আর তার পা চল্ছিলনা—সে অদৃশ্য হয়ে গেল ষ্টেঙ্কার দৃষ্টিতে !

"কিরিল" বলে ষ্টেঙ্কা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো !

সে কাদার চাপ থেকে অনেক কষ্টে কিরিল উদ্ধার পেয়ে নৌকোয় চড়ে
কাপড় ছাড়তে লাগলো ! কেউ যে আশে পাশে রয়েছে সেদিকে তার
নজর নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে কিরিল সূর্য্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো !

"কী সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ" ষ্টেঙ্কা ভাবলো ! সমস্ত কাপড়চোপড় ভাল

করে' নিঙড়ে নিয়ে কিরিল আবার পোষাক পরে নৌকা থেকে তীরে নামলো! সেই নল খাগড়ার ভেতর দিয়ে কিরিল নৌকা টানতে লাগলো! সমস্ত শরীরের পেশীসমূহ কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো! ঠিক সেই সময় মাথার ওপর আর এক ঝাঁক পাখী! কিরিল দেরী না করেই গুলী করলো! সে গুলীতে দুটো পাখী পড়লো! তাদের আনবার জন্যে কিরিল সেই হাঁটু জলেই সাঁতরে চললো!

ষ্টেস্কা চীৎকার করে উঠ্‌লো—

"কিরিল! কির্—রিল্!" সে ডাক হঠাৎ কিরিলের কানে গেল। সে থেমে পড়লো। এতো শুধু চীৎকার নয়! এযে কাতর আহ্বান! সে ডাকের উত্তর দেবার জন্যে কিরিল টলতে টলতে ফিরে এলো—সোজা ষ্টেস্কার কাছে।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ষ্টেস্কা শুধু বল্‌লো—"পাগল কোথাকার!"

একটু পরে দূরে হ্রদের পাশে বাঁশী বেজে উঠ্‌লো! কিরিলও অমনি বন্দুক ভেঙ্গে নলের ভেতর দিয়ে সেই বাঁশীর আওয়াজের উত্তরে জানিয়ে দিলো যে তারা সামনে রয়েছে। বাঁশী বাজিয়ে সার্জ্জী পেট্রোভিচকে অভিনন্দিত করা হ'ল! অসীম সোভিয়েট রাষ্ট্রের সেদিন অক্টোবর-বিপ্লবের ত্রিংশ বার্ষিকী।

শেষ